না জানিয়াই ইঙ্গরেজী ভাষা শিক্ষা করে অতএব যদি গবর্নমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক নানা স্থানে বঙ্গভাষার বিদ্যামন্দির স্থাপন করেন তবে বঙ্গদেশীয় বালকেরা বঙ্গভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন।—W. C. G.

(২৩ জুন ১৮৩৮ । ১০ আষাঢ় ১২৪৫)

সংস্কৃত বিদ্যা বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সাহায্য।—সংপ্রতি এক সম্বাদ পত্রের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে কলিকাতাস্থ আসিয়াটিক সোসাইটির সাহেবেরা শ্রীযুক্ত কোর্ট অফ ডৈরেক্তর্স সাহেবেরদের নিকটে দরখাস্ত করাতে তাঁহারা সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ মাসিক ৫০০ টাকা ব্যয় করিতে স্বীকার করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইলাম যেহেতুক আমারদের নিয়ত এমত বোধ আছে যে সংস্কৃত উত্তম গ্রন্থ সকল লোপ না হয় এবং ঐ সকল গ্রন্থ শুদ্ধ ও উত্তমরূপে মুদ্রিত করা গবর্ণমেণ্টের নিতান্ত উচিত।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৯ । ২১ মাঘ ১২৪৫)

...শুনিতে পাই যে সদরলেণ্ড সাহেব জেনেরল ইনিকষ্ট্রিকসেন কমিটির সেক্রেটরি পদ পরিত্যাগ করিবেন এবং তাঁহার ঐ কর্ম্মে ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব হুগলির কালেজের কর্ম্মের প্রেন্সেপেল আছেন তিনি ঐ কর্ম্ম প্রাপ্ত হইবেন।

পরন্তু ঐ পাঠশালাতে অন্য এক কর্ম্ম খালি হইবে সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে অত্যন্ত উপযুক্ত মনুষ্যের সাপেক্ষা করিবে কারণ এই তদ্বিষয়ে বিস্তর সময় অপেক্ষা করিবে প্রধান পাঠশালার ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস বিষয়ে অধ্যক্ষতা করিতে হইবেক।

এতদ্রূপ প্রকাশিত আছে যে সদরলেণ্ড সাহেব তাহার ঐ সক্রেটরির কর্ম্ম অত্যন্ত পরিশ্রম এবং উৎসাহ দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পন্ন করাতে ঐ কমিটির সাহেবেরা সদরলেণ্ড সাহেব কর্ম্ম পরিত্যাগ জন্য অতিশয় ক্ষতি স্বীকার করিবেন ডাক্তর ওয়াইজ সাহেবকে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করাতে আমরা বোধ করি যে সদ্বিবেচনা হইয়াছে পরিবর্ত্তের কারণ এই যে ঐ কর্ম্মে উক্ত সাহেব প্রবর্ত্ত হইয়া সর্ব্বদা নৈপুণ্যরূপে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন পরন্তু এই প্রতিজ্ঞাতে আমরা প্রশংসা করি কারণ এই প্রকার বিধান করাতে নিঃসন্দেহে হুগলির ঐ কর্ম্ম প্রাপ্তি তদর্থক অনেকে উৎসাহযুক্ত হইবেন তদ্দেশস্থ লোক সকল এতদ্রূপ ইচ্ছা করিবেন যে এই বিষয়ে উত্তম বিজ্ঞ ব্যক্তি একজন নিযুক্ত করেন এতদ্বিষয়ে যাহাতে পক্ষাপাত না হয়।

আমরা শ্রুত হইতেছি যে গবর্নরমেণ্ট কর্তৃক এই কর্ম্মে হুগলির এক জন সিবিল সারজনকে অর্পন করিবেন আমরা বোধ করিতেছি যে অত্যন্ত মন্দ প্রথমত ঐ কর্ম্মের রীতি পরিবর্ত্তের যে সমস্ত সম্ভাবনা তাহা নিবারণ হয় আমরা এই প্রকার জ্ঞাত আছি যে সর্ব্বদাপরিবর্ত্তন বিষয় ভাল নহে কারণ যে ব্যক্তি নূতন অধ্যক্ষ হইবেন তিনি সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার স্বীয় বাঞ্ছিত রীতি সংস্থাপন করিবেন সিবিল সারজনকে নিযুক্ত করিলে শতবার

রীতিপরিবর্ত্তের সম্ভাবনা হয় বালকদিগের উপদেশ বিষয়ে যে প্রকার সুরীতি আছে তৎ পরিবর্ত্তের অভদ্র উপস্থিত হইতে পারে কিন্তু সকল বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক রীতি থাকিলে সুমঙ্গল হয় এতদ্বিষয়ে অপর এক বিবেচনা আছে যে দুই কর্ম্ম একব্যক্তির নির্ব্বাহ করা অতি সুকঠিন এবং কোন সময়ে এক কর্ম্ম অন্য কর্ম্মের সহিত সংযোগ হইতে পারে না ঐ সারজন স্থির করিতে পারিবেন না যে তাহার চিকিৎসার বিষয় কোন সময় প্রয়োজন যে স্থানে অত্যন্ত পীড়িত ব্যক্তি আছেন সেই স্থানে তাহার গমন করিতে হইবেক অতএব বালকদিগের শিক্ষা সময়ে পাঠের বৈপরীত্য হইবেক অপর বোধ করি এই দেশের ঘটনা নিবারণ হইবেক যদ্যপি ডাক্তর ওয়াইজ দৃষ্টান্তে বক্তব্য করা যায় যে তিনি উভয় কর্ম্ম নিষ্পন্ন করিতেন কিন্তু অন্য২ কর্ম্ম সুভদ্র রূপে নিষ্পন্ন হয় নাই।

আমরা জিজ্ঞাসা করি এই কালেজের কর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাইবার যে সম্ভাবনা হয় তাহা নিবারণ করিলে ভাল হইতে পারে না অস্মদাদি জ্ঞাত আছি যে এতদ্বিষয় করিলে ভাল হইতে পারে আমারদিগের এই ইচ্ছা যে গবর্ণরমেণ্ট এই বিষয়ে মধ্যস্থ না হয়েন ঐ প্রতিজ্ঞানুসারে আজ্ঞা প্রকাশকরতঃ বহুতর মন্দ হইতে পারে কারণ ঐ পাঠশালাতে নানাবিধ রীতি উপস্থিত হইতে পারে কেননা নূতন অধ্যক্ষ ঐ প্রকার আত্মসম্মত আজ্ঞা প্রকাশ করিবেন।

উক্ত কর্ম্মব্যতিরেক এডুকেসন কমিটির অধীনে ঐ কর্ম্ম খালি হইয়াছে শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন মৃজাপুর গমন করাতে সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটরি কর্ম্ম প্রস্তুত আছে ঐ কর্ম্ম পূর্ব্বেতে ইঙ্গলণ্ডীয়দিগের হইতে নিষ্পন্ন হইত তাহাদিগের সুরীতিপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্ম বিষয়ে উত্তম বিবেচনা হইত আমরা শুনিতে পাই যে পণ্ডিতদিগের এই স্বেচ্ছা যে ঐ কর্ম্মে পুনর্ব্বার ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যক্তি প্রবর্ত্ত হইলে ভাল হইতে পারে তাহারা এই প্রকার ব্যক্ত করেন যে ঐ কর্ম্ম ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যক্তি নিযুক্ত হইলে গবর্ণমেণ্টের বিদ্যালয়ের প্রতি মনোযোগ প্রকাশ হয় এবং উক্ত বিষয়ের সপ্রমাণ তদর্থক উলিসেন প্রাইশ ট্রয়র সাহেবদিগের নাম সর্ব্বদা করেন এডুকেশন কমিটি নিরূপণ করিতেছেন যে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তিকে দিবেন কিন্তু যদ্যপি ইঙ্গলণ্ডীয় নিযুক্ত করিলে ইহারদিগের আহ্লাদজনক হয় তজ্জন্য এবিষয়ে নিবর্ত্ত হইবেন না।

এই ক্ষণে অস্মদাদি নিশ্চয় রূপে বোধ করি যে সভার এতদ্রূপ করা কর্ত্তব্য যাহাতে সাধারণ ব্যক্তিদিগের সন্তোষজনক হয় এবং পাঠশালা সংস্থাপিত থাকে। [জ্ঞানান্বেষণ]

সাহিত্য

পুস্তক

(৬ নভেম্বর ১৮৩০ । ২২ কার্ত্তিক ১২৩৭)

...অতিবিজ্ঞ শ্রীযুত বাবু রামমোহন রায় এতদ্বিষয়ক এক অত্যুত্তম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন যে দায়ভাগ এতদ্দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত অতএব তৎসম্মত ব্যবস্থার বৈপরীত্য করা অনুচিত এবং এতদ্বিষয়ে ঐ বাবু যে মহাপরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরা যে অত্যন্ত বাধ্যতা স্বীকার করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১০ জুলাই ১৮৩০ । ২৭ আষাঢ় ১২৩৭)

শ্রীমদ্ভাগবত।—শ্রীমহর্ষিবেদব্যাস প্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবত ১৮ অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক এবং শ্রীধর স্বামির টীকা চব্বিশ সহস্র এই ৪২০০০ সহস্র শ্লোক বড় অক্ষরে মূল ক্ষুদ্রাক্ষরে টীকা তুলাত কাগজে প্রাচীন পুস্তকের ধারামত পত্র করিয়া ১৭৪৯ শকের বৈশাখে মুদ্রাঙ্কিতারম্ভ হয় বর্ত্তমান ১৭৫২ শকের ৩১ বৈশাখে অর্থাৎ তিন বৎসরে সমাপ্ত হইয়াছে এক্ষণে তদ্‌গ্রন্থ গ্রাহকাগ্রগণ্য অর্থাৎ যাঁহারা গ্রাহকত্বসূচক স্বনাম স্বাক্ষর করিয়াছেন তাঁহারদিগের নিকট পুস্তক প্রেরিত হইতেছে কিন্তু কলিকাতার বাহির অর্থাৎ মফঃসল নিবাসি স্বাক্ষরকারি মহাশয়দিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকের মূল্য টাকা এবং যেপ্রকারে প্রেরণ হইবেক তাহার বাহকের ব্যয় সহিত যে স্থানে পাঠাইতে হইবেক তাহা লিখিয়া পাঠাইলে অবিলম্বে তাঁহার নিকটে গ্রন্থবর প্রেরণ করা যাইবেক।

অপর পূর্ব্বে অনুমান হইয়াছিল গ্রন্থ পাঁচ শত পত্র হইবেক কিন্তু যে পৃষ্ঠায় মূল শ্লোক অঙ্কিত হইয়াছে তাহারি টীকা সেই পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করা গিয়াছে ইহা পাঁচ শত ত্রিশ পত্র হইয়াছে তথাচ স্বাক্ষরকারিদিগের নিমিত্তে মূল্য অধিক হইবেক না।

স্বাক্ষরকারি গ্রাহকদিগের নিমিত্ত। এক পুস্তকের মূল্য।................৩২

ঐ গ্রন্থের বেষ্টনবস্ত্র ডোর পাটার ব্যয়।...................... . ... ১

স্বাক্ষরকারিভিন্ন এক্ষণে যাঁহারা গ্রাহক হইবেন তাঁহারদিগের জন্য।·· ...৪

এই মূল্য স্থির করা গিয়াছে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২। ৪ ফাল্গুন ১২৩৮)

অপর আসল সংস্কৃত এক অমরকোষ সংপ্রতি শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহা ক্ষুদ্রপরিমাণে ১১৫ পৃষ্ঠামাত্র।

এতদ্দেশে ইঙ্গলণ্ডীয়েরদের আগমনাবধি লার্ড হেষ্টিংস সাহেবের আমলপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের তাবৎ ইতিহাস গত ১ জানুআরিতে শ্রীরামপুরের যন্ত্রালয়ে শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশককর্তৃক সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হয় তাহা দুই বালমে প্রস্তুত হয় প্রত্যেক বালম ৪০০ পৃষ্ঠ পরিমিত।

(৩ আগষ্ট ১৮৩৩। ২০ শ্রাবণ ১২৪০)

বিজ্ঞাপন।—সকলের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে সম্প্রতি মহামহোপাধ্যায় ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যকর্তৃক রচিত প্রবোধ চন্দ্রিকানামক গ্রন্থ সাধুভাষাতে উত্তমাক্ষরে উত্তম কাগজে শ্রীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রালয়ে প্রথমবার মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে গ্রন্থের তাৎপর্য্যাববোধার্থে নির্ঘণ্ট ছাপাইয়া দর্পণের সঙ্গে একবার প্রেরিত হইয়াছে তাহাতেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য জ্ঞাত হইয়াছেন যদি এখনও কেহ জানিতে ইচ্ছুক হন সমাচার পাঠাইলেই পাইতে পারিবেন গ্রন্থের মূল্য ৪ চারি টাকা স্থির হইয়াছে যাঁহার লওনের বাঞ্ছা হয় শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে লোক পাঠাইলে পাইবেন ইহা জ্ঞাপন মিতি।

(৩১ আগষ্ট ১৮৩৩। ১৬ ভাদ্র ১২৪০)

কিয়ৎকাল হইল আমরা এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে বঙ্গাদি প্রদেশীয় জমীদারেরদের এক সমাজ স্থাপনবিষয়ক প্রস্তাব ১৮৩৩ সালের ১৬ জুন তারিখের রিফার্মর সম্বাদ পত্রহইতে গৃহীত গৌড়ীয় ভাষাভাষান্তরীকৃত হইয়া কলিকাতার রিফার্মর মুদ্রা যন্ত্রালয়ে বিনামূল্যে বিতরণার্থ মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। অতএব অনেককাল পর্য্যন্ত আমারদের কর্তৃক এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রাপণবিষয়ক স্বীকার দর্পণে প্রকাশ না হওয়াতে ত্রুটি হইয়াছে।

(১০ মে ১৮৩৪। ২৯ বৈশাখ ১২৪১)

...বঙ্গদেশীয় বালকগণ আমার অতিপ্রিয় এইজন্যে তাহারা যেন ইঙ্গরেজ বালকের সদৃশ জ্ঞানবান্ ও সুখী হয় এই আশয়ে শ্রীযুক্ত ডব সাহেবদ্বারা যে ক্ষুদ্র পুস্তক ইঙ্গরেজীতে প্রস্তুত ছিল এবং শ্রীযুক্ত এলিস সাহেবদ্বারা বঙ্গভাষাতে প্রস্তুত হইল তাহা আমি তোমারদের হিতার্থে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছি। তোমরা যদি তাবৎ জ্ঞানবিশিষ্ট ইঙ্গরেজী ভাষা অভ্যাস কর তবে তদ্দ্বারা তোমারদের যথেষ্ট উপকার হইবে।...সি ই ত্রিবিলিয়ন।

(১৭ মে ১৮৩৪ । ৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

On the 19th *May will be published from the Serampore Press,*

An

English and Oordoo

School Dictionary,

In Roman characters, with the accentuation of the Oordoo words, calculated to facilitate their pronunciation by Europeans. By J. T. Thompson, of Delhi.

Price, at Calcutta, 3 Sicca Rupees ; and at Delhi, 4 Sonat Rupees.

(১ নভেম্বর ১৮৩৪ । ১৭ কার্ত্তিক ১২৪১)

শোভাবাজারস্থ রোমানেজিং অর্থাৎ রোমান অক্ষরে মুদ্রাঙ্কনার্থ প্রেসে অতিক্ষুদ্রাক্ষরে যে ক্ষুদ্র আশ্চর্য্য এক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার এক পুস্তক আমরা পাইয়াছি। তাহার প্রথম পৃষ্ঠে গ্রন্থের দুই নাম প্রকাশিত আছে অতএব ঐ গ্রন্থের কি নাম কহিতে হইবে তাহা নিশ্চয় বুঝা গেল না তাহার শিরোভাগে উপদেশকথা তৎপরে নীতিকথা বলিয়া নাম আছে। প্রথম ভাগে ফলতঃ বঙ্গভাষাতে যে সকল ইতিহাসকথা এইক্ষণে চলিত আছে তাহাহইতে সারোদ্ধার করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবের নিয়মক্রমে এবং তাঁহার আনুকূল্যে এই গ্রন্থ বাঙ্গলা ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে। এই গ্রন্থসম্পাদক বাবু শারাদাপ্রসাদ বাস ঐ গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠে এই আকারে নাম লিখিত আছে কিন্তু তাঁহার এই সম্পাদকতাব্যাপারে এইরূপ বিদ্যা দর্শান হইয়াছে যে ঐ মহাশয় শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের নিঃমানুসারে বাঙ্গলা কথা ইঙ্গরেজী অক্ষরে অনুলিপি করিয়াছেন ঐ পদের কার্য্য বাবু যে অতিসংশোধনপূর্ব্বকই করিয়া থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই ঐ নূতন নিয়মের বিষয়ে তাঁহার যে অত্যন্ত অনুরাগ আছে তাহা ইহাতেই দৃষ্ট হইতেছে যে ঐ নিয়ম তিনি শ্রীযুত ত্রিবিলয়ন সাহেবের নামের উপরিই খাটাইয়াছেন এবং ঐ আধুনিক নিয়মক্রমে তাঁহার নাম *Trivilian* লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে অনেক ছবির ছবি প্রকাশ পাইয়াছে এবং শোভাবাজারের মহারাজের রাজবাটীর এক প্রতিবিম্ব প্রকাশিত আছে কিন্তু কোন্ ব্যক্তিকর্ত্তৃক তাহা খোদিত বা ছবি হইয়াছে তাহা ব্যক্ত নাই শ্রীযুত সর চার্ল্স ডাইলি সাহেবও ঐ ইতিহাস গ্রন্থের মধ্যে কতিপয় ছবি প্রকাশার্থ প্রদান করিয়াছেন...।

(১৯ জুলাই ১৮৩৪ । ৫ শ্রাবণ ১২৪১)

বঙ্গ ভাষায় রচিত ক্ষুদ্র এক গ্রন্থ অর্থাৎ নবদ্বীপাধিপতি রাজা ৺ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চরিত্র বিবরণ এই সপ্তাহে এখানে প্রকাশ হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ ফোর্ট উলিয়ম কালেজের ছাত্রেরদের নিমিত্ত ৺ প্রাপ্ত ডাক্তর কেরি সাহেবের অনুমতিক্রমে রচিত হইয়া ৩২ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম

মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। বহু দিবস হইল ঐ পুস্তক উঠিয়া গিয়াছে অতএব ইদানীং ঐ পুস্তকের প্রতি গ্রাহকের কিঞ্চিৎ অনুরাগ দেখিয়া সুমূল্যেতে তাহা পুনর্ব্বার মুদ্রাঙ্কিত করা গিয়াছে। প্রথম ঐ গ্রন্থের মূল্য ৫ টাকা করিয়া স্থির হইয়াছিল কিন্তু তৎকালে ঐ মূল্যেও মুদ্রাঙ্কিত করণের ব্যয় পোষাইয়া ছিল না এইক্ষণকার মুদ্রাঙ্কিত ঐ গ্রন্থের মূল্য ‖৹ মাত্র স্থির করা গিয়াছে। যে রাজা বঙ্গদেশে ইউরোপীয়েরদের রাজ্য সংস্থাপন কার্য্যে অতিনিপুণ প্রয়োজক ছিলেন। এবং যে রাজা তৎসময়ে অন্যান্য রাজাপেক্ষা ব্রাহ্মণেরদিগকে অধিক বৃত্তি প্রদান করেন এই গ্রন্থে তাঁহার রীতি চরিত্রবিষয়ক অশেষ বিশেষ রূপ বর্ণন আছে এই-প্রযুক্ত বোধ হয় যে এই গ্রন্থ লোকেরদের সুপঠনীয় হইবে। এতদ্রূপ বৃত্তিদাতৃত্বগুণপ্রযুক্ত ঐ রাজা বঙ্গ দেশীয় পণ্ডিতেরদের মধ্যে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ঐ রাজবংশ্যেরা এইক্ষণে অতিনিঃস্ব হইয়াছেন তাঁহারদের পূর্ব্বতন ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে ইদানীন্তন অবস্থার ঐক্য করিলে বোধ হয় যে তাঁহারা একেবারে উদাসীন প্রায় হইয়াছেন। ফলতঃ আমরা শুনিয়াছি এইক্ষণে ঐ বংশে যিনি রাজা নামধারী আছেন তিনি অতিবিখ্যাত স্বীয় পূর্ব্বপুরুষেরদের কৃত বৃত্তির দ্বারাই প্রাণধারন করিতেছেন। যে রাজার রীতিচরিত্র বর্ণনবিষয়ক গ্রন্থ এইক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে তাঁহার সভা বঙ্গ দেশীয় নানা দিগ্ হইতে আগত পণ্ডিতগণেতে সদা দেদীপ্যমানা থাকিত। পূর্ব্বে আমারদের কল্প ছিল যে নবদ্বীপাধিপ রাজার বিরাজমান সময়ে যে সকল রহস্যসম্পাদক কথা জন্মিয়া অদ্যপর্য্যন্ত চলিতেছে তাহা এই গ্রন্থের শেষে প্রকাশ করি কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখা গেল তাহা এমত আদিরসাদিঘটিত যে প্রকাশ যোগ্য হয় না।

(২৯ আগষ্ট ১৮৩৫। ১৪ ভাদ্র ১২৪২)

বিজ্ঞাপন।—সকলকে জানান যাইতেছে ভগবদ্‌গীতা গ্রন্থ পূর্ব্বে স্থানে২ বঙ্গ ভাষাতে অনুবাদ হইয়া প্রকাশ হইয়াছে কিন্তু তাহাতে শ্লোকের সম্পূর্ণভাব এমত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় নাই যে তাহাতে অল্পবুদ্ধি জনের বোধগম্য হয়। তজ্জন্যে শ্রীযুত গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ মূলের নীচে অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা ও বঙ্গভাষানুবাদের নীচেও অঙ্কসহিত স্বামিকৃত টীকা দিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন ইহা দেখিবামাত্রই সকল সন্দেহ দূর হয়। এই গ্রন্থ কলিকাতার জ্ঞানান্বেষন মুদ্রাযন্ত্রালয়ে অথবা যোড়াসাঁকোর শ্রীযুত বাবু রাজকৃষ্ণ সিংহের পুষ্পোদ্যানে অন্বেষণ করিলে পাইতে পারিবেন।

(১৪ নভেম্বর ১৮৩৫। ২৯ কার্ত্তিক ১২৪২)

মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর।—মহারাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর পাতুরিয়া ছাপাখানায় গ্রহাদির ছবি প্রস্তুত করিয়া বঙ্গভাষাতে তাহার বিবরণ অর্পণ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কতিপয় পত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। ইহাতে এতদ্দেশীয় লোকেরদের তদ্বিষয়ক জ্ঞানেচ্ছা

জন্মিতে পারে। কিন্তু ভাবনা হয় যে তাহার তাৎপর্য্য তাঁহারা তাদৃশ বুঝিতে পারিবেন না। এবং তদ্দারা গ্রহাদির চলন ও যোগ বিলক্ষণরূপে অবগত হইতে সমর্থ হইবেন না।

(৩ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ১৯ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুরের গ্রন্থ।—সংপ্রতি শ্রীযুক্ত রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর যে দুই গ্রন্থ রচনা করিয়া স্বীয় বাটীস্থ যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন। তাহার এক২ পুস্তক প্রাপ্তিতে আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি। ঐ পুস্তক বাঙ্গলা ও উর্দ্দু পদ্যেতে গেস ফেবল গ্রন্থের অনুবাদিত।...

(২৫ জানুয়ারি ১৮৪০। ১৩ মাঘ ১২৪৬)

আমরা শুনিলাম যে শ্রীযুত মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর আপন মিত্রদিগের বিশেষতঃ সংস্কৃত গবর্ণমেণ্ট কালেজের পূর্ব্ব সম্পাদক এবং বর্ত্তমান পারিস নগরস্থ শ্রীযুত কাপ্তান ট্রাএর সাহেব অনুরোধে বহুপরিশ্রামক ব্যাপারে অর্থাৎ হিন্দুদিগের আদি নাটক পুস্তক মহানাটক গ্রন্থের ইঙ্গরাজী ভাষায় রূপান্তর করণে প্রবর্ত্ত হইয়া ইহার মূল দেবনাগরাক্ষরে সত মুদ্রাঙ্কিত হওনে মানস করিয়াছেন।

এই পুস্তকে হাস্য ও খেদ এবং বীর রসযুক্ত প্রায় ৭০০ শ্লোক রচিত আর পণ্ডিত সমাজে অতি আদৃত হেতু বোধ হয় যে তাবত কালেজ এবং পাঠশালার প্রধান শ্রেণীর যোগ্য।

(১৮ জুন ১৮৩৬। ৬ আষাঢ় ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয়বরাবরেষু।—কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় বৈদ্যক পাঠশালায় যে উপদেশ শ্রীযুত ডাক্তর ব্রেমলি সাহেব কর্ত্তৃক বক্তৃতা হইয়াছিল...ঐ উপদেশ শ্রীযুত উদয়চন্দ্র আঢ্যকর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হওনান্তর বিতরণার্থ এবং শ্রীযুত ষ্টকিউলর সাহেবের আনুকূল্যে মুদ্রিত হইয়াছে।...

(২১ অক্টোবর ১৮৩৭। ৬ কার্ত্তিক ১২৪৪)

কলিকাতার মেডিকেল টোপগ্রাফি।—এই বিষয় ডাক্তর মার্টিন সাহেব বিরচিত পুস্তক আমরা অত্যন্ত আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছি টৌন ইম্প্রুবমেণ্ট কমিটিহইতে যে লিপির অপেক্ষা আছে তাহার অভাবে এই পুস্তকে অনেক উপকার হইবেক কলিকাতার পীড়ার হ্রাস বৃদ্ধিজনক অবস্থাসম্বন্ধীয় জ্ঞান এই গ্রন্থহইতে প্রাপ্ত হইলে পর সম্পূর্ণতররূপে অন্য কোন সামান্য গ্রন্থ রচিত হইতে পারিবেক...। ইনি [ডাঃ মার্টিন] কলিকাতার বর্ণনা সংক্ষেপরূপে করিয়াছেন পূর্ব্বকালের বন জঙ্গলাবস্থার বার্ত্তা প্রথমে লেখেন এ সময়ে জাব চারণক সাহেব এক পূর্ব্বপিতৃবৎ ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষমূলে বসিয়া এক মহারাজ্য স্থাপনের উপরে

স্থির করেন ইহার পরে গবর্নর্ ফ্রিক বারওএল হলওএল ক্লাইব হেষ্টিংস ওএলেসলি কর্ণওয়ালিস ময়রা ইত্যাদি সাহেবেরা রাজত্ব করেন পরে আমারদিগের সময়ের নিয়ম স্থির হয়—যে২ শোধন হইয়াছে তাহাসকল এ পুস্তকে লিখিত আছে আর ইউরোপের এক ক্ষুদ্র নগরের ন্যায় এ স্থানের সম্পত্তি নহে ইহাতেই যে২ শোধন এখন আবশ্যক আছে তাহা বোধ হইবেক এই পুস্তক মেডিকাল বোর্ডে অর্পিত হইয়াছে ইহা না দেখিলে আমরা জ্ঞান করিতাম যে বিখ্যাত ব্যয়বিষয়ে ইহার অধিক অংশ ডাং সাহেবের বিবেচনাতে অর্পণ করিবার কোন আবশ্যক ছিল না। এ পুস্তকে নিয়ম ও উত্তমরূপে শ্রেণী বন্ধনের অভাব আছে আর অবকাশাভাবে এরূপ হইয়াছে তাহা ব্যক্ত আছে এইং দোষব্যতীত এ পুস্তকে অনেক উত্তম২ বিষয় লিখিত আছে আর ইহাতে পরে যাঁহারা লিখিবেন তাঁহারা অনেক সহায় পাইবেন আমারদিগের শরীরাবস্থার বিষয়ে যে মহা প্রবল বিষয় তাহা পূর্ব্বে এত দিবস জানিতাম না এইক্ষণে তাহা প্রকাশ হইয়াছে।—জ্ঞানান্বেষণ।

(২২ জুন ১৮৩৯। ৯ আষাঢ় ১২৪৬)

ভারতবর্ষের ইতিহাস।—শুনিয়া অত্যন্তাপ্যায়িত হইলাম যে বাবু শিবচন্দ্র বঙ্গ ভাষাতে ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থের ভূমিকা প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ প্রস্তুত হইলে বঙ্গ ভাষাভ্যাসার্থ যে নূতন পাঠশালা স্থাপিত হওনের কল্প হইয়াছে তাহাতে অনেক উপকার দর্শিবে।

(১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ৪ ফাল্গুন ১২৪৬)

ভুবন প্রকাশ।—ভুবন প্রকাশ নামক গ্রন্থ দর্পণযন্ত্রে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ গ্রন্থ ১০০ পৃষ্ঠা পরিমিত মূল্য ১ টাকা গ্রাহক মহাশয়েরা শ্রীরামপুরে শ্রীযুত আত্মারাম বিদ্যালঙ্কার ভট্টাচার্য্যের বাটীতে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

সাময়িক পত্র

(১৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৩১। ৯ ফাল্গুন ১২৩৭)

বিজ্ঞাপন।—যদ্যপি নানাদেশীয় বিবিধ বৃত্তান্ত বোধক বহুবিধ সংবাদপত্রিকা প্রকাশ-দ্বারা নানা দিগন্তবাসি বিশিষ্ট বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামিক নাগরিকপ্রভৃতি বিদগ্ধব্যক্তিদের মানসাবাসে বিবিধবিষয়বিষয়ক প্রবোধ প্রকাশ প্রযুক্ত সংশয়াবস্থানের সংশয় হইতেছে তথাপি অস্মৎ প্রয়াসের বিফলতাবোধে অনুগ্রাহক মহাশয়েরদের অবশ্যই অনুগ্রহ হইতে পারে এবং বর্ণার্থগত দোষে দুষ্ট হইলেও সজ্জনসন্নিধানে গুণবৎ হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে অতএব এতাদৃশালোচনাদ্বারা নিশ্চিতান্তঃকরণ হইয়া সংবাদ প্রভাকরনামক সংবাদপত্র প্রকাশে

সাহসী হইলাম। এই সংবাদ প্রভাকর পত্রে কলিকাতা রাজধানীস্থ গবর্নর্ কৌন্সেল ও সুপ্রিম কোর্ট ও পোলীস ও সদর দেওয়ানি ও নিজামৎ আদালতের ও বোর্ডের সমাচার ও ইঙ্গলণ্ড ফ্রান্সপ্রভৃতি দেশের ও ভারতবর্ষস্থ মান্দ্রাজ বোম্বে চীনাদি অন্যান্য দেশের এবং সুবে বাঙ্গালা ও বেহার উড়িষ্যা ও বারাণস্যাদি কোম্পানির স্বাধীন রাজ্যের ও অন্যাধিকারের নানাপ্রকার সংবাদ অর্থাৎ রাজকর্ম্মে নিয়োগাদি রাজনীতি বিষয় ও যুদ্ধবিষয় ও বিদ্যাবিষয় ও সওদাগরী বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিষয় ও দৈবঘটনা বিষয় ও রহস্য বিষয়ইত্যাদি যখন যেরূপ আশ্চর্য্য বিষয় উপস্থিত হইবে তাহা প্রতি শুক্রবারে ছাপা হইয়া সপ্তাহানন্তর পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রেরণ করা যাইবেক পাঠকবর্গেরা অবকাশে পরিশ্রম স্বীকার করিয়াও যদ্যদি এই পত্র অবলোকন করেন তবে অনায়াসে এক স্থানে অবস্থান করিয়াও নানাদেশীয় বৃত্তান্তাবগত ও বহুদর্শী হইতে পারেন জ্ঞানপ্রাথর্য্য সুতরাং সিদ্ধ ইতি। সং প্রং

(২৬ মার্চ ১৮৩১। ১৪ চৈত্র ১২৩৭)

...সুধাকর পত্রের প্রকাশক কাঁচনাপাড়ানিবাসি বৈদ্য কুলোদ্ভব শ্রীযুত প্রেমচাঁদ রায়...।

(৪ জুন ১৮৩১। ২৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

ইনকোয়েরর।—সংপ্রতিকার হিন্দু কালেজের ছাত্র শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্তৃক সংগৃহীত ইঙ্গরেজী ভাষায় ইনকোয়েররনামে প্রথম সংখ্যক সম্বাদপত্র এই সপ্তাহে আমরা প্রাপ্ত হইলাম। ঐ অনুপম বিদ্যালয়েতে যে ঈদৃশ শুভ ফল জন্মিতেছে তাহাতে আমরা অতিহৃষ্ট চিত্ত হইলাম। ইঙ্গলণ্ডীয়েরা যেমন স্বভাষা অভ্রান্তরূপে সংগ্রহপূর্ব্বক লেখেন তদ্রূপ ঐ বাবু যে তদ্ভাষাবিন্যাস করিবেন তাহা প্রায় সম্ভব হয় না কিন্তু যাহা তিনি লিখিতেছেন তাহাতে যে চুক সে যৎকিঞ্চিৎমাত্র। এবং তাঁহার লিখিত সদ্ভাববিশিষ্ট অতএব তদ্দ্বারা যে তাঁহার অধিক কৃতকার্য্যতা ও লোকেরদের উপকার ও গ্রাহক বৃদ্ধি হয় আমারদের সতত এতদ্রূপ বাঞ্ছা।

(১১ জুন ১৮৩১। ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৩৮)

দর্পণ ও বাঙ্গাল গেজেট।—চন্দ্রিকার এক পত্র লেখক দর্পণে প্রকাশিত এক পত্রের উত্তর দেওনেতে কহেন দর্পণ যে প্রথম বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত হয় ইহা তিনি স্বীকার করেন না এবং তিনি কহেন যে দর্পণ প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর নামক এক ব্যক্তি প্রথম বাঙ্গাল গেজেট-নামে এক সম্বাদ পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ইহাতে আমারদের এই উত্তর যে আমারদের প্রথম সংখ্যক দর্পণ প্রকাশ হওনের দুই সপ্তাহ পরে অনুমান হয় যে বাঙ্গাল গেজেটনামে পত্র প্রকাশ হয় কিন্তু কদাচ পূর্ব্বে নহে। চন্দ্রিকার পত্র প্রেরক মহাশয় যদ্যপি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ বাঙ্গাল গেজেটের প্রথম সংখ্যার তারিখ আমার-দিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন তবে দর্পণের প্রথম সংখ্যার সঙ্গে ঐক্য করিয়া ইহার পৌর্ব্বাপর্য্যের

মীমাংসা শীঘ্র হইতে পারে। যদ্যপি তাঁহার নিকটে ঐ পত্রের প্রথম সংখ্যা না থাকে তবে ১৮১৮ সালের যে ইঙ্গলণ্ডীয় সম্বাদ পত্রে তৎপত্রের ইশ্‌তেহার প্রকাশ হয় তাহাতে অন্বেষণ করিতে হইবে। যেহেতুক ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গ ভাষায় যে সকল সম্বাদ পত্র প্রকাশ হয় তন্মধ্যে দর্পণ আদি পত্র ইহা আমরা স্পষ্ট জ্ঞাত হইয়া তৎসম্ভ্রম অনিবার্য্য প্রমাণ প্রাপ্ত না হইলে অমনি কদাচ উপেক্ষা করা যাইবে না।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বাংলা ভাষার আদি সংবাদপত্র কি-না ইহা লইয়া অনেক দিন হইতে আলোচনা চলিতেছে। এ-পর্য্যন্ত যাঁহারা এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেই বলিয়াছেন, গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যই 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশক। এই গঙ্গাকিশোরের বাড়ি শ্রীরামপুরের নিকট বহড়া গ্রামে ছিল। তিনি প্রথমে কিছুদিন শ্রীরামপুরের মিশনরীদের ছাপাখানায় কম্পোজিটারের কাজ করিয়াছিলেন। তাহার পর নিজে বইয়ের ব্যবসা শুরু করেন এবং কলিকাতায় ফেরিস কোম্পানীর (Ferris & Co.) ছাপাখানায় একাধিক পুস্তক মুদ্রিত করেন। বইয়ের ব্যবসা করিয়া গঙ্গাকিশোর লাভবান্ হইয়াছিলেন। প্রথমে তিনি ভরসা করিয়া নিজে ছাপাখানা করেন নাই—পরের প্রেসেই বই ছাপাইতেছিলেন। এইবার তিনি একটি ছাপাখানা ও একখানি বইয়ের দোকান খুলিলেন। তাঁহার ছাপাখানার নাম—বাঙ্গাল গেজেটি প্রেস বা আপিস। ছাপাখানা করিবার পর গঙ্গাকিশোর সংবাদপত্র-প্রকাশে উদ্যোগী হইলেন। তখন পর্য্যন্ত খাস কলিকাতা হইতে কোন বাংলা সাময়িক পত্র বাহির হয় নাই। এই অভাব পূরণ হয় 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের দ্বারা। কিন্তু এই পত্রিকা-প্রকাশ একক গঙ্গাকিশোরেরই কৃতিত্ব নয়। গঙ্গাকিশোরের সহিত হরচন্দ্র রায় নামে আর এক জন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮১৮ সনের ১৪ই মে তারিখের 'গবর্ন্মেণ্ট গেজেট' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হয়:---

HURROCHUNDER ROY begs leave to inform his Friends and the Public in general, that he has established a BENGALEE PRINTING PRESS, at No. 45, Chore-bagaun Street, where he intends to publish a WEEKLY BENGAL GAZETTE, to comprise the Translation of Civil Appointments, Government Notifications, and such other Local Matter, as may be deemed interesting to the Reader, into a plain, concise, and correct Bengalee Language ; to which will be added the Almanack, for the subsequent Months, with the Hindoo Births, Marriages, aud Deaths....

The Price of Subscription is 2 Rupees per Month, Extras included. *Calcutta, 12th May*, 1818.

এই বিজ্ঞাপনটি প্রকাশিত হইবার কয়েক দিন পরেই 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া যাইবার পর ১৮১৮ সনের ৯ই জুলাই তারিখের 'গবর্ন্মেণ্ট গেজেটে' উহার সম্বন্ধে আর একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

HURROCHUNDER ROY

Having established a BENGALEE PRINTING PRESS and a WEELLY BENGAL GAZETTE, which he publishes on Fridays,...earnestly hopes that in consideration of the heavy expenses which he has incurred, Gentlemen who have a knowledge and proficiency in that language, will be pleased to patronize his undertaking, by becoming subscribers to the BENGAL GAZETTE. No publication of this nature having hitherto been before the Public, HURROCHUNDER ROY trusts that the community in general will encourage and support his exertions in the attempt which he has made, and afford him a small share of their Patronage.

এই সকল বিজ্ঞাপনে 'বাঙ্গাল গেজেটি'র প্রকাশক রূপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্যের নামের স্থলে আমরা হরচন্দ্র রায়ের নাম পাইতেছি। গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' যন্ত্রালয়ের তিনিও এক জন মালিক ছিলেন—এ-কথার প্রমাণ পরে পাওয়া যাইবে। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' পত্রের প্রকাশক রূপে হরচন্দ্র রায়ের

নাম বিজ্ঞাপনে ছাপা হইয়াছে বলিয়া, কাগজের সহিত গঙ্গাকিশোরের কোন সম্পর্ক ছিল না, এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই।

এখন বিবেচ্য 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র আগে কি পরে প্রকাশিত হয়। উপরে যে দুইটি বিজ্ঞাপন উদ্ধৃত হইয়াছে, উহাদের প্রথমটির তারিখ ১২ই মে ১৮১৮। এই বিজ্ঞাপন হইতে আরও জানা যায় যে এই পত্রিকা প্রতি-শুক্রবার প্রকাশিত হইত। সুতরাং 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র পূর্ব্বে বাহির হইয়া থাকিলে ইহার প্রকাশকাল হয় ১৫ই নতুবা ২২এ মে, কারণ 'সমাচার দর্পণে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়—২৩এ মে ১৮১৮, শনিবার। এই দুইটি তারিখের কোনটিতে 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয় কি-না সে-বিষয়ে সন্দেহ আছে। শ্রীরামপুর হইতে প্রকাশিত ১৮২০ সনের ত্রৈমাসিক 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রের প্রথম সংখ্যা পাঠে আমরা জানিতে পারি যে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশের পর এক পক্ষ মধ্যে গঙ্গাকিশোরের 'বাঙ্গাল গেজেটি' প্রকাশিত হয়। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' লিখিয়াছিলেন :—

The first Hindoo who established a press in Calcutta was Baboo-ram, a native of Hindoosthan...He was followed by Gunga Kishore, formerly employed at the Serampore press, who appears to have been the first who conceived the idea of printing works in the current language as a means of acquiring wealth. To asertain the pulse of the Hindoo public, he printed several works at the press of a European, for which having obtained a ready sale, he established an office of his own, and opened a book-shop. For more than six years, he continued to print in Calcutta various works in the Bengalee language, but having disagreed with his coadjutor, he has now removed his press to his native village. He appointed agents in the chief towns and villages in Bengal, from whom his books were purchased with great avidity ; and within a fortnight after the publication from the Serampore press of the Samachar Durpun, the first native Weekly Journal printed in India, he published another, which we hear has since failed. "On the effect of the Native Press in India"— The *Friend of India*, Quarterly Series, No. I. pp. 134-35-

এই উক্তির বিরুদ্ধে সে-যুগের দুই জন বিখ্যাত সাংবাদিকের অভিমত আছে। 'সমাচার চন্দ্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও 'সংবাদ প্রভাকর'-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং আরও কেহ কেহ বলেন যে 'বাঙ্গাল গেজেটি' 'সমাচার দর্পণে'র অগ্রজ। তবে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র উক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ; পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করিলেও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র বিবরণ সত্য বলিয়া ধরিলে জানা যাইতেছে, 'সমাচার দর্পণ' ও 'বাঙ্গাল গেজেটি' মাত্র কয়েক দিনের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় এবং 'সমাচার দর্পণ'ই প্রথম প্রকাশিত হয়।

হরচন্দ্রের সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে গঙ্গাকিশোর যে বাঙ্গাল গেজেটি যন্ত্রালয় নিজ গ্রাম বহড়ায় লইয়া যান তাহার উল্লেখ 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' হইতে উদ্ধৃত বিবরণে আছে।

'বাঙ্গাল গেজেটি' বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। উহা বৎসরখানেক চলিয়া বন্ধ হইয়া যায়। ইহার কোন সংখ্যা এ-পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

(২ জুলাই ১৮৩১ । ১৯ আষাঢ় ১২৩৮)

অপর তৎপত্রসম্পাদক মহাশয় যদি বিরক্ত না হন তবে এই পরামর্শ দেওয়া যায় যে কেবল জ্ঞান কাণ্ডবিষয়ক প্রকাশ না করিয়া আনুষঙ্গিক কর্ম্ম কাণ্ড বিষয় কিছু প্রকাশ করেন। কেবল জ্ঞানসম্পর্কীয় পত্র পাঠার্থে জন পদ তাদৃশ পরিপক্ক নয় সকলিই নূতন২ সম্বাদ শুশ্রূষায় অনুরক্ত। বিশেষতঃ ইদানীন্তন ইউরোপে উত্তেজনক নানাকর্ম্ম হইতেছে অতএব সম্বাদ বিষয়ে লোকেরা ব্যগ্র। কিন্তু যদ্যপি সম্পাদক মহাশয় স্বীয় কল্প স্থির রাখিয়া সম্বাদ প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক তবে তাঁহার প্রতি আমারদের এই পরামর্শ যে এতদ্দেশীয় যন্ত্রালয়ে অথবা এতদ্দেশীয় লোকোপকারার্থে যে২ পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার সদসৎ পরীক্ষা ও বিজ্ঞাপন স্বীয় পত্রের এক পার্শ্বে প্রকাশ করেন। পুস্তক যত ক্ষুদ্র হউক কি পঞ্জিকা কি রাধার সহস্র নাম তাহার একটাও না ছাড়েন। অতিগুরুতর গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হইলে বাহুল্যরূপে তাহার সদসৎ পরীক্ষা করিবেন ক্ষুদ্র গ্রন্থ হইলে বিজ্ঞাপন মাত্র করিলে হয়। এই এক নূতন ও অকৃষ্ট ক্ষেত্র বটে কিন্তু ক্রমে ইহাতে সুফসল জন্মিতে পারে। এইক্ষণে কলিকাতা মহানগরে এতদ্দেশীয় লোকেরদের বিংশতির অধিকো যন্ত্রালয় আছে তাহাতে প্রতিমাসে যত পুস্তক মুদ্রাঙ্কিত হইতেছে তাহা প্রায় সম্পাদক ও অন্য২ লোকের বোধগম্য নয় অতএব পুস্তকাভাবে যে এ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন না এমত কদাচ অনুমেয় নহে।

(২৪ সেপ্টেম্বর ১৮৩১। ৯ আশ্বিন ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত।—এতন্নগরে এক্ষণে নানাভাষায় সমাচার পত্র প্রচার হইতেছে। তন্মধ্যে বাঙ্গলা ভাষায় পত্রের অত্যন্ত বাহুল্য দেখিয়া কোন মহানুভব মহাশয় বিবেচনা করিয়াছেন যে দলবৃত্তান্তনামে এক সমাচারপত্র প্রকাশ হইলে ভাল হয় যেহেতুক উক্ত পত্রাদিতে দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদা প্রায় প্রচার হয় না। অতএব তাঁহার অভিপ্রায় দলবৃত্তান্ত পত্রে কেবল দলাদলির সম্বাদ সর্ব্বদাই প্রকাশ হইবে তাহার অনুষ্ঠানপত্রের পাণ্ডুলেখ্য অস্মদাদির নয়নগোচর হইয়াছে। প্রস্তুত হইলে তাবতেরি সুগোচর হইতে পারিবেক। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন তৎপত্রপ্রকাশকের নাম এবং অনুষ্ঠানপত্রের বিবরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইতে পারি না অনুমান হয় অপ্রকাশ না থাকিয়া ত্বরায় প্রকাশ পাইবেক…। এতন্মহানগরে ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থদিগের পূর্ব্বে দুই দল ছিল ইহার দলপতি বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এবং স্বর্গীয় বাবু মদনমোহন দত্তজ মহাশয় এই দুই দলপতির দলভুক্ত প্রায় নগরস্থ সমস্ত লোক ছিলেন তৎপরে নগরের লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি হইল এবং অনেক ধনাঢ্য লোক নগরে বাস করিতে লাগিলেন পরে ক্রমে২ অনেক দল হইয়াছে বিশেষতঃ নবশাক জাতীয় সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির দলভুক্ত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহারদিগের স্ব২ জাতীয়েরও বিশেষ২ দল আছে। অপর নবশাকভিন্ন সুবর্ণ বণিকাদিরও অনেক দল আছে অতএব দলাদলির বিষয় এ একটা বৃহদ্ব্যাপার বটে ইহার সম্বাদ যদ্যপি কোন ব্যক্তি সংগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করেন তাহাতে লোকের মহোপকার বোধ হইবে সে উপকার বিশেষ লিখনের প্রয়োজনাভাব উক্তবিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগ করিলেই জানিতে পারিবেন এবং দলপতি ও দলাদলি প্রকরণ যাঁহারা বিশেষ

বুঝেন তাঁহারাই বিলক্ষণ বোধ করিতে পারিবেন যে দলবৃত্তান্ত পত্র কি উপকারক হইবে [সমাচার চন্দ্রিকা, ৪ আশ্বিন ১২৩৮]

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১ । ১০ পৌষ ১২৩৮)

দলবৃত্তান্ত ।—শ্রীযুত চন্দ্রিকাপ্রকাশক মহাশয় । আমি শুনিয়াছিলাম দলবৃত্তান্তনামক এক সমাচারপত্র প্রচার হইবেক যাবৎ প্রকাশ না হয় তাবৎকাল ঐ বৃত্তান্ত চন্দ্রিকাদিপত্রে প্রকাশ পাইবেক··· । ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল ।—চন্দ্রিকা ।

(২১ জুলাই ১৮৩২ । ৭ শ্রাবণ ১২৩৯)

···দল বৃত্তান্তনামক এক পত্র প্রকাশ হইয়া থাকে তাহাতেই দলের কথা সকলি লেখা আছে তৎপাঠে তাবতের ভ্রমোপশম হইবেক তজ্জন্য আমারদিগকে যে মহাশয় উত্তর প্রদানের অনুরোধ করিয়াছেন তিনিও ঐ দলবৃত্তান্ত পত্র পাঠ করিলে আর অনুরোধ করিবেন না । · সং চং

(৫ ডিসেম্বর ১৮৩২ । ২১ অগ্রহায়ণ ১২৩৯)

মফঃসল আকবার ।—আগরাহইতে মফঃসল আকবারনামে ইঙ্গরেজী ভাষায় ১ সংখ্যক এক সম্বাদপত্র আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি । ঐ পত্রের উত্তরোত্তর সর্ব্বপ্রকারে সৌষ্ঠব হইতে পারে তাহা কাযে২ সময়ক্রমে হইয়াই উঠিবে । মফঃসল স্থানসকলে এমত নূতন২ সম্বাদপত্র প্রকাশ দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইতেছি··· ।

(২ জানুয়ারি ১৮৩৩ । ২০ পৌষ ১২৩৯)

দিল্লী নগরে এক নূতন সম্বাদপত্র ।—দিল্লীতে নূতন এক সম্বাদপত্র সংপ্রতি আরম্ভ হইয়া তাহা ইঙ্গরেজী ও পারস্য ভাষায় ভাসমান হইতেছে তাহার নাম দিল্লী আকবর অর্থাৎ উত্তর হিন্দুস্থানীয় সম্বাদপত্র । শ্রীলশ্রীযুত [গবর্নর্ জেনরল]: বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত সৈন্যাধ্যক্ষ এবং অন্যান্য অনেক সেনাপতি ও অতিমান্য সাহেবেরা সমাদরে ঐ সম্বাদপত্রের পৌষ্টিকতা করিতেছেন । তাহার দেড় শত কাপি সহী হইলে অনুমান তৎসম্পাদনের ব্যয় পোষাইবে তদুপরি যত লাভ হইবে তাহা দিল্লী মহানগরস্থ ইঙ্গরেজী কালেজে প্রদত্ত হইবে ।

অক্ষর-সমস্যা

(৭ জুন ১৮৩৪ । ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২৪১)

···সংপ্রতি সংস্কৃত পারস্য ও আরব্য ভাষা একবর্ণ অর্থাৎ ইঙ্গরাজী রোমান্ অক্ষরে প্রকৃতরূপে তত্তচ্ছব্দোচ্চরণ মতে লিখনের এক সহজ ধারা নির্দ্দিষ্ট করিয়া গবর্ণমেণ্টের ডেপুটি সেক্রেটরী

শ্রীযুত ত্রিবিলিয়ন সাহেবকর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তল্লিপি প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ইহাতে প্রতি ভাষার প্রত্যেক বর্ণাদি বিদিত হওনে যে বহু সময় ব্যয় হয় তাহাতে অন্য কার্য্য সাধনা হইতে পারে অতএব মদ্বুদ্ধ্যনুসারে এতন্নিয়ম যুক্তি সিদ্ধ অপিচ সর্ব্বত্র মন্যত হইয়া প্রচলিত হইলে রচনকর্ত্তার সন্তোষদায়ক হয়...ইতি। কস্যচিৎ হিন্দু জনস্য।—চন্দ্রিকা।

(১৮ জুন ১৮৩৪। ৫ আষাঢ় ১২৪১)

ইণ্ডিয়া গেজেটে আলফা ইত্যঙ্কিত যে পত্র প্রকাশ হইয়াছে তাহা আমরা অদ্যকার দর্পণে প্রকাশ করিলাম। বঙ্গাক্ষরে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশকরণে কল্পিত দোষোদ্ধারকরণোদ্যোগ করিয়াছিলাম যে বঙ্গাক্ষর এতদ্দেশে এমত মূলীভূত হইয়াছে যে তৎপরিবর্ত্তে এতদ্দেশে ইঙ্গরেজী অক্ষর প্রচলিত করা দুঃসাধ্য ইহা ব্যঙ্গোক্তিতে জ্ঞাপন করা যে আমারদের অভিপ্রায় ছিল ঐ লেখকের এই অনুভব নিতান্তই ভ্রমাত্মক। আমারদের কেবল ইহা দর্শাইতেমাত্র অভিপ্রায় ছিল যে চিরকালাবধি বঙ্গদেশস্থ পণ্ডিতেরা সংস্কৃত গ্রন্থসকল বঙ্গাক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন এবং ঐ রীতিপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক দেবনাগর অক্ষর প্রচলিতকরণবিষয়ক গবর্ণমেণ্টকর্তৃক যে উদ্যোগ হইয়াছিল তাহা বিফল দৃষ্ট হইয়াছে। এইপ্রযুক্ত আমরা কহিয়াছিলাম যে সংস্কৃত গ্রন্থসকল বঙ্গাক্ষরে প্রকাশ হওয়াই যুক্তিসহ বটে। এইক্ষণে এতদ্দেশীয় লোকেরদের স্বীয় ভাষাসকল ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের যে মহোদ্যোগ হইতেছে তদ্বিষয়ে যদি আমারদের দর্পণে লিখিতে মানস থাকিত তবে কখন ব্যঙ্গরূপে না লিখিয়া একেবারে যুক্তিসহ সুস্পষ্টরূপই লিখিতাম কিন্তু তদ্বিষয় আমরা দর্পণে কিছু উল্লেখ করিব না অঙ্গীকার করিয়াছি অতএব তদনুসারেই চলিতে হইবে।

সে যে হউক তন্ত্র গ্রন্থের বিষয়ে সম্প্রতি যাহা দর্পণে প্রকাশ করা গিয়াছে তৎপরেই সংস্কৃত পুস্তক নানা প্রদেশের চলিত অক্ষরে প্রকাশকরণবিষয়ে আমরা নূতন এক বলবৎ প্রমাণ পাইয়াছি বিশেষতঃ সে সংস্কৃত ব্যাকরণ সংপ্রতি রোমনগরে প্রপাগাণ্ডা মুদ্রালয়ে প্রকাশ হইয়াছে তাহার এক পুস্তক এতন্নগরস্থ কালেজের পুস্তকালয়ে আছে তাহাতে দৃষ্ট হইল যে তাবৎ সংস্কৃত কথা তামল অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছে অতএব এই ব্যবহার নব্য নহে এতদ্রূপ ব্যবহারকরণের অতিপ্রবল প্রমাণই আছে।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪। ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

বিশেষ অনুরোধক্রমে দেশীয় প্রাচীন অক্ষরের পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী অক্ষর ব্যবহারকরণ বিষয়ে এতদ্দেশীয় লোকেরদের প্রতি এক আবেদন পত্র আমরা এই সপ্তাহে প্রকাশ করিলাম।... আমারদের সম্মত মিত্রগণ ও আমরা যদ্যপি এতদ্রূপ অক্ষর পরিবর্ত্তনের ঔচিত্য বিষয়ে এবং তাহাতে কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা বিষয়ে ঐ পত্র লেখকের প্রতিকূল বোধ হয় তথাপি ঐ নিয়মের পক্ষে যে অতিপ্রবল যুক্তিক্রমে যাহা কহা যাইতে পারে তাহার চুম্বক আমারদের পাঠক মহাশয়েরদের নিকটে প্রস্তাব করণের যে এই সুযোগ হইল ইহাতে আমারদের পরমানন্দ আছে ফলতঃ এই নূতন

নিয়মের দোষসূচক দুই এক পত্র পূর্ব্বে আমরা দর্পণে প্রকাশ করিয়াছি এবং ঐ পত্র যদ্যপিও লঘুতর তথাপি তাহা প্রকাশ করণের এই উত্তর আমাদের দর্পণে অবশ্যই প্রকাশ করিতে হইল। যদ্যপি এই নূতন নিয়মের দ্বারা এতদ্দেশীয় তাবৎ প্রচলিত অক্ষরের সমূলোৎপাটন না হয় তবু উদ্যোগাভাব বলিয়া যে ঐ নিয়ম নিষ্ফল হইবে এমত কহা যাইতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষীয় মনুষ্যদিগের জ্ঞাপনার্থ লেখা যাইতেছে।

যে সকল ব্যক্তি সপক্ষ দূতরূপ খবরের কাগজ পাঠ করিয়া থাকেন তাঁহারা জানেন যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গালা ও অন্য২ ভারতবর্ষীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিবার উপায় সকলকে নিবেদন করা গিয়াছে কিন্তু অনেকেই ইহা কিরূপে হইবে ও কি নিমিত্তে হইবে ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বোধ করেন নাই এপ্রযুক্ত তাঁহারদিগের সুগোচর জন্য সংক্ষেপে লেখা যাইতেছে অতএব এই নিবেদন যে এতদ্দেশীয় বিজ্ঞ ও পণ্ডিত মহাশয়েরা মনোযোগপূর্ব্বক তাহা কর্ণ প্রদান করেন।

প্রথম ঐ নিবেদনের মর্ম্ম এই যে সংস্কৃত ও পারস্য ও বাঙ্গলা ইত্যাদি ভাষার বাক্য ও শ্লোক অথবা গ্রন্থ দেবনাগরী ও পারস্য অথবা বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া সকলি ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা যায় যথা কিসী এ একটি হিন্দুস্থানী কথা নাগরী অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Kisi)......পারস্য অক্ষর লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লিখিত হয় (Bapse) ও "পিতাকে" বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিত না হইয়া ইঙ্গরেজী অক্ষরে এইরূপে লেখা যায় (Pita´ke) এইপ্রকারে অন্য সমুদায় এতদ্দেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয়। এইরূপে এক ইঙ্গরেজী বর্ণমালা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইলে তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় তাবৎ বর্ণমালায় যে কার্য্য হয় তাহা হইবে।

অতএব ইহার ভাব কি যে এমত নিবেদন এতদ্দেশীয় লোকদিগের প্রতি আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহারা কি বহুকালাবধি এক ভাষার শব্দ অন্য ভাষার অক্ষরে লিখিয়া আসিতেছেন না। এবং এ বিষয় হাড়ী মজুর ধাঙ্গড় ইত্যাদি নীচ ও অজ্ঞান লোকব্যতিরেকে কি অন্য সকলে জ্ঞাত নহেন। ইহার প্রমাণ হিন্দুস্থানী কথা পারস্য অক্ষরে সচরাচর লিখিত হয় বিশেষতঃ পশ্চিম দেশে ইহার চলন অধিক আছে এবং নাগরী অক্ষরে পারস্য ও আরবী কথা লিখিত হয় এবং উরদু ভাষা অর্থাৎ পারস্য ও হিন্দুস্থানীমিলিত যে ভাষা তাহা প্রায় পারস্য অথবা নাগরী অক্ষরে লেখা যায়। তবে কিজন্য এতদ্দেশীয় সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লেখা হইতে পারিবে না। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও চন্দ্রিকাসম্পাদক কুলীন মহাশয় ও মহারাজ কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এবং অন্য২ বিজ্ঞ ও মান্য ব্যক্তিরা সংস্কৃত কথা ও শ্লোক ইত্যাদি কি বাঙ্গলা অক্ষরে লিখিয়া থাকেন না। তবে তাঁহারা কিজন্য সংস্কৃত শ্লোক ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে পারিবেন না। এই অক্ষর দেশাধ্যক্ষদিগের ভাষার বর্ণ এবং এ ভাষা অসীম জ্ঞানভাণ্ডারপ্রযুক্ত অতিশয় বিখ্যাতহওয়াতে ইহাতে বিদ্যা জন্মিলে মনুষ্য উত্তম ও জ্ঞানী ও প্রধান এবং ক্ষমতাপন্ন হয়।

যেরূপ অনায়াসে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে হইবে তাহার তুই এক দৃষ্টান্ত এস্থানে লিখিলাম।

সংস্কৃত শ্লোক নাগরী অক্ষরে লিখিত।

নাগরী অক্ষরে।

अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकं।
सर्व्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यंध एव सः॥

বাঙ্গলা অক্ষরে।

অনেক সংশয়োচ্ছেদি পরোক্ষার্থস্য দর্শকং।
সর্ব্বস্য লোচনং শাস্ত্রং যস্য নাস্ত্যন্ধ এব সঃ॥

রোমাণ অক্ষরে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক

Aneka sanshay ochchhedi paroksharthasya darshakang
Sarvasya lochanong sha´strang yasya´na´styandha eva sah.

... ...

দ্বিতীয় ঐ নিবেদনকরণের তাৎপর্য্য এই যে তাহা মনুষ্যদিগের উপকারক হয়।

কেহ২ বা অজ্ঞানতার দ্বারা এবং কেহ২ বা কুটিলতাদ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন যে ইহার অভিপ্রায় এই যে স্ব২ দেশীয় ভাষা পরিত্যাগ করিবাতে ভারতবর্ষীয় লোকদিগের যথেষ্ট বৈরক্তি ও ক্লেশ উপস্থিত হইবে। কিন্তু এই বিবেচনা বিপরীত সেই তাহার যথার্থ তাৎপর্য্য জানিবেন এই পরামর্শের প্রধান কারণ এই যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যদিগের স্বদেশীয় ভাষা বিদ্যাভ্যাসের পথ সুগম করিলে ঐ ভাষা রক্ষা পাইয়া সর্ব্বদা প্রবল হয় এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা লভ্য প্রাপ্ত হন বর্ণমালা সমূহইতে লিপির কারণ এক বর্ণমালা স্থির হইলেই মনুষ্য দিগের অন্তঃকরণে বৈরক্তি থাকিতে পারে না বরং ইহাতে তাঁহাদের তাবৎ বৈরক্তির নিবারণ হয়।

যদি এক ব্যক্তি উদ্যানে অনেক খেজুর বৃক্ষ থাকে এবং তাহার প্রতিবাসী ঐ সকল বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া একটি নিম্ব বৃক্ষ রোপণ করিতে চাহে তবে তাহার এমত প্রার্থনা অবশ্য ক্ষতিজনক হইবে কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি খেজুর বৃক্ষ কাটিয়া ফেলিয়া প্রতিবৎসর বহুফলদায়ক একটি উত্তম আম্র বৃক্ষ সেই স্থানে রোপণ করিতে চাহে তবে কি তাহার এমত প্রার্থনা ক্ষতিকারক হইবে। তাহা কখনো নহে বরং সকলে ঐক্যপূর্ব্বক কহিবে যে ইহাতে ক্ষতি হওনের সম্ভাবনা নাই বরং যথার্থ লভ্য হইবে। পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনারও ঠিক এই ভাব জানিবেন। এমত ইচ্ছা নহে যে কোন সামান্য বর্ণমালা প্রবৃত্তকরণের দ্বারা অন্য সমস্ত এতদ্দেশীয় বর্ণমালার লোপ করা যায় এ কারণ প্রার্থনা ভাল নহে কিন্তু বাঞ্ছা এই যে বর্ণমালার দ্বারা অংসখ্য লভ্যের উৎপত্তি হইতে পারে এমত একটি বর্ণমালা নিরূপণ করণের দ্বারা অন্য সকল বর্ণমালার নিরাকরণ হয়। যে অন্য সমস্ত বর্ণমালা একত্রিত হইলেও তাহাতে সম্ভাবনা হয় না এমত লভ্যজনক যে বস্তু তাহাকে অবশ্য উত্তম বলিয়া মান্য করিতে হইবে এ বিষয়ে যেন তোমাদিগকে কেহ আর না ভুলায় এ কারণ ঐ প্রার্থনাহইতে যে

লভ্য উৎপত্তি হইবে তাহার কিয়দংশের ব্যাখা করা যাইতেছে। আমরা জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত হিন্দুস্থানীয় মহাশয়দিগকে নিবেদন করিতেছি তাঁহারা শ্রবণ করিয়া ইহার বিচার করুন।

১ এতদ্দেশীয় অনেক বর্ণমালাতে পঞ্চাশ বর্ণ এবং প্রায় অসংখ্য যুক্ত বর্ণ আছে ইহাতে শিক্ষকদের অতিশয় বৈরক্তি ও বিলম্ব জন্মে কিন্তু এই তাবৎ বর্ণ ইঙ্গরেজী ২৪ অযুক্ত বর্ণের দ্বারা প্রতিরূপিত হইতে পারে কেবল মধ্যে২ এই চিহ্নের ব্যবহার করিতে হয়। এ মতে ছাত্রদিগের বিদ্যাভ্যাস অতি ত্বরায় এবং অনায়াসে হইতে পারে।

২ যাঁহারা কর্ম্মোপযুক্ত ও খ্যাত্যাপন্ন এবং উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইতে প্রার্থনা করেন তাঁহারদিগের ইঙ্গরেজী শিক্ষা করা আবশ্যক হয়। ইহাতে যদি তাঁহারা বালককালে আপন জাতীয় ভাষা অভ্যাস করিয়া তদবধি ইঙ্গরেজী লেখা পড়া করিয়া আসিতে থাকেন তবে তাঁহারা অত্যল্প কালে এবং অনায়াসে ইঙ্গরেজী বিদ্যা উপার্জন করিতে পারেন।

৩ ইঙ্গরাজী বিদ্যা উপার্জন ব্যতিরেকে অনেক ভারতবর্ষীয় ভাষা শিক্ষা করা হিন্দুস্থানস্থ লোকের আবশ্যক কিন্তু ইহা উত্তম রূপে বিদিত আছে যে নূতন২ বর্ণ অভ্যাস করিতে অনেক কালক্ষেপ হয় এবং স্বীয় ভাষার ন্যায় সেই নূতন অক্ষর লেখাতে তৎপর হইতেও অনেক কাল অপেক্ষা করে কিন্তু সর্ব্বত্র ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের চলন হইলে মনুষ্যদিগকে বহু কালীন নিষ্ফল পরিশ্রম করিতে হইবে না।

৪ এতদ্দেশীয় সকল ভাষার মূল সংস্কৃত কিন্তু সম্প্রতি প্রত্যেক ভাষার বর্ণের পৃথক্২ আকার হইয়াছে এই প্রযুক্ত এ দেশের হিন্দু লোক অনুমান করে যে অন্য দেশীয় হিন্দুদের ভাষা সম্পূর্ণ পৃথক্ এমত প্রকারে তাহারা পরস্পর আপনারদিগকে ও বিদেশীয় উর্ম্মী জ্ঞান করে। এইক্ষণে যদি এ সকল দেশীয় ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে দেখা যাইবে ও স্পষ্ট বোধ হইবে যে তাহারা পরস্পর এত বিদেশীয় উর্ম্মী নহে ও তাহাদের আদি ভাষাও এক এবং যে প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য আমরা এইক্ষণে কহিতে অক্ষম এবং এত ভিন্ন২ জাতীয় বর্ণের সত্তা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় এমন তাহাদিগের পরস্পর প্রণয় ও অন্তঃকরণের ঐক্য এ রূপে হইবে।

৫ সংস্কৃতহইতে প্রায় সকল হিন্দুস্থানস্থ লোকের ভাষার উৎপত্তি জানিবেন একারণ কোন ব্যক্তি উত্তমরূপে এক ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইলে অন্য২ প্রত্যেক ভাষার বহুতর শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন অতএব যদি সকল ভাষা ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিত হয় তবে কোন পণ্ডিত কিম্বা মুন্সি কেবল এক কিম্বা দুই তিন বিদ্যা বর্ত্তমান কালের ন্যায় উপার্জ্জন না করিয়া অনায়াসে তাবৎ হিন্দুদিগের ভাষাতে ব্যুৎপন্ন হইতে পারিবে। যে প্রার্থনাদ্বারা এক আধারে এ রূপ সমূহ গুণযোগ হয় তাহাকে অবশ্য উত্তম প্রার্থনা কহিতে হইবে।

৬ ইঙ্গরেজী বর্ণমালায় বড় অক্ষর ও ইটালিক বর্ণ লিখনের দ্বারা যথার্থরূপে পড়িবার এবং নামাদি ও বিশেষ ভারি কথা প্রকাশ করিবার অধিক সুগম আছে কিন্তু হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের স্বভাব ও আকারহেতুক ইহা তদ্ভাষাতে হইতে পারে না। তবে যদি ইঙ্গরাজী বর্ণে ঐ সমস্ত ভাষা লেখা যায় তবে এমত কল্পনার দ্বারা সহস্র২ হিন্দুস্থানীয় বালকদিগের আপন২ ভাষা

লিখিবার জন্য অকথনীয় উপকার হয়। তাবৎ প্রকার বিচ্ছেদ চিহ্ন এবং জিজ্ঞাসা ও আশ্চর্য্য-বোধক চিহ্ন এবং পরের লিখিত কি কথিত বাক্যবোধক চিহ্ন ইত্যাদি মুদ্রিত কি লিখিত পুস্তকে সহজে পাঠ করিবার ও ঝটিতি অবগত হইবার উপকার হিন্দুস্থানীয় ভাষাতে নাই কিম্বা যদিও থাকে তথাচ সে সম্পূর্ণরূপ নহে। এই সকল এই রোমাণ অক্ষরে অনায়াসে দেওয়া যাইবে এবং তাহাতে কালক্ষেপ না হইয়া কালের রক্ষা ও জ্ঞান বৃদ্ধি হইবে এবং এই উপকারব্যতিরেকে যে অল্পকালেতে হিন্দুস্থানীয় ভাষাসকল কোনপ্রকারে স্থৈর্য্য কিম্বা অলঙ্কারবিশিষ্ট হইতে পারিবে না এই উপকারদ্বারা সেই অল্পকালেই তাহা অনায়াসে হইতে পারিবে।

৭ ইহা বাস্তবিক বটে যে যেরূপ ইঙ্গরেজী অক্ষর ক্ষুদ্র অথচ স্পষ্ট করিয়া লেখা যাইতে পারে তদ্রূপ হিন্দুস্থানীয়দিগের বর্ণের অনেকেরি যুক্ততাপ্রযুক্ত ক্ষুদ্র হইতে পারে না। ইহাতে মুদ্রাঙ্কিতকরণে দ্বিগুণ কাগজ এবং প্রায় দ্বিগুণ জেল্‌দ বাঁধিবার শ্রম ও দ্রব্যাদির প্রয়োজন হয় অর্থাৎ নাগরী পারসী ইত্যাদি অক্ষরে যে গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত হয় তাহার ব্যয় ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত গ্রন্থহইতে প্রায় দ্বিগুণ হয়। অতএব এমত পথে প্রবৃত্তহওনে বালকদিগের পিতা মাতারা কি সন্তুষ্ট হইবেন না। এই মতের দ্বারা তাঁহারদিগের সন্তানের বিদ্যাভ্যাসজন্য কেবল অর্দ্ধেক মূল্যে গ্রন্থ পাইতে পারিবে এবং যে মতের দ্বারা প্রত্যেক বালকের পিতার প্রতিবৎসরে এত টাকা বাঁচিবে সে মত কি এপ্রদেশের মধ্যে অতিউত্তমরূপে গণ্য হইতে পারিবে না।

৮ বহুবিধ বর্ণপ্রযুক্ত এদেশীয় ভাষার অভ্যাসবিষয়ে অতিশয় কঠিন হওয়াতে তদ্বিদ্যার আকর যুগযুগান্তরাবধি অপ্রকাশ রহিয়াছে তন্নিমিত্ত জ্ঞানরূপ ধন যাহাতে বর্ত্তে তাহা অগোচর হইয়াছে সে কেবল ইউরোপীয় মনুষ্যদিগহইতে নহে কিন্তু এদেশীয় মনুষ্যদেরও হইতে জানিবেন। এদেশীয় কোন ব্যক্তি বরং কোন ভট্টাচার্য্য ও পণ্ডিত যিনি মহামহোপাধ্যায়রূপে বিখ্যাত তিনিও যেপর্য্যন্ত এতদ্বহুবিধ বর্ণের ব্যবহার থাকিবে সেপর্য্যন্ত কখন আপন পূর্ব্বপুরুষের লিখিত শাস্ত্রের দশমাংশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন না। এবং আশ্চর্য্য ইতিহাস ও অলঙ্কারশাস্ত্র ও তর্কশাস্ত্র ও আন্বীক্ষিকী ও জ্যোতির্বিদ্যা ও ভূগোলবিদ্যা ও পারমার্থিকবিদ্যা যাহা পূর্ব্বে জ্ঞানবান্ লোকেরা সংগ্রহ করিয়াছেন যদি এইক্ষণে কোন পণ্ডিত তাহার দশমাংশও জ্ঞাত হইতে অক্ষম হন তবে ইহাতে আর২ দেশীয় বিজ্ঞাবিজ্ঞ লোকেরা কি সন্দেহ করিবে না যে হিন্দু লোকেরদের বিদ্যা কখন হয় নাই। তাহারা অবশ্য এমত সন্দেহ করিবে তবে এ সন্দেহ কিপ্রকারে নিবারিত হইতে পারে এবং সকল দেশের মনুষ্যদিগকে কিপ্রকারে জানান যাইতেও পারে যে হিন্দুদিগের এত রাশি২ শাস্ত্র লিখিত আছে। কিন্তু তাহা এইক্ষণে বন স্বরূপ বহুবিধ নূতন এবং নানারূপ বর্ণের ব্যবহারের দ্বারা অবিদিত আছে। এইক্ষণে এইমত কল্পনা করা যাইতেছে যে যদি হিন্দুস্থানীয়দিগের ইচ্ছা হয় তবে তাহারদিগের সমুদায় শাস্ত্র একইপ্রকার অক্ষরে লেখা যায় এবং সে অক্ষর সর্ব্বত্র বিখ্যাত আছে ইউরোপ ও আসিয়া ও আফ্রিকা ও আমেরিকা এই চারি খণ্ডের তাবৎ শিষ্ট ও পণ্ডিত লোকদিগের নিকট সে অক্ষর বিদিত আছে।

যদি হিন্দুগণ এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপন২ বিশেষ২ অক্ষর ত্যাগ করিয়া ইঙ্গরেজী

অক্ষর স্বীকার করেন তবে কেবল ইঙ্গরেজ লোকের সদৃশ কর্ম্ম করিবেন। তাহার প্রমাণ এই যে সাক্সেন ও জর্ম্মণটেকৃষ্ট ইত্যাদি বিশেষ অক্ষরেতে ইঙ্গরেজ লোক আপন ভাষা লিখিতেন কিন্তু ক্রমে২ সে সকল অক্ষর দূর করা গেলে রোমাণ অক্ষর অর্থাৎ যে অক্ষর এইক্ষণে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেওয়া গিয়াছে সেই অক্ষর অন্য২ তাবৎ অক্ষরের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা গেল তাহাতে সেই সময়ের সেই অক্ষরের পরিবর্ত্তনে কি ইঙ্গরেজী পুস্তকসকল লুপ্ত হইয়াছে এমত বোধ কর তাহা নয় বরং যে অক্ষর ইউরোপীয় তাবৎ লোক চিনিতে পারিল সেই অক্ষরে ঐ সকল পুস্তক প্রকাশিত হওনপ্রযুক্ত তাহা আরও সুন্দররূপে বিখ্যাত হইল এবং অদ্যাবধিও পুরাতন অক্ষরেতে যে কোন লিখিত ও মুদ্রিত পুস্তক জ্ঞাত করাইবার কাহারও প্রয়োজন হয় সেই পুস্তক তাহারা রোমাণ অক্ষরে পরিবর্ত্তন করে তাহাতে প্রায় জগতের সীমাপর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোক তাহা জ্ঞাত হয়। এই কারণ যদি কেহ এই পরামর্শানুসারে অক্ষরে পরিবর্ত্তনের দোষ করে তবে তাহাকে তুমি এই উত্তর দেও যে এই জগতের মধ্যে অধিক সভ্য ও সর্ব্ববিজ্ঞয়ি ইঙ্গরেজ লোক এই পরামর্শের পরীক্ষা করিয়া যথার্থ পাইয়াছেন। পরীক্ষাদ্বারা জ্ঞানি লোকেরদের বিচার কি কর্ম্মের ভদ্রাভদ্র স্থির করা যায় না।

অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত কোন২ ব্যক্তি অনুমান করেন যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নক্শার ব্যবহার হইলে হিন্দুশাস্ত্র অস্পষ্ট থাকিবে এবং তদ্‌গ্রন্থকর্ত্তাদিগের গুণেরও বিবেচনা হইবে না কিন্তু ইহার দ্বারা তাহা না হইয়া তাবৎ হিন্দুশাস্ত্র উত্তমরূপে স্পষ্ট হইতে পারিবে এবং তৎশাস্ত্রের গ্রন্থকারদিগের উচিত সম্ভ্রম ও মর্য্যাদা হইবে। অক্ষরের পরিবর্ত্ত হইলে কথার কিম্বা তারিখের অথবা নামের পরিবর্ত্ত হইবে না। এদেশীয় ভাষার তাবৎ শব্দ ও সমুদায় ইতিহাসসম্বন্ধীয় তারিখ এবং তাবৎ মনুষ্যের ও স্থানের এবং ঘটনার নামের পরিবর্ত্ত হইবে না এবং যেপর্য্যন্ত এই নক্শার ব্যবহার হইবে সেপর্য্যন্ত তাহারা অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে। যদি হিন্দুরা যথার্থরূপ প্রার্থনা করেন যে তাঁহারা আর অধিককাল অজ্ঞান ও মূর্খরূপে গণ্য না হন এবং পৃথিবীর তাবৎ মনুষ্যই জানেন যে তাঁহারদিগের এত আশ্চর্য্য রাশি২ গ্রন্থ আছে তবে তাঁহারদিগের উচিত হয় যে তাঁহারা শীঘ্র এক প্রধান সভায় একত্র হইয়া তাঁহারদিগের গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখিতে ও মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিতে স্থির করেন। যদি তাঁহারা ইহা করেন তবে তাবৎ হিন্দুস্থানীয় গ্রন্থকর্ত্তার উপযুক্ততা জানিতে পারগ হইবেন।

এ নিবেদনের বিষয়ে কাহারও যে কোন সন্দেহ না জন্মে তৎপ্রযুক্ত কোয়ার্টর্লি রিবিউ নাম গ্রন্থ যাহা গত অক্তোবর মাসে লণ্ডনেতে প্রকাশিত হয় তাহার প্রয়োগ আমরা এ স্থানে করিতেছি। অনেক হিন্দুস্থানীয় পণ্ডিত জানেন যে কেবল ইউরোপ দেশের মধ্যে নহে কিন্তু সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে এ গ্রন্থ অতিশ্রেষ্ঠ। ঐ গ্রন্থে যাহা উক্ত আছে তাহা শ্রবণ করুন 'যদি সংস্কৃত ইঙ্গরেজী অক্ষরে মুদ্রাঙ্কিত হইত তবে অনেক লোক নিদান সে বিদ্যার প্রধান সোপান পাইতে পারিত কিন্তু প্রথমেই নূতন বর্ণের কাঠিন্যদর্শনে এ বিদ্যা উপার্জনে তাহারদের উদ্যোগ ভঙ্গ হয়" এইক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে যাঁহারা২ জ্ঞানবান্ ও পণ্ডিত তাঁহারদিগের এই অভিলাষের

এই উত্তম পথ খোলা আছে। যদি তাঁহারা তাঁহারদিগের সকল গ্রন্থ ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখেন তবে তাঁহারদিগের বিদ্যা ও বিজ্ঞতা এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র ইউরোপে এবং অন্য তাবৎ শিষ্ট দেশে বিখ্যাত হইবে।

তবে এমত অন্ধ কে আছে যে এই বর্ত্তমান কল্পিত নক্শার আশ্চর্য্য গুণ বিবেচনা করিতে অক্ষম হইবে।

হিন্দুদিগের বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ইঙ্গরেজী অক্ষরে লিখনের দ্বারা অনেক লভ্য হইবে তাহার কিয়দংশের বিবরণ উপরে কথিত হইয়াছে সে সমস্ত লভ্যের সংখ্যা সংক্ষেপরূপে লেখা যাইতেছে।

১ ইঙ্গরেজী বর্ণে লিখনের দ্বারা প্রত্যেক হিন্দুস্থানীয় লোকের স্বীয় ভাষা অভ্যাসের যথেষ্ট সুগম হইবে।

২ তদ্দ্বারা তাহার ইঙ্গরেজী শিখিবারও যথেষ্ট সুগম হইবে।

৩ তদ্দ্বারা তাহার ব্যবহার্য্য অনেক অন্য২ দেশীয় বিদ্যোপার্জ্জন সুগম হইবে।

৪ হিন্দুদিগের মধ্যে এইক্ষণে যে পরস্পর বিচ্ছেদ পৃথকতা আছে তদ্দ্বারা তাহার নিবারণ হইয়া তাহারদিগের পরস্পর অনায়াসে ঐক্য ও কথোপকথন ও লিপির দ্বারা আলাপ ও আপন২ ইচ্ছা প্রকাশ সমুদায় দেশে হইবে।

৫ তদ্দ্বারা সামান্য ক্ষমতাপন্ন ধৈর্য্যাবলম্বি হিন্দুরা এদেশীয় প্রায় তাবৎ বিদ্যাতে ব্যুৎপন্ন হইবে এবং তদ্দ্বারা তাহারা অসংখ্য জাতি ও বংশের উপকার করিতে পারগ হইবে।

৬ তদ্দ্বারা বালক ও প্রাচীন ব্যক্তিরা কোন ভাষা যথার্থরূপে লিখিতে ও পড়িতে বিলক্ষণ পারগ হইবেন।

৭ ইহা হইলে বালকের প্রয়োজনীয় পুস্তকের মূল্য অনেক কমহওয়াতে প্রত্যেকের পিতা মাতার অধিক লভ্য হইবে।

৮ তাহাতে হিন্দুস্থানীয় তাবৎ পূর্ব্বকালীন হিন্দু লোকেরদের কি২ শাস্ত্র আছে তাহা জ্ঞাত হইবে এবং পূর্ব্বকালের জ্ঞানি গ্রন্থকর্ত্তারদের জ্ঞান কত দূর পর্য্যন্ত তাহা জগৎসীমাপর্য্যন্ত তাবৎ জ্ঞানি লোকেরদের নিকটে প্রকাশিত হইবে।

অতএব প্রার্থনা যে অতিউত্তম তাহা এ সমস্ত বিবরণের দ্বারা কি সপ্রমাণ হইবে না এবং তদ্দ্বারা যে এদেশীয় মনুষ্যের যথেষ্ট উপকার ও মঙ্গল হইবে তাহার প্রমাণ কি এ সমস্ত বিবরণকর্ত্তৃক হইতে পারে না। যদি তাহা হয় তবে যাঁহারা ইহাতে প্রতিবাদী আছেন তাঁহারা বিপক্ষ অভিপ্রায় না থাকিলেও কি এদেশীয় মনুষ্যদিগের বিপক্ষ নহেন। এবং যাঁহারা ইহাতে উদ্যোগী তাঁহারা কি তাঁহারদিগের মিত্র নহেন।

আমরা মহাশয়দিগকে বিজ্ঞ জানিয়া নিবেদন করিলাম মহাশয়েরা ইহার বিবেচনা করিবেন।

হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের পরমবন্ধু।

*** বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানীয় কতক কেতাব এইক্ষণে রোমাণ অক্ষরে ছাপা হইয়াছে ঐ পত্রের অনেক পাঠক মহাশয়েরা সেই পুস্তক কিনিতে চাহিবেন অতএব তাঁহারদিগকে জানান

যাইতেছে যে কলিকাতার লালদীঘীর উত্তরপূর্ব্বকোণে পুস্তকালয়কর্ত্তা অষ্টেল সাহেবের নিকট চিঠী লিখিলে কিম্বা তাঁহার নিকট গেলে অতিঅল্প মূল্যে পাওয়া যাইবে।

ভাষা-সমস্যা

(১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ২৯ মাঘ ১২৪৪)

পারস্য ভাষা।—পারস্যভাষা উঠয়নবিষয়ে বঙ্গদেশের শ্রীশ্রীযুত গবর্নর্ সাহেবের নীচে লিখিতব্য চরমাজ্ঞা আমরা প্রকাশ করিলাম এই হুকুমের দ্বারা ঐ বিষয়ের একেবারে শেষ হইল তাহাতে এই আজ্ঞা হয় যে ১২ মাসের মধ্যে তাবৎ আদালতে ও কালেকটরী কাছারীতে ঐ বিদেশীয় ভাষার ব্যবহার উঠিয়া যাইবে এবং তাহার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষা চলিত হইবে। ইউরোপীয় কর্ম্মকারক সাহেবেরদের প্রতি অনুমতি হইয়াছে যে এই ভাষা পরিবর্ত্তনেতে কোন অনিষ্ট না ঘটে এনিমিত্ত তাঁহারা সুনিয়ম করিতে পারেন কিন্তু ঐ পারস্য ভাষা একেবারে চূড়ান্তরূপে উঠাইয়া দেওন ১৮৩৯ সালের জানুআরি মাসের পর আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না। এই অশুভ ভাষার পরিবর্ত্তনেতে দেশীয় তাবল্লোকের অতিশুভ সম্ভাবনা বিষয়ে আমারদের পরম লালসা। বহুকালাবধি দেশীয় তাবল্লোকের অতিব্যগ্রতা ছিল যে সরকারী কর্ম্মকারকেরদের সঙ্গে তাঁহারদের যে সকল নিজ কর্ম্ম তাহা আপনারদের ভাষার দ্বারা নির্ব্বাহ করিতে পারেন এবং তাঁহারা এই বিষয় বারম্বার গবর্ণমেণ্টকে নিবেদনও করিয়াছেন। এইক্ষণে পরিশেষে ১৮৩৮ সালে শ্রীলশ্রীযুক্ত লার্ড অকলণ্ড সাহেবের আনুকূল্যে তাঁহারদের ঐ ইষ্টসিদ্ধ হইল অতএব ইদানীং বঙ্গভাষার বিষয়ে মনোযোগ না করণে আর কোন ওজর থাকিবে না। অধুনা বিদেশীয় আর কোন ভাষা অভ্যাসকরণে কিঞ্চিন্মাত্র কারণ থাকিল না অতএব আমারদের ভরসা হয় যে বঙ্গভাষাতে বিদ্যাদানার্থ বঙ্গদেশময় গ্রামে গ্রামেই পাঠশালা স্থাপন হইবে।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষস্থ কৌন্সলের শ্রীযুক্ত প্রসীডেণ্ট অর্থাৎ সভাপতি সাহেব গত মাসের ৪ তারিখে ১৮৩৭ সালের ২৯ আইনের ২ ধারাক্রমে ঐ আক্টের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সলের যে সকল ক্ষমতা আছে তাহা বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্ সাহেবকে অর্পণ করাতে ঐ শ্রীযুক্ত ডেপুটি গবর্নর্ সাহেব এই নিশ্চয় করিয়াছেন যে ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্তঃপাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনকরণার্থ ১ জানুআরি তারিখঅবধি ১২ মাস নির্দ্দিষ্ট হইল।

শ্রীলশ্রীযুক্তের এমত বোধ আছে যে এই পরম মাঙ্গলিক সুনিয়মেতে অতিপ্রাচীন ও দেশীয় মূলবদ্ধ নিয়মের পরিবর্ত্তন হইবে অতএব তাহা অতিসাবধানে নির্ব্বাহ করিতে হইবে।

এইপ্রযুক্ত শ্রীলশ্রীযুত নানা কর্ম্মাধ্যক্ষেরদিগকে এমত ক্ষমতা দিতেছেন যে এই সুনিয়ম তাঁহারা আপন২ দপ্তরে এবং আপনারদের অধীন নানা দপ্তরে তাঁহারদের সদ্বিবেচনাপূর্ব্বক ক্রমেং প্রবিষ্ট করান্। কেবল ইহাই নিতান্ত হুকুম হইল যে উক্ত মিয়াদের মধ্যে তাহা সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত করিতে হইবে।

শ্রীলশ্রীযুক্তের জ্ঞাপনার্থ এই নিয়ম সম্পাদননিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার এক রিপোর্ট আগামি ১ জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১ জানুআরি তারিখে দিতে হইবে।

হুকুম হইল যে উক্ত বিজ্ঞাপনের এক নকল জেনরল ডিপার্টমেণ্টে প্রেরিত হয় এবং ঐ দপ্তরের অধীন তাবৎ কর্ম্মকারকেরদিগকে তদনুযায়ি হুকুম দেওয়া যায়।

এফ জে হালিডে
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী
২৩ জানুআরি ১৮৩৮ সাল। জুদিসিয়ল ও রেবিনিউ ডিপার্টমেণ্ট

(৭ জুলাই ১৮৩৮। ২৪ আষাঢ় ১২৪৫)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা বোধ করি গবর্ণমেণ্ট দুই কারণ বশতঃ পারস্য ভাষা পরিবর্ত্তনার্থে উদ্যোগী হইয়াছেন। প্রথম এই যে ইঙ্গলণ্ডীয় মহাশয়রা এদেশে আগমনানন্তর দুই তিন ভাষা শিক্ষাকরণে বহুপরিশ্রম এবং স্বকার্য্যোদ্ধারে গতি ক্রিয়া হয় দ্বিতীয় এদেশস্থ সাধারণ ব্যক্তিরা পারস্য ভাষায় অনভিজ্ঞবিধায় তদ্বোধে অশক্ত থাকেন।

প্রথম কারণের উত্তরে আমরা এই বলি যে প্রায় ১০০ এক শত বৎসরের নৈকট্য হইল বৃটিস গবর্ণমেণ্ট এ রাজ্যের অধিপতি হইয়া ইঙ্গলণ্ডীয় কার্য্যকারকেরদিগের কর্ত্তৃক পারস্য ভাষা ইত্যাদি শিক্ষানন্তর রাজকর্ম্ম যে রূপ নির্ব্বাহ করিতেছিলেন তাহাতে এপর্য্যন্ত কোন্ কর্ম্ম মন্দ হয় নাই এবং কাহারো বাচনিক নিন্দা প্রকাশ হয় নাই।

দ্বিতীয় কথার উত্তরে অস্মদাদির এই বক্তব্য যে সাধারণ ব্যক্তিরা বিশেষ বিদ্যার অভাবে বিষয়াংশের লিখন পড়ন যে কোন ভাষাতেই হউক বিদ্বানের সাহায্যাভাবে সর্ব্বদাই বুঝিতে অশক্ত আছেন ও থাকিবেন।

এস্থানে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে আদালতসম্পর্কীয় লিপ্যাদি বিশেষতঃ রোবকারী ও ফয়ছলা ও উভয় বিবাদির সওয়াল ও জওয়াব অর্থাৎ উত্তর প্রত্যুত্তর কোন ভাষায় লিখনে সুলভ ও পারিপাট্য ছিল প্রাচীন সাহেব লোকের মধ্যে গুণিগণাগ্রগণ্য শ্রীলশ্রীযুত আলকজাণ্ডর রাশ সাহেব ও তৎপরে ডবলিউ এচ মেকনাটন সাহেব ও টোবি প্রেন্সিফ সাহেব এফ জি হলিডে সাহেব ও জান রছল কালবীন সাহেব ও সি ডবলিউ ইস্মিথ সাহেব ও হেনরী মোর সাহেব ও উলিএম কেরিকেরাপট সাহেব তথা বহুকাল কর্ম্মকারী জিমিস পাটল সাহেব ও জান বার্ডু এলিয়ট সাহেব ইঁহারা পারস্য ও বাঙ্গালা ও

হিন্দী ভাষাতে বিজ্ঞোত্তম আমরা বোধ করি অন্যান্য যে সকল সাহেব লোক বেহার ও বাঙ্গলা দেশে কার্য্য করিতেছেন ইঁহারদিগের তুল্য অন্য কেহ ঐ তিন ভাষাতে সুশিক্ষিত না হবেন অতএব আমরা উপরিউক্ত সাহেবদিগকে এই কথার শালিশ মন্যত করি যে আদালতসম্পর্কীয় লিখন পড়ন ইঁহারা পারসী কি বঙ্গীয় ভাষাতে উত্তম ও সুলভ বোধ করেন নচেৎ গবর্ণমেণ্ট যদি কলিকাতা নিবাসী কতিপয় সূতার ও তাঁতী ও তেলি ও তাম্বুলী ও বেণ্যে ও সদ্গোপ অর্থাৎ চাষাগোওয়ালা আধুনিক ও অমূলক বাবু উপাধিধারী চিনাওয়ারীর দোকানদার চর্ম্মপাদুকা ও মুরগী ইত্যাদির বাণিজ্যকারী তথা বাণিজ্যব্যবসায়ি সাহেব লোকেরদিগের মেট সরকার যাঁহারা হৌডু ইউডু ও কোওয়াইট ওএল ইত্যাদি দুই চারি কথা ইঙ্গরেজী অভ্যাস করিয়াছেন ও যাঁহারদিগের সভ্যতা এই যে প্রায় বেশ্যালয়ে বাস করেন ও বেশ্যারদিগকে আপন পরিবারের নিকট অহরহ যাতায়াত করিতে দোষ জ্ঞান করেন না ও যাঁহারা পথে২ নৃত্যগীত নগরকীর্ত্তনাদি করিয়া বেড়ান ও কবিতাইত্যাদি সকার বকার আপন স্ত্রীলোক পরম্পরাকে অর্থব্যয় করিয়া শ্রবণ করান তাহাতে কিছুমাত্র ঘৃণাবোধ করেন না ঐ সকল বাবুরা সাহেবলোকের সমীপে জানান যে পারস্য প্রচলিত থাকাতে দেশের অনেক অনিষ্ট হইতেছে ঐ কথার প্রামাণ্যতায় যদি গবর্ণমেণ্ট আদালত হইতে পারসী পরিবর্ত্তন করেন নিতান্তই দুখের বিষয় আমরা নিশ্চিত কহিতে পারি যে এদেশস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে পারস্য ভাষা লিখন পড়নের কিঞ্চিন্মাত্র রসজ্ঞ যিনি হবেন তেঁহ ঐ ভাষা পরিবর্ত্তনে কদাচ সম্মত হইবেন না কলিকাতা নিবাসির মধ্যে প্রাচীন বিষয়ী ও মান্য ৺ মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের ঘর এবং ৺ দেওয়ান অভয়চরণ মিত্রের সন্তানেরা যদি ঐ মহাশয়রা নিরপেক্ষ হইয়া যথার্থ কহেন যে আদালতের রোবকারি ও ফয়সলা ও উত্তর প্রত্যুত্তরের লিখনাদি পারস্য ভাষাহইতে বঙ্গীয় ভাষায় উত্তম হইবেক অবশ্যই মান্য বটে যদ্যপিও কলিকাতার মধ্যে ৺ বাবু গোপীমোহন ঠাকুরের ঘর মান্য বটে কিন্তু ৺ বাবু নন্দলাল ঠাকুরের লোকান্তর হওয়াতে আমরা ভরসা করি না যে ঐ পরিবারের মধ্যে অন্য কেহ এবিষয়ের বিচার যোগ্য হইবেন বরঞ্চ তন্মধ্যে কোন২ বাবু প্রাচীন নিয়ম ও প্রথাকে সর্ব্বদাই হেয় বোধ করিয়া নবীন মতাবলম্বী হইয়াছেন তবে ঐ বংশে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর পারস্য ভাষা কিঞ্চিৎ জানিতে পারেন যেহেতু যৎকালীন তেঁহ ২৪ পরগনার কালেকটরীর শিরিস্তাদারী কর্ম্মে ছিলেন পারসীতে আপন নাম দস্তখৎ করিতেন ৺ ইচ্ছায় ঐ বাবু এইক্ষণে কলিকাতায় বিপুল সম্ভ্রান্ত যদি তাঁহার নিকটও কেবল এইমাত্র প্রশ্ন হয় যে আদালতের রোবকারি ও ফয়ছলা লিখনে পারসী কি বঙ্গ ভাষা সুলভ ও উত্তম আমরা বোধ করি যে উক্ত বাবু অবশ্যই নিরপেক্ষ হইয়া উত্তর দিবেন যদবধি পারসী পরিবর্ত্তনে দেশীয় ভাষা প্রচলিত হওনের অনুজ্ঞা প্রকাশ হইয়াছে বেহার প্রদেশে কি হইতেছে অর্থাৎ হিন্দী ভাষা পারস্য অক্ষরে লিখিত হয় তাহা সাধারণের পড়িবার সাধ্য হয় না এবং যদি পারস্য অক্ষর চলিত রহিল তবে ঐ ভাষা পরিবর্ত্তনে কি লাভ জনক হইবেক যদি বলেন উক্ত দেশের

চলিত হিন্দী অক্ষরে ঐ ভাষা লিখিত হইবেক তদুত্তরে অস্মদাদির এই বক্তব্য যে ঐ দেশের হিন্দী অক্ষর যাহা প্রচলিত আছে তাহাতে ক্য কৃ ইত্যাদি ফলা ও যুক্তাক্ষর নাস্তি এবং কোন বিষয় এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক লিখিত হইলে কিছু দিন পরে পুনরায় ঐ লিখন তাহার পাঠের আবশ্যক হইলে তৎপাঠে অশক্ত হইয়া বলে যে কউন ছছুরা লেথাহায় অতএব এরূপ অক্ষর প্রচলিত হইলে কি ফলদায়ক হইবেক তবে যদি গবর্ণমেণ্ট হিন্দী ভাষা রাখিয়া বঙ্গীয় অক্ষর প্রচলিত করিতে অনুজ্ঞা করেন তবে কর্ম্ম একপ্রকার নির্ব্বাহ হইতে পারে।

আমরা জিজ্ঞাসা করি যদি গবর্ণমেণ্ট দেশীয় ভাষা প্রচলিত করণে নিতান্ত হিত বোধ করিয়া থাকেন তবে সুপ্রিমক্রোর্ট যে প্রধান আদালত বলিয়া মান্য সেথানে কিরূপে কেবল ইঙ্গরেজী ভাষা প্রচলিত রাখিবেন অর্থাৎ যে লিখন পঠনের বর্ণও এপর্য্যন্ত এদেশস্থ মনুষ্য মাত্রের বোধ গম্য নহে বরং ঐ সুপ্রিমক্রোর্ট সম্পর্ক ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য কারক সাহেবেরাও তদ্বোধে অশক্ত যাহাহউক আমরা গবর্ণমেণ্টকে বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন করিতেছি যে পারস্য পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে তাবত জিলার জজ সাহেবেরদের নামে হুকুম প্রকাশ করেন যে তাঁহারা মফঃস্বলের তাবৎ জমিদার ও তালুকদার ইত্যাদি ব্যক্তিকে বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁহারা আদালতে কোন ভাষা প্রচলিত থাকিতে সম্মত আছেন এবং আমারদিগের অভিলাষ এই যে আদালতের এলাম ইশ্‌তেহার ও সাক্ষির জোবানবন্দি দেশীয় ভাষাতে লিখিত হইয়া কেবল রোবকারি ও বিচার পত্র লেখা বিচারপতির মতের সাপেক্ষ হয় অর্থাৎ তেঁহ যে ভাষায় লিখনে উত্তম বোধ করিবেন ঐ ভাষাতে লিখাইয়া দেন ও উভয় বিবাদী আপন২ স্বেচ্ছাধীন যে ভাষাতে সুগম বোধ করে উত্তর প্রত্যুত্তর লিখে আমরা নিশ্চিত জানি যে দর্পণকার মহাশয় পারসী শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ বিধায় তৎপরিবর্ত্তনে নিতান্ত ইচ্ছুক কিন্তু ঐ মহাশয়কে আমারদিগের দুই কথা জিজ্ঞাস্য প্রথম এই যে তাঁহার দর্পণ যাহা অতিশুলভ ও নির্ম্মল বঙ্গীয় ভাষায় রচিত ও লিখিত হইয়া থাকে তাহা কি সর্ব্ব সাধারণেরই বোধগম্য হয় এবং উক্ত মহাশয় কি কহিতে পারিবেন। যে পারস্যেতে যেরূপ রোবকারি ও ফয়সলা লিখিত হইত এইক্ষণে বঙ্গীয় ভাষাতে কি ঐরূপ হইয়া থাকে আমরা দর্পণকার মহাশয়কে নিবেদন করি যে তেঁহ অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন আদালত অথবা রিবিনিউ কাছারিহইতে এক বিষয়ের ও এক অর্থের রোবকারি পারসী ও বঙ্গীয় ভাষাতে লেখা আনয়ন করিয়া কোন বিজ্ঞোত্তম ব্যক্তিকে এবং বিষয় জ্ঞান বিলক্ষণ থাকে দৃষ্টি করাইয়া জিজ্ঞাসা করুন যে ঐ ভাষাদ্বয়ের মধ্যে কোন ভাষায় লিখিত রোবকারি উত্তম ও প্রণালী সুদ্ধ বোধ হয় অথবা কোন মোকদ্দমার রোবকারি লিখিতে সহজ কোন পারসী জ্ঞাতাব্যক্তিকে আদেশ করুন এবং ঐ বিষয়ের রোবকারী বঙ্গীয় ভাষাতে লিখিতে ও উত্তম বঙ্গীয় ভাষা শিক্ষক ব্যক্তিকে ভারার্পণ করুন ও উভয় ব্যক্তি এক কালীন লিখিতে প্রবর্ত্ত হউন তখন দেখাযাবে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ রোবকারি অগ্রে লিখিত হয় ও কাহার লিখনে অধিক কাগজ ব্যয় হয় দর্পণকার মহাশয় যদি পারস্য ভাষা কিঞ্চিৎও

অবগত থাকিতেন তবে আমরা এত অধিক লিখিতাম না আমারদিগের অধিক খেদের বিষয় যাঁহারা পারস্য ভাষাতে অনভিজ্ঞ তাঁহারা ঐ ভাষা নিন্দা করেন যেমত অমৃত ভক্ষণ না করিয়া ও তাহার আস্বাদন না পাইয়া অমৃত নিন্দা করা। ইহা ভিন্ন আমরা দর্পণকার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি শিশিয়ন জজ সাহেবেরা ফৌজদারী মোকদ্দমা তজবীজান্তে তাজীর ও আকুবত ও ছেয়াছৎ ও দীয়ৎ কৎলেআমদ ও সেবেঃআমদ ইত্যাদি শব্দ যেং স্থানে লিখনের আবশ্যক হইবেক তাহার পরিবর্ত্তে বঙ্গীয় ভাষাতে কিং শব্দ লিখিবেন যদ্যপি ঐসকল শব্দব্যতিরেক অন্যান্য অনেক শব্দ আছে যাহার বঙ্গীয় ভাষা প্রাপ্ত হওয়া দুরূহ তথাপি আমরা স্বীকার করি যে সেইং স্থানে পারসী ভাষাই বঙ্গীয় অক্ষরে লিখা যাইতে পারে যে হেতু আদালতে প্রচলিত অনেকং পারসী শব্দ প্রায় অনেকে বুঝিয়া থাকেন যেমন জোবানবন্দি কিন্তু উপরে আমরা যে কএক শব্দ লিখিলাম তাহার অর্থ বিশেষং ব্যক্তিরা ভিন্ন অন্য কেহ জানেন না বোধ করি দর্পণকার মহাশয়ের মৈত্র কলিকাতা নিবাসী বাবুদিগের কর্ণকুহরেও কখন এসকল শব্দ না গিয়া থাকিবেক দর্পণকার মহাশয়কে উচিত হয় না এত পক্ষপাত করা যেহেতু ঐ মহাশয়কে প্রায় অনেক লোকে নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া মান্য করে যদি তেঁহ পারস্য ভাষা অবগত হইয়া ঐ ভাষাতে দোষার্পণ করিতেন তবে অস্মদাদির অধিক খেদের কারণ ছিল না ইতি।

যশহর জিলা নিবাসী।
কতিপয় জনানাং।

সমাজ

নৈতিক অবস্থা

(১ অক্টোবর ১৮৩১। ১৬ আশ্বিন ১২৩৮)

...দেশের এতদ্রূপ রীতি দৃষ্ট হইতেছে ভট্টাচার্য্যের সন্তানমাত্রই ভট্টাচার্য্য উপাধি প্রাপ্ত হইতেছেন এবং যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন তাঁহার তাবৎ পুত্রেরাই তদুপাধিবিশিষ্ট হইয়া থাকেন এইক্রমে ৺জয়নারায়ণ ঘোষালের তাবৎ পুত্রেরাই আপনারদের পূর্ব্বোপাধি রায় লিখিয়া থাকেন ইহা যথার্থ বটে।

(২৪ ডিসেম্বর ১৮৩১। ১০ পৌষ ১২৩৮)

...শ্রীযুত বাবু নবীনকৃষ্ণ সিংহের দলের এক বৃত্তান্ত লিখি আপন পত্রে স্থানদান করিয়া স্বীয় বক্তব্য যাহা তাহাও ব্যক্ত করিবেন।

সিংহ বাবুদিগের দলভুক্ত এতন্নগরের তিলিজাতি প্রায় তাবততেই আছেন ইহাঁরা অতিধনী ও মধ্যবিত্ত ও বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থ অনুমান ১১৭ ঘর হইবেন ইহাঁরদিগের ক্রিয়াকলাপের শৃঙ্খলা কি লিখিব মেছুয়াবাজারের মল্লিকদিগকে যাঁহারা জ্ঞাত আছেন তাঁহারা জানেন অর্থাৎ ইহাঁরা আপন ব্যবসায়করত যে উপার্জ্জন করেন তাহাতে সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মকরত কালযাপন করিতেছেন সংপ্রতি ঐ অবিরোধি ব্যক্তিদিগের জাত্যংশের বিষয়ে এক গোলোযোগ উঠিয়াছিল অর্থাৎ শিমলাগ্রামের ষষ্ঠীতলানিবাসি শ্রীরামনারায়ণ শ্রীমাণি নামক এক ব্যক্তির ভাদ্রবধূ বিধবা হইয়া গত বৈশাখ মাসে আপন গৃহহইতে পলায়ন করিয়া এক জাহাজে গিয়া তিন দিবস ছিল পুনর্ব্বার তাহার আত্মীয়বর্গ তত্ত্ব করিয়া তথাহইতে আনয়ন করিবাতে কোন কারণবশত সুপ্রিম কোর্টের কৌন্সেলি শ্রীযুত টর্টন সাহেবপ্রভৃতি তাহার নিকট আসিয়া জোবানবন্দি করাতে ঐ অভাগিনী আপন জাতি নষ্টহওনের বিষয় তাবৎ স্বীকার করে পরে তাহার ভাসুরকে সকলে স্থগিত রাখিল এবং তৎসমভিব্যাহারে আর ২০।২৫ ঘরও রহিত হইল কিছুকাল পরে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইল কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গেরা তজ্জন্য সমন্বয়াদি কিছু করেন নাই এ কারণ স্বজাতিতে চলিত ছিলেন না সংপ্রতি গত ২৮ অগ্রহায়ণ সোমবার যোড়াসাঁকোনিবাসি শ্রীযুত মধুসূদন পালের মাতার আদ্যকৃত্য হইয়াছে সিংহ বাবুর দলভুক্ত এ জন্য তদ্দলস্থ তাবৎকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন কিন্তু দোষিদিগের নিমন্ত্রণহওয়াতে তিলি জাতির মধ্যে।

শ্রীযুত রামকান্ত মল্লিক শ্রীযুত কৃষ্ণপ্রসাদ সেঠ শ্রীযুত বৃন্দাবন পাল শ্রীযুত বলরাম পাল শ্রীযুত গঙ্গানারায়ণ পাল শ্রীযুত গোবিন্দরাম পাল শ্রীযুত মধুসূদন শ্রীমাণি শ্রীযুত রামজয় সেঠ শ্রীযুত পঞ্চানন সেট শ্রীযুত হলধর শ্রীমাণি শ্রীযুত বৃন্দাবন কুণ্ড শ্রীযুত রামনারায়ণ কুণ্ডপ্রভৃতি নূন্যাধিক এক শত ঘর তিলি ঐ মধুসূদন পালের বাটীতে গমন করেন নাই।

অপর উক্ত দলস্থ ব্রাহ্মণ কায়স্থ অনেক যান নাই যদ্যপিও তাঁহারদিগের তাবতের নাম লেখা লিপি বাহুল্য তথাপি অগ্রগণ্য মহাশয়দিগের নাম লিখি শ্রীযুত হরিশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৺ সুখদেব মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীযুত বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত দর্পনারায়ণ মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত ঠাকুরদাস সিকদার শ্রীযুত পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মাণিক্যচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত হরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামলোচন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রাজচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত রামরত্ন মুখোপাধ্যায় শ্রীযুত বৃন্দাবন ঘোষাল শ্রীযুত জয়গোপাল ঘোষালপ্রভৃতি প্রায় ৪০।৫০ ঘর ব্রাহ্মণ ঐ সভায় গমন করেন নাই অপরঞ্চ শ্রীযুত বাবু রঙ্গলাল মিত্র শ্রীযুত বাবু বিশ্বম্ভর মিত্রপ্রভৃতি কএক জনের গমন হয় নাই সিংহ বাবুরদিগের দলে কায়স্থ জাতি অল্প তাঁহারদিগের নিজ কুটুম্ব শ্রীযুত বাবু ভৈরবচন্দ্র ঘোষ গিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গুরু পুরোহিতের গমন হয় নাই অধিক লিখিলে লিপি বাহুল্য হয় এক্ষণে পাঠকবর্গ বিবেচনা করিবেন সিংহ বাবু কি এই কর্ম্ম উত্তম করিয়াছেন আপন দলের এত লোকের অমতে কর্ম্ম করা কি দলপতির উচিত। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৩৮ সাল।

কস্যচিৎ উক্ত দলস্থব্যক্তি ত্রয়স্য।—চন্দ্রিকা।

(১৪ এপ্রিল ১৮৩২। ৩ বৈশাখ ১২৩৯)

লোকের উচিত যেমন বাহিরে লোকের নিকটে প্রকাশ করেন যে আপনে ধার্ম্মিক ও মহাশিষ্ট এবং বিজ্ঞতাপন্ন তদ্রূপ মনের কাছেও প্রকাশ করা কেননা অন্যান্য লোক ও মন উভয়ের নিকটে সমান থাকিলে কোন উদ্বেগ থাকে না নতুবা মনের নিকটে অধার্ম্মিক হইলে লোকের সাক্ষাতে সেই অধর্ম্মকে গোপন করিতে অনেক পরিশ্রম করিতে হয়। ইহার এই এক প্রমাণ প্রায় সকলেই জানিতেছেন অনেক২ প্রধানেরা গোপনে পরস্ত্রীঘটিত সুখে সর্ব্বদাই আসক্ত আছেন কিন্তু লোকের সাক্ষাতে যেপ্রকারে তাহা প্রকাশ না পায় ইহারি চেষ্টা সর্ব্বদা করেন কারণ লোকেতে ঐ দুষ্কর্ম্ম রাষ্ট্র হইলে আপনার অধার্ম্মিকত্ব প্রকাশ হইবেক এজন্যে অনেক২ মহাশয়েরা বিড়াল ব্রহ্মচারির ন্যায় প্রাতঃকালে উঠিয়া কেহ২ স্নান করেন কেহ বা রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া দিব্য২ গরদপ্রভৃতি শুদ্ধবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক পূজা করিতে বসেন তাহাতে পুষ্প নৈবেদ্যাদির আয়োজনও প্রচুর করিয়া বাহিরে ঘটা বিলক্ষণ করেন কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে পরস্ত্রীর সহিতে যে সকল ব্যবহারগুলি করিয়াছেন কিম্বা করিবেন তাহারি উদ্রেক হয় কিন্তু বাসনা এই যে লোকে জানুক আমি পরম ধার্ম্মিক। তৎপরে চাকরকে কহেন ঐ নৈবেদ্য অমুকের বাড়ী নিয়া যা সেই আজ্ঞানুসারে চাকরে ঐ

নৈবেদ্য মস্তকে লইয়া শহরে বেড়ায় লোকে জিজ্ঞাসা করিলে কহে অমুক বাবুর পূজার নৈবেদ্য এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহাতেই বিশ্বাস করে যে হাঁ অমুক বাবু পরম ধার্ম্মিক বটে নহিলে পূজাতে এপ্রকার ভক্তি কিজন্যে হইবেক। এবং বাহিরে আপন শিষ্টতা প্রকাশের নিমিত্তে বাবুরা ধিরে২ কথাটি কহেন আর বিস্তর কথা কহেন না অন্যে দশ কথা কহিলে দুই এক কথায় প্রত্যুত্তর করিয়া থাকেন তাহাতে লোকে জানে যে বড়ই ভারিলোক সামান্য লোকের ন্যায় পচাল পাড়া নাই। আর যদ্যপি কোনখানে চলিয়া যাইতে হয় তবে ধিরে২ পাও ফেলেন অর্থাৎ এদেশের ব্যবহার শীঘ্র চলিলেই সে লোক অশিষ্ট হয় এজন্যে ধিরে চলিয়া শিষ্টতা প্রকাশ করেন অপর আপনার বিজ্ঞতা রক্ষার্থ লোকের সাক্ষাৎ বিবেক ও বৈরাগ্য প্রকাশ করেন বিবেকাদির প্রত্যায়ক গুটিকএক শব্দ আছে তাহা প্রায় অনেকেই জানেন যে এ সংসার মিথ্যা ধন স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কোন সম্পর্ক নাই চক্ষু মুদিলেই অন্ধকারময় লোকের সাক্ষাৎ এইরূপ ঔদাস্যের বাক্য কহিয়া থাকেন। ইহাতে বিজ্ঞ মহাশয়েরা বিবেচনা করুন পরন্তু সংসর্গি মহাশয়েরা বাহিরে যে কএকটি ব্যবহার করেন সে কেবল আপনার দোষকে ঢাকিবার নিমিত্তে কি না। যদি কহেন পূর্ব্বোক্ত পূজাদি করিতেছেন অতএব তাঁহারা ধার্ম্মিক। উত্তর ধার্ম্মিক হইলে ঐ কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি কি জন্যে হইবেক আর লোকের নিকটে দোষ ঢাকিবার নিমিত্তেই বা প্রতারণার পূজা কি কারণ করিবেন। যদি কহেন লোক সর্ব্বজ্ঞ নহে তবে অন্যের মনে যে প্রতারণা কি যথার্থ ইহা তুমি কিপ্রকারে জানিলে। উত্তর আকার ও ব্যবহারের দ্বারা অনুমান করিতে হয় লোক যথার্থবাদী কি প্রতারক ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র সিদ্ধ। অতএব অনুমান হয় এপ্রকার দুষ্কর্ম্মান্বিত লোকের পূজাদিবিষয়ে মনঃস্থির কদাপি হয় না তবে যে পূজাদি করেন সে কেবল দোষাচ্ছাদন করিবার নিমিত্ত যদি কহেন লোকের স্বভাবসিদ্ধ এক২ দোষ থাকে ইহাতেই প্রপঞ্চক হয় এমত নহে। উত্তর তাঁহারা যদ্যপি প্রতারক না হইবেন তবে ঐ দোষের কথা কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তাহা লোকের নিকটে স্বীকার না করিবার কারণ কি। ঐ কথা অন্যে জিজ্ঞাসা করিলে যদ্যপি লোকের সাক্ষাৎ আপনার দুষ্কর্ম্ম স্বীকার করিতেন তবে জানিতাম যে হাঁ ইনি সত্যাবলম্বী নতুবা ঐ পূজা কেবলি প্রতারণার কারণ যদি কহেন ঐ দুষ্কর্ম্ম ভ্রান্তিক্রমে হইয়াছে কিন্তু লোকের নিকট প্রকাশ করিতে লজ্জা হয় উত্তর এমত লজ্জাকে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য যদ্দ্বারা মন সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ও অজ্ঞানাবৃত হয় মন উদ্বিগ্ন হইবার কারণ এই যে ঐ দোষ কি জানি প্রকাশ হয় এ জন্যে প্রায় সন্ধানে থাকেন যাহাতে প্রকাশ না পায় সুতরাং ঐ ভাবনাতেই কাল যায় ইহাতে মনের স্থৈর্য্য কদাপি হয় না। অজ্ঞানাবৃত থাকিবার কারণ এই যে ঐ দুষ্কর্ম্ম প্রকাশ করিলে যদ্যপি ভ্রান্তিক্রমে হইয়া থাকে তবে জ্ঞানি লোকেরা সদুপদেশ প্রদান করেন যে ঐ কর্ম্ম পাপজনক অতএব ইহ কদাপি কর্ত্তব্য নহে এইপ্রকার ক্রমে উপদেশ পাইয়া আপনার মনে ধিক্কার জ্ঞান হয় যে জ্ঞানি লোকেরা নিবারণ করিতেছেন অতএব এমত মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্তি রাখা আমার কর্ত্তব্য নহে সুতরাং মনের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিলেই দুষ্কর্ম্মহইতে বিরত হইয়া সৎকর্ম্মে জ্ঞানের উদ্রেক হয়।

যদি কহেন ঐ দুষ্কর্ম্ম আপনি প্রকাশ না করিলেও জ্ঞানি লোকেরা অন্যের উপলক্ষে কেন সদুপদেশ না করেন। উত্তর প্রায় পণ্ডিতেরা ধনহীনপ্রযুক্ত ভাগ্যবন্তের অধীন ও খোষামোদকারক আর জ্ঞানেরো পরিপাক হয় নাই যদি বা কাহারো কিঞ্চিৎ২ জ্ঞান হইয়াছে তাঁহারাও বাবুরদিগের উপরে পড়ে এমত কথা কহিতে অপারগ হন কারণ বাবুরদের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ কহিলে রাগান্বিত হইয়া মন্দ করিবার সম্ভাবনা অতএব জানিলেও ক্ষান্ত হইতে হয় কিন্তু বাবুরা ঐ সকল কথা প্রকাশ করিলে তাঁহারদিগের রাগ হইবার সম্ভাবনা থাকে না সুতরাং উপদেশ যাহা ভাল জানেন তাহা করিতে পারেন অতএব বাহিরে যেপ্রকার ব্যবহার করেন মনের সহিত ঐরূপ ব্যবহার করিলেই সর্ব্বসাধারণের উপকার হয় ইতি। জ্ঞাং নাং

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

বালি।—সম্বাদপত্রে লেখে কিয়দ্দিবস হইল বালি গ্রামনিবাসি গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একশত পত্নীকে বিধবা করিয়া লোকান্তরগত হইয়াছেন।

(৪ জুলাই ১৮৩৫। ২১ আষাঢ় ১২৪২)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—⋯কৌলীন্য যে এক মর্য্যাদা সে সর্ব্বসাধারণ দেশেই আছে যাহার লক্ষণ আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং। এই নবগুণবিশিষ্ট যে সেই কুলীন বল্লাল সেন কুমারিকা খণ্ডাধিপতি হইয়া আধুনিক কৌলীন্য উপাধি বিশেষ দিয়া পূর্ব্বকথিত রীতির বৈপরীত্যে নির্ম্মলকুলে কলঙ্ক বীজ রোপন করিয়া বংশ ধ্বংসের ও নানাপ্রকার পাপ সঞ্চারের সুচারু পথ করিয়া গিয়াছেন যাহাতে ক্রমিক অসীম অমঙ্গল হইতেছে।⋯এই আধুনিক কৌলীন্য রীতি কোন শাস্ত্রসম্মত নয় কেবল রাজ্যাধিকারির শাসনবিশেষ অত্যল্প স্থানে প্রচলিত যাহার সীমা পূর্ব্ব বিক্রমপুর পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ মণ্ডলঘাট উত্তর রঙ্গপুর এই চতুঃসীমাবর্ত্তি স্থানমধ্যে ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ও কায়স্থ অতিবিশিষ্ট সন্তানসকল আছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতি সকলি সৎসন্তানেরদের নিমিত্ত বল্লাল আত্মপ্রভুত্বের নিমিত্ত যে দুর্গম নিয়ম করিয়া যান সে কেবল যে ধর্ম্মক্ষয়জন্য তাহা নয় বংশলোপের এমত সোপান করিয়া গিয়াছেন যাহাতে কালক্রমে এককালীন জগৎ হইতে সদ্বংশরূপ মূলের উৎপাটন হইবেক। দেখুন আমারদের যে সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর তিনি স্ত্রী পুরুষ উভয়ই তুল্যাংশ উৎপত্তি করিতেছেন তাহাতে যদ্যপি এক কুলীনসন্তান আপন মেলানুসারে এক শত দারা পরিগ্রহ করিলেন তবে কি ৯৯ জন পুরুষকে নিঃসন্তান বলিতে পারি না। এবং মেলবদ্ধ থাকাতে অনেক কুলীনকন্যা জন্মাবচ্ছিন্ন অদত্তাই থাকিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি যত বিবেচনা করিয়া দেখিলেই সুবুদ্ধিরা বুঝিতে পারিবেন। ধর্ম্মলোপের বিষয় যৎকিঞ্চিৎ বিদিত করিতে সঙ্কুচিত হইয়া লিখিতেছি যে এক ব্যক্তিহইতে বহু স্ত্রীর মনোভিলাষ কোনরূপেই পূর্ণ হইতে পারে না

ইহাতে ঐ কুলীনের স্ত্রী প্রায়ই পরপুরুষরতা হইয়া জারজ সন্তান উৎপন্ন করিতেছে এবং পূর্ব্বোক্ত অবিবাহিতা স্ত্রীরা যৌবনযন্ত্রণায় কাতরা হইয়া পরাসক্তাতে তাহারদের গর্ভ হইতেছে। যদ্যপিও কুলে জলাঞ্জলি দিয়া এই কর্ম্ম করে কিন্তু ঐ সকল সন্তান রাখিলে কুল সমূলে বিনাশ পায়প্রযুক্ত ঐ পঞ্চম ষষ্ঠ অষ্টমমাসীয় জীবদিগকে অস্ত্রাঘাতে অথবা অন্য কোন উপায়ান্তরে নষ্ট করে যাহাতে ভ্রূণহত্যা মহাপাতক উৎপত্তি হইতেছে।...সংপ্রতি কন্যাবিক্রয়েতে যে সকল অনিষ্ট হইতেছে তাহার প্রতি দৃষ্টি করিবেন। হিন্দুশাস্ত্রে নাতিদূরে সমাপেচ নাচার্য্যে নচ দুর্ব্বলে বৃত্তিহীনেচ মূর্খেচ যড্‌ভ্যঃ কন্যা ন দীয়তে। এই ছয় বর্জিত করিয়া কন্যা দান করিবেক এমত বিধি আছে সেই বিধি সমূলে নাশ করিয়া কন্যার জনক যে স্থলে প্রচুর অর্থলাভ সেইখানেই কন্যাকে জলাঞ্জলি দেয় তাহার ভাগ্যে যাহা থাকে তাহাই ঘটে পিতার ধন নিয়া উদ্দেশ বহু ধন যে স্থলে লব্ধ হয় তাহার পাত্রাপাত্র বিবেচনা কি। এই গুরুতর খেদের বিষয়ে আমারদের ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন সপ্রমাণ করা যাইতেছে দৃষ্টি করিবেন। তদ্দেশং পতিতংমন্যে যদ্দেশে শুক্র-বিক্রয়ী। ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রভৃতির বহু বচন বিদিত আছে।...ব্রাহ্মণকুলে রাঢ়ীয় বারেন্দ্র দুই শাখা বিশেষ তাহাতে বারেন্দ্র শ্রেণিতে মেলবন্ধ না থাকাপ্রযুক্ত পরস্পর কন্যাদানাদি করিতে কোন আপত্তি কলহ নাই রাঢ়ীয়ের মেলবন্ধ থাকাতে তাহা না ঘটিয়া অসীম অসীম অমঙ্গল যাহা পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে ঘটিতেছে। সম্পাদক মহাশয় যদ্যপি এক বৃক্ষের শাখাদ্বয়ে ফলের পৃথকত্ব না হইত তবে আমারদের কোন আপত্তি করার সম্ভব ছিল না। অতএব মানস এই কৌলীন্য যে এক মর্য্যাদা তাহার হানি না হয় মেলবন্ধ না থাকে অর্থাৎ কুলীনের কন্যা কুলীনে বিবাহ করিতে আপত্তি না থাকে অর্থাৎ পরস্পরে পরস্পরের কন্যা বিবাহ করিতে অর্থ ব্যয় না হয় আর কন্যাবিক্রয় না হয়।...যদ্যপি শ্রীলশ্রীযুত এই বিষয়ে দৃক্‌পাত করিয়া সৎকুল ও বংশ রক্ষা করেন তবে যদবধি এই হিন্দুত্ব থাকিবেক তদবধি এই কীর্ত্তির ঘোষণা থাকিবেক নতুবা ধর্ম্মক্ষয় ও বংশ ধ্বংস ও কুলক্ষয়ের যে হেতু তাহা কেবল দেশাধিপতির অমনোযোগই জানিব।... বঙ্গদেশস্থ ভদ্রসন্তানসমূহের নিবেদন।

(৪ মার্চ ১৮৩৭। ২২ ফাল্গুন ১২৪৩)

শ্রীযুত দর্পণপ্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—...বল্লালসেন বৈদ্যরাজ রাজা হইয়া রাজার নীতি এমত কোন চির স্মরণীয় কার্য্য না করিয়া কেবল এই কীর্ত্তি করিয়াছেন যে কতক গুলিন ব্রাহ্মণ সন্তানের জাতি নষ্ট করিয়াছেন পরমেশ্বরেচ্ছায় তদবধি হিন্দুরদিগের রাজত্ব যাইয়া দুর্বৃত্ত জবনাধিকার হইলেও তাহারাও তদ্রূপ আচরণ করাতে তাঁহারদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া অতি ধার্ম্মিক দুষ্টদমন শিষ্ট পালন ইষ্ট ইণ্ডিয়া শ্রীযুত ইংলণ্ডাধিপতি মহাশয়দিগের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিলেন তাঁহারদিগের প্রশংসার লক্ষাংশের একাংশ বর্ণিতে বর্ণ হারে...বিশেষতঃ সম্প্রতি হিন্দুদিগের পক্ষে এক সদুপায় করিয়াছেন যে অনেক২ হিন্দুর বিধবাসকল স্ব২ স্বামির লোকান্তর পর তৎপরিবারের পরামর্শ ক্রমে সতীনাম প্রকাশার্থ ভর্ত্তৃশবসহিত দাহ হইতেছিল। এই

প্রকারে প্রতিবৎসর সহস্র২ স্ত্রীহত্যা হইতেছিল পরে শ্রীলশ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাহাদুর সন ১৮২৯ সালের ১৭ আইন নির্দ্ধার্য্য করাতে ঐ অনিষ্ট ব্যাপার একেবারে স্থগিত হইয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন বিবেচকবর্গেই করিতেছেন কিন্তু শ্রীযুত ইষ্ট ইণ্ডিয়া ইংলণ্ডাধিপতি রাঢ়ীয় শ্রেণী কুলীন ব্রাহ্মণেরদের প্রতি কোন নিয়ম না করাতে লক্ষ২ সধবা থাকিয়া ও বৈধব্যাচরণ ও বেশ্যা হইতেছে। যদি ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত লার্ড অকলণ্ড গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর কৃপাবলোকন পূর্ব্বক কোন নূতন চার্টর করেন তবে ভূরি২ স্ত্রীলোকের জাতি ও ধর্ম্ম রক্ষা পাইয়া তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিদিগের আশীর্ব্বাদে নিযুক্ত থাকেন বিশেষতঃ প্রজার পাপ যথাশাস্ত্র রাজার হইতে পারে। এবং এই বিষয়ের নিমিত্ত ৺ রামমোহন রায়ের একান্ত মানস ছিল তাঁহার ইউরোপে গমনেতে নিতান্ত ভরসা ছিল যে এসকল বিষয় শ্রীলশ্রীযুত বাদশাহের হুজুরে প্রস্তাব করিবেন কিন্তু এদেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ শীঘ্র তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কুলীন ব্রাহ্মণের রীতি নীতি কিঞ্চিৎ এই যে প্রায় তাবৎ কন্যারি ১৫।২০।২৫।৩০ বৎসরে বিবাহ হইয়া থাকে কোন স্ত্রী ভর্ত্তার পিতামহীর বয়সী হন সে যে হউক। কন্যাগণের জনক একটা কুলীন আনিয়া আপনার বংশের মধ্যে যার যত কন্যা থাকে এককালে তাহাকেই সম্প্রদান করিয়া দেন তাহাতেও কুলীন মহাশয়দিগের আশা পূর্ণ না হইয়া মত্ত হস্তির ন্যায় দিগ্‌বিজয়ী হইয়া নানা স্থানে এইরূপ বিবাহ করিয়া ফেরেন। ৫।৭ বৎসরের মধ্যেও স্ত্রীর মুখাবলোকন করেন না যদিও ভাগ্য বশতঃ কস্মিন কালে আগমন করেন তৎকালে স্ত্রী বা তজ্জনক জননীর নিকটে দস্যুর ন্যায় টাকা না লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন না। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন যে ঐ হতভাগা স্ত্রীরদিগের কিপর্য্যন্ত ক্লেশ ও মনস্তাপ বিশেষ কুলীন মহাশয়রা দর্প পূর্ব্বক গল্প করিয়া থাকেন যে আমারদিগের সহস্র বিবাহ করণেরো বিধি আছে। পরন্তু নলডাঙ্গা নিবাসি কোন ভদ্র এতদ্রূপ কুলীনের কন্যাদ্বয়ের যৎপরোনাস্তি অপকীর্ত্তি বিবরণ প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম অতএব সম্পাদক মহাশয় ব্রাহ্মণের অনিষ্ট নিবারণার্থ প্রার্থনা এই যে ধর্ম্মাবতার শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুর এমত কোন নিয়ম নির্দ্ধার্য্য করেন যে কোন ব্রাহ্মণ কন্যা ক্রয় বিক্রয় করিতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি এক২ বিবাহের অধিক করিতে না পারেন ইহা হইলে শ্রীলশ্রীযুতের কীর্ত্তি চন্দ্র সূর্য্যের চিরকাল দেদীপ্যমান থাকে ইতি।

কস্যচিৎ পাবনাজিলার দর্পণ পাঠকস্য।

(৭ ডিসেম্বর ১৮৩৯। ২৩ অগ্রহায়ণ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন মেতৎ ভারতবর্ষস্থ হিন্দুমধ্যে মহামান্য ভূদেবতা ব্রাহ্মণ বর্ণ মধ্যে বৈদিক শ্রেণী খ্যাত কতক আছেন আর কান্যকুব্জ হইতে আদিশূরের আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ তাঁহারদিগের যে সকল সন্তান তাঁহারদিগকে বল্লাল সেন রাঢ়ী বারেন্দ্র দুই শ্রেণী বদ্ধ করেন অপিচ রাঢ়ীয়দিগের মধ্যে কুলীন বংশজ শ্রোত্রিয় ত্রিবিধা এবং বারেন্দ্রদিগের মধ্যে কুলীন কাপ শ্রোত্রীয় ত্রিবিধা করেন

রাঢ়ী ও বারেন্দ্রের উভয় শ্রেণীতে পরস্পর প্রীতি ভোজন আছে অন্ন ব্যবহার করেন কন্যা আদান প্রদান করেন না বিশেষতঃ রাঢ়ি শ্রেণীর মধ্যে কুলীন ও প্রধান বংশজ মহাশয়রা কিঞ্চিৎ২ অর্থ লভ্য হইলে শতাবধিও বিবাহ করেন কিন্তু ভার্য্যাগণকে অন্ন বস্ত্র দেন না তাঁহারা আপন২ পিতৃগৃহে থাকিয়া উদর পরিতোষ করেন কুলীন ও বংশজ মহাশয়রা কখনো২ বৃত্তি আদায় করার মত ঐ সকল ভার্য্যার নিকট গিয়া থাকেন যদ্যপি কিছু২ অর্থ লভ্য হয় তবে এক২ স্থানে দুই এক দিবস বাসও করেন নতুবা অবলারদিগের প্রতি নিষ্ঠুর হইয়া রাগ ভরে সেস্থান পরিত্যাগ করেন আর কখনো তত্ত্বাবধারণ করেন না এইরূপ ব্যবহারে ঐ সকল ঘরে প্রায়ই ক্ষেত্রজ কুলীন কুলোদ্ভব কুলাঙ্গার অনেক হয় তাঁহারা কুল গৌরবে বিদ্যাউপার্জ্জনে মনোযোগ না করিয়া যজ্ঞোপবীত পর্য্যন্ত মাতামহ গৃহে বাস করিয়া পরে বিবাহ ব্যবসা করিয়া কাল ক্ষেপণ করেন। আর সমতুল্য ঘর অভাবে স্থানে২ কতো কুলীদের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ হয় না তাঁহারা প্রাচীনা হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন কুলীন ও বংশজ মহাশয়রা কখনো শ্রোত্রিয়কে কন্যাদান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়েরা ভ্রান্তি প্রযুক্ত কুলীন কুলোদ্ভব অকাল কুষ্মাণ্ডদিগকে মহা পূজনীয় করিয়া নানারত্ন যৌতুক সহিত কন্যারত্ন প্রদান করেন তথাপি কুলীন মহাশয়েরা তাঁহাকে কিছু আপন সমান করেন না শ্রোত্রিয় মহাশয়কে বালকের বিবাহে কন্যার পণ অধিক টাকা দিতেই হয় এপ্রকারে অর্থহীন অনেক শ্রোত্রিয়ের বিবাহ না হওয়াতে বংশই লোপ হইতেছে তবে শ্রোত্রিয় মহাশয়েরা কুলীন মহাশয়েরদিগের কোন্ গুণ দৃষ্ট করিয়া এতো খোশামদ করেন বুঝিতে পারি না যদ্যপি কুলীনে কন্যাদান না করিয়া সমতুল্য ঘরে আদান প্রদান করেন তাহাতে আপনারাই স্বস্ব প্রধান হইতে পারেন তাহা না করিয়া এবং শাস্ত্র সম্মত যেসকল ঈশ্বরের বাক্য কন্যাবিক্রয় করিলে পতিত হয় এবং অদত্তা কন্যা রজস্বলা হইলে পিতৃলোক নরকগামী হয় তাহা হেলন করিয়া মিথ্যা বল্লালি যুক্তি বলবৎ করাতে অধুনা জাতি রক্ষা পাওয়া সুদুর্লভ হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয় বিবেচনা করুন কিপর্য্যন্ত অন্যায় যদ্যপি কহেন বল্লালসেন যাহার সুনীতি দেখিয়াছিলেন তাঁহাকেই কুলীন করিয়াছেন এইক্ষণে সেই বংশে উদ্ভব হইয়া যদি কুকর্ম্মও করেন তথাপি সদ্বংশোদ্ভব কারণ পূজনীয় বলি। আর উক্ত সেন যাহাকে কুকর্ম্মান্বিত দেখিয়াছেন তাহাকেই শ্রোত্রিয় করিয়াছেন। অতএব তাহার সন্তানের সুনীতি হইলেও বংশদোষে নিন্দনীয় বলি তবে আদিশূর আনীত যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সকলেই সৎক্রিয়াবান তাঁহারদিগের সন্তান সকলই সমান যদিস্যাৎ কহেন যে সৎক্রিয়াবান সেই শ্রেষ্ঠ তবে কুলীন সন্তান মধ্যে সন্ধ্যা আদি জানেন না এমত মহামূর্খেরা শতাধিক বিবাহ করিতেও ক্ষম হএন শ্রোত্রিয় বংশে নবগুণ বিশিষ্ট ঋষিতুল্য কতো লোক বিবাহ না হওয়াতে নির্ব্বংশ হইয়া যায় কেন। অপর বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীন ও কাপ মহাশয়েরা কন্যার বিবাহ জন্য পাত্র সুস্থির করিয়া করণ করেন তদনন্তরে যদ্যপি ঐ পাত্রের মৃত্যু হয় তবে ঐ কন্যাকে করণ দোষাঘাত করিয়া পশ্চাৎ এক শ্রোত্রিয়কে সম্প্রদান করেন এবং তাহার সহিত ভক্ষ্য ভোজ্য করেন ইহাতে কন্যার

পিতামাতার কুলভঙ্গ হয় না এ অতি আশ্চর্য্য নিয়োগ। যদি কহেন করণে বিবাহ সিদ্ধি হয় না তবে তাহারদিগকে করণ কলঙ্কের অলঙ্কার দেওয়া অনুচিত যদ্যপি কহেন বিবাহ সিদ্ধি হয় তবে আর বিবাহ দেওয়াই অনুচিত অপিচ যদিই বিবাহ সিদ্ধি হয় আর পুনরায় বিবাহ দিতেই কোন বিধি থাকে যে তাহাতে পিতামাতার কুলে দোষ হয় না তবে যেসকল কন্যার বিবাহ হওনানন্তর স্বামির লোকান্তর হইয়াছে তাহারদিগকেও পুনরায় বিবাহ দিলে পিতামাতার কুলে দোষ হইতো না ও সেই কন্যাগণ চিরদিনের কারণ বিরহানলে দগ্ধ হইতো না এবং ভূরি২ ভ্রূণ হত্যা হইতো না এসকল কুনীতি এইক্ষণে রাজা ব্যতিরেক অন্য নিবারণ করিতে পারেন না। সম্পাদক মহাশয় আমার এই খেদ উক্তি কএক পঁক্তি যদ্যপি অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংশোধিত করিয়া আপনকার অমূল্য দর্পণে স্থানার্পণ করেন তবে দেশাধিপতির কর্ণগোচর হইলে এপ্রকার কুনীতি স্থগিত করিয়া অবশ্যই সুনীতি সংস্থাপন করিতে পারেন ইহাতে দেশের মহোপকার এবং আমার শ্রম সফল হয় নিবেদন মিতি সন ১২৪৬ শাল বাঙ্গলা ৫ অগ্রহায়ণ।

শ্রীতারাশঙ্কর শর্ম্মণঃ।

নিবাস মাণিকডিহি—মোকাম রংপুর।

(১ ফেব্রুয়ারি ১৮৪০। ২০ মাঘ ১২৪৬)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় সমীপেষু।—আমরা কতক গুলিন বঙ্গ দেশস্থ হিন্দু জমিদারের ও ধনির কুলবালা দুর্ব্বলা বহুকালাবধি আন্তরিক অসহিষ্ণু যন্ত্রণা ভোগ করতঃ অতি ব্যাকুলা হইয়া মহাশয়ের নিকটে আপন২ অবস্থার কিঞ্চিদ্বিবরণ লিখিতেছি যাহাতে ইঙ্গলণ্ড বাসিনী আমারদিগের মহারাণীর এবং কলিকাতাস্থ সুপ্রেম কৌন্সেলিগণের কর্ণগোচর হইয়া আমরা যে দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়া ত্রাহি২ করিতেছি তাহা হইতে পরিত্রাণের কোন সদুপায় হয় এমত মনোযোগ করেন।

প্রথম। আমারদিগের দায়ভাগ আদিগ্রন্থে পিতৃধনে কন্যার অংশ না থাকাতে বর্ত্তমান রাজগণেরা সুতরাং কন্যার অংশ একেবারে লোপ করিয়াছেন কিন্তু এই নির্দয় নির্ম্মায়িক ব্যবস্থা প্রচলিতা থাকাতে আমারদিগের নৃপতি অবশ্যই ভূরি২ পাপের ভাগী হইতেছেন তদ্বিস্তারিত নিম্নে লিখিতেছি। পূর্ব্বকালে আমারদিগের যখন কোন রাজকন্যা কি ধনির কন্যারা পাত্রস্থ হইতেন তখন কন্যার পিতা যৌতুক স্বরূপ আপন২ কন্যাকে এত ধন রত্ন ও গ্রামাদি দিতেন যে পরমসুখে কাল যাপন হইত বরং কেহ২ রাজ্যের ও ধনের অর্দ্ধেকাংশ কেহবা কিয়দংশ কন্যাকে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন। পুরাণে ও প্রাচীন ইতিহাসে প্রকাশ আছে। এইক্ষণে আমারদিগের বিবাহকালীন পাত্রকে যৎকিঞ্চিৎ কৌলীন্য মর্য্যাদা দিয়া উৎসর্গ করিয়া দেন পাত্রগণ প্রায় কুলীনের সন্তান যে পাত্রের কিঞ্চিৎ সংস্থান থাকে স্বালয়ে লইয়া যান কোন মতে সুখেদুঃখে কালহরণ হয় যতদিন মাতাপিতা জীবিত থাকেন মধ্যে২ তত্ত্বাবধারণ করেন যাঁহারা নিজালয়ে লইয়া যাওনে অশক্ত তাঁহারদিগের পিতৃগৃহে বাস করিতে হয়। পিতামাতার জীবদ্দশায় বসন ভূষণাদির কোন ক্লেশ

থাকে না তত্রাপি পুত্রবধূর তুল্য অলঙ্কারাদি কন্যাকে দেন না তাহার তাৎপর্য্য পরের ঘরের ধন যাইবে। পিতার স্বর্গলাভ হইলে যদ্যপি পিতায় কিঞ্চিৎ ধন কি এক আদ খানি গ্রাম কিম্বা কিছু মাসিক নিয়মিত দিয়া যান তবেই দিনপাতের সম্বল হয় নতুবা ভ্রাতার হস্তে পড়িতে হয় ভ্রাতাগণ পিতার বিপুল ধনৈশ্বর্য্য পাইয়াও আমারদিগকে একেবারে সকল বিষয়ে বঞ্চিতা করিয়া স্ত্রীর বশতাপন্ন হইয়া আমারদিগকে তাড়না করিতে থাকেন এবং আমারদিগের সন্তান সন্ততির প্রতি নিতান্ত তাচ্ছল্য করেন বরং আহার ও বস্ত্রাদির ক্লেশ হয়। অধিকন্ত ভ্রাতৃবধূগণ দিবারাত্রি বিষতুল্য অসহ্য বাকবাণ নিক্ষেপ করিতে থাকেন যে তাহা ব্যক্ত করিতে বক্ত্র ও লেখনী অশক্ত বিষ খাইয়া মরণের যে উপায় আছে তাহাতেও সন্দেহ হয় যে এই কালকূট বিষের জ্বালায় প্রাণ বাহির হয় না তাহাতে যে সামান্য বিষ খাইয়া মরিব তাহারি বা নিশ্চয় কি বিশেষতঃ স্বামী ও পুত্রগণের মায়াতে ও অপমৃত্যুজন্য পাপশঙ্কায় আবদ্ধ রাখে কেবল রোদন করিয়া আপন২ অদৃষ্টের প্রতি ধিক্কার ও নির্ম্মায়িক দায়ভাগকারকের প্রতি অভিশাপ এবং বর্ত্তমান রাজার নির্দয়াচরণের প্রতি আক্ষেপ ও নিশ্বাস পরিত্যাগ করত জীবন মৃত্যুবৎ হইয়া থাকি সম্পাদক মহাশয় এক ঔরসে ও এক গর্ভে জন্মিয়া আমরা এত ক্লেশের ভাগী কেন হইলাম রাজা কি আমারদিগের রাজা নহেন আমরা কি তৎপ্রজা নহি যে আমারদিগের পক্ষে এমত নিদারুণ হইয়াছেন। অপর ভ্রাতৃগণের অবসানান্তে আমারদিগের দুর্গতির কথা শুনুন। ভ্রাতুষ্পুত্রগণেরা যখন ধনাধিকারি হইয়া কর্ত্তা হন তৎকালীন তাহারদিগের মাতৃগণ আরো প্রবলা হইয়া যৎপরোনাস্তি অপমান করে দণ্ডের মধ্যে চারিবার বাটী হইতে বাহির করিয়া দিতে উদ্যতা হন ভ্রাতুষ্পুত্র কহেন কথকগুলা বাজেলোক বাটী হইতে বাহির না হইলে সুখ নাই পরেই আমার সর্ব্বনাশ করিল। হা বিধাতা আমারদিগের পিতৃধনে আমরা এমত বঞ্চিত। যদি বলেন ইহাতে রাজার দোষ কি দেশাচার ব্যবস্থামতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন। তাহার উত্তর আমারদিগের মনু মিতাক্ষরা প্রভৃতি গ্রন্থ সত্যযুগে প্রস্তুতা হয় তখন মনুষ্য সকল ধার্ম্মিক ছিলেন কন্যা ভগ্নী আদিকে আত্যন্তিক স্নেহ করিতেন এইক্ষণকার মত স্ত্রী পুত্রের বসতাপন্ন রাগোন্মত্ত অধার্ম্মিক হইলে এমত অযুক্তি শাস্ত্র কদাচ করিতেন না বর্ত্তমান ভূপাল আমারদিগের শাস্ত্রের মত কথক২ অযুক্তি বোধে ত্যাগ করিয়া নূতন ব্যবস্থা সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা এই প্রথমতঃ আমারদিগের মনু ইত্যাদি শাস্ত্রে প্রজাশাসন ও দণ্ড অতি কঠিন প্রযুক্ত তাহা ত্যাগ করিয়া ফৌজদারিতে জবনমত যুক্তি সিদ্ধ করিয়া হিন্দুরদিগকে তন্মতে দণ্ডাদি দিতেছে।

দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির প্রদত্ত ভূম্যাদি ছল বল করিয়া রাজা কি অন্য কাহাকে লইতে নিষেধ সে মত হেয় করিয়া নূতন মত আমারদিগের স্থাপন হইয়াছেন।

তৃতীয় আমারদিগের পতির সহমরণ উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তাহা অযুক্তি বিবেচনা করিয়া সুনীতি করিয়াছেন।

চতুর্থ মনুতে যে সকল কর্ম্ম করিতে নিষেধ তাহা ব্রাহ্মণআদি বর্ণ চতুষ্টয় উলঙ্ঘন করিয়া অনেকানেক নূতন মত স্থাপন করিয়াছেন। অতএব যে স্থানে প্রাচীন মতের বহুতর বিপরীত

মতাচারণ হইতেছে অভাগীরদিগের কপালে যথার্থ বিপরীত মত যাহা তাহাও রাজা বিপরীত বোধ করেন না ফলে ইহা অপেক্ষা গর্হিত কুরীতি আর নাই যাহাহউক যদি আমারদিগের রাজা উক্ত বিষয়ের প্রতি কোন উপযুক্ত আজ্ঞা অচিরাৎ না করেন তবে আমারদিগের সনাতন মত যে আছে অর্থাৎ পতির সহ মরণ তাহা পুনরায় সংস্থাপন করুন যে পতিসঙ্গে মরিয়া ঐহিকের দুঃখ হইতে নিস্তার পাই পরকালেও ভাল হওয়ার সম্ভব আছে...। আমারদিগের স্ব২ নাম সঙ্কেতে লিখিলাম পরমেশ্বর কৃপা করিলে ও রাজার কিঞ্চিৎ দয়া হইলে ব্যক্ত করিব সন ১২৪৬ তারিখ ২৯ পৌষ। শ্রী তা বি হ ক গ শ জ ম গৌ ইত্যাদি।

আমোদ-প্রমোদ

(২১ এপ্রিল ১৮৩২। ১০ বৈশাখ ১২৩৯)

জজসাহেবেরদের প্রতি বিদ্রূপ।—এতন্নগরে কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক স্থানে অর্থাৎ পাড়ায়২ সখের যাত্রার দল হইয়াছিল তৎপরে সেই সখে এখানকার লোকের ওয়াক উঠিবাতে পল্লিগ্রামে গেল শেষ অনেক ইতর লোক তাহা অভ্যাস করিয়া জীবনোপায় করিতেছে সংপ্রতি এই নগরের ধনাঢ্য লোকের সন্তানেরা ইঙ্গরেজী মতের যাত্রার সংপ্রদায় করিয়াছেন এ সম্বাদ বড় রাষ্ট্র-হওয়াতে কোন সুরসিক বিবেচক এক নাটকগ্রন্থের পাণ্ডুলেখ্য আমারদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন তাঁহার অভিপ্রায় ঐ বাবুরা যদি উক্ত নাটক মত যাত্রা করেন তবে লোকের আশু আনন্দ জন্মিতে পারে।...

(১৩ অক্টোবর ১৮৩২। ২৯ আশ্বিন ১২৩৯)

অবশ্য পাঠকবর্গের স্মরণে থাকিবে অনেক স্থলে যেমন এবৎসর মুসলমানেরা মহরম উঠাইয়াছেন তদ্রূপ হিন্দুরদের প্রধান কর্ম্ম যে দুর্গোৎসব তাহারও এবৎসরে অনেক ন্যূনতা শুনা যাইতেছে পূর্ব্বে এতন্নগরে ও অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসবে নৃত্যগীতপ্রভৃতি নানারূপ সুখজনক ব্যাপার হইয়াছে বাইনাচ ও ভাঁড়ের নাচ দেখিবার নিমিত্তে অনেক ইঙ্গরেজপর্য্যন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া এমত জনতা করিতেন যে অন্যান্য লোকেরা সেই সকল বাড়ী প্রবিষ্ট হইতে কঠিন জ্ঞান করিতেন এবৎসরে সেই সকল বাড়ীতে ইতর লোকের স্ত্রীলোকেরাও স্বচ্ছন্দে প্রতিমার সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া দেখিতে পায় এবং বাইজীরা গলী গলী বেড়াইয়াছেন তত্রাপি কেহ জিজ্ঞাসা করে নাই অনেকে এবৎসর পূজাই করেন নাই এবং যাঁহারদের বাড়ীতে পাঁচ সাত তরফা বাই থাকিত এবৎসর কোন বাড়ীতে বৈঠকি গানের তালেই মান রহিয়াছে কোন২ স্থলে চণ্ডীর গান ও যাত্রার দ্বারাই রাত্রি কাটাইয়াছেন দুর্গোৎসবে প্রায় বাড়ীতে এমত আমোদ নাই যে লোকেরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারে এবং যাঁহারা আল করিয়া কাল বিনাশ করিতেন তাঁহারাও প্রায় এতদ্বর্ষে বাতীর স্বাশ্রয় করিয়াছেন অতএব দুর্গোৎসবে যে আমোদ প্রমোদ পূর্ব্বে ছিল এবৎসরে

তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে ইহাতে অনেকে কহেন যে এতদ্দেশীয় লোকেরদের ধন শূন্যহওয়াতেই এরূপ ঘটিয়াছে ইহা হইতেও পারে কেননা ধন থাকিলে যেমন মনের স্ফূর্ত্তি থাকে ও আমোদ প্রমোদ করিতে বাঞ্ছা হয় দরিদ্র হইলে তাহার কিছুমাত্র থাকে না সর্ব্বদা পরিবারের ও আপনার ভরণপোষণ এবং অন্ন বস্ত্রাদির ভাবনাতেই উদ্বিগ্ন থাকিতে হয় ধন যে কেমন বস্তু আর তাহা না থাকিলে কিরূপ যাতনা পাইতে হয় তাহা এতদ্দেশীয় প্রায় ভাগ্যবন্ত সন্তানেরা পূর্ব্বে বিবেচনা করেন নাই বৃথা কর্ম্মে অনেক ধনের ব্যাঘাত করিয়াছেন যে সকল বাবুরা বাইজীর বাড়ীতেই হাঁড়ী কাড়িয়াছিলেন এবং নানাপ্রকারে রসনেন্দ্রিয়প্রভৃতির সুখ দিয়াছেন এইক্ষণে স্ব২ ভবনে তাঁহারদিগর শাকান্নে পরিতোষ জন্মিতেছে ধনাভাবে এইরূপ শোকসাগরে পতিত হওয়াতে কেহ২ এরূপও কহেন যে বর্ত্তমান রাজ্যাধিকারি মহাশয়দিগের শাসনে বিস্তর ধন ব্যয় হইতেছে একারণ লোকেরদের তাদৃক চাকচক্য নাই ইহা সত্য বটে যে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের শাসনে ধন ব্যয় বিস্তর হইতেছে কিন্তু আমরা সাহসপূর্ব্বক ইহা কহিতে পারি যে জবনাধিকারাপেক্ষা এইক্ষণে প্রজারা বিস্তর অন্যায়হইতে মুক্ত হইয়াছেন যদিও কোম্পানি বাহাদুর টাক্স ইষ্টাম্প পরমিট ইত্যাদির দ্বারা অনেক ধন লইতেছেন বটে কিন্তু প্রজারদের হিতার্থে চেষ্টাও বিস্তর করিতেছেন দেখ জবনাধিকারে লোকের গমনাগমনের পথ এমত কদর্য্য ছিল যে লোকেরা তাহাতে বিস্তর ভয় পাইত এবং দস্যুকর্ত্তৃক হত হইত কোন২ পথে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইলেও জল মিলিত না এবং নানা রোগে দরিদ্র লোকেরদের মহাক্লেশ ভোগ হইত এইক্ষণে বর্ত্তমানাধিকারিরা প্রজার নিকটে টাকা লইয়া দুর্গম্য পথসকল সুগম্য করিয়াছেন এবং স্থানে২ জলাশয় করাতে লোকেরা জল পান করিয়া পরম সন্তুষ্ট হন বিশেষতঃ চিকিৎসার বিষয়ে এমত সুধারা করিয়াছেন যে দরিদ্র লোকেরদের চিকিৎসাতে কপর্দ্দক মাত্রও লাগে না এবং বিদ্যার বিষয়ে এমত সুগম করিয়াছেন যে এতদ্দেশীয়েরা যে সকল বিদ্যার শব্দমাত্র বুঝিতে পারিতেন না তাঁহারা এইক্ষণে ঐ সকল শাস্ত্রের প্রসাদাৎ বিস্তর ধনোপার্জ্জন করিতেছেন অতএব রাজ্যাধিপতিরা যে ধন লন তাহার সমুদায়ই বৃথায় যায় ইহা কিপ্রকারে কহা যায়।—জ্ঞানান্বেষণ।

জনহিতকর অনুষ্ঠান

(১১ জানুয়ারি ১৮৩২। ২৮ পৌষ ১২৩৮)

কর্ম্মনাশার সাঁকো।—আমরা অতিশয় আহ্লাদপূর্ব্বক পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন করিতেছি যে কলিকাতাহইতে বারাণসের রাজপথে নবাৎপুরের নিকটে কর্ম্মনাশা নদীর উপরি সংপ্রতি অতিদৃঢ় এক প্রস্তরময় সাঁকো নির্ম্মাণ হইয়াছে এবং গত বৎসরের জুলাই মাসে তাহা পথিক লোকেরদের ব্যবহারের নিমিত্ত মুক্ত করা গেল।···

···১৮২৯ সালের ৯ জুনে মথুরা ও বৃন্দাবনের ঘাট ও মন্দির নির্ম্মাণে অতিবিখ্যাত কাশীধামের রাজা রায় পটনিমাল নানাফরনবীসের আরব্ধ সেতুর সমাপ্তি করিতে ইচ্ছুক হইলেন

এবং যদ্যপি তৎকর্ম্মকরণে আমারদের অমঙ্গল ঘটিবে এবং অনেক টাকা একেবারে মিথ্যা যাইবে এই ভয়ে তাঁহার পরিজনেরা তাহার প্রতিবন্ধক হইলেন এবং তৎকর্ম্ম আরম্ভ সময়ে রাজ্ঞীর লোকান্তর গমন হওয়াতে লোকেরা তাহা অশুভাবহ জ্ঞান করিল বটে তথাপি রাজার দৃঢ় সন্ধতার ক্রটি হইল না তাঁহার ঐ প্রস্তাবে গবর্ণমেণ্ট পৌষ্টিকতা করিলেন...।

...রায় পটনিমাল লোকহিতার্থ এবং ধর্ম্মার্থ যে সকল উপকারক সদনুষ্ঠান করিয়াছেন তাঁহার শেষ মহাকর্ম্ম কর্ম্মনাশার সেতু। অতএব তাঁহার বিষয়ে যথার্থ কহিতে হইলে অন্যান্য যে সকল কর্ম্ম তিনি করিয়াছেন তাহাও জ্ঞাপন করা উচিত যাহাতে স্বদেশস্থেরদের নিকটে তাঁহাকে আদর্শের ন্যায় বোধ হয়।

১৮০২ সালে মথুরাপুরীতে ৭০০০০ টাকা ব্যয় করিয়া দিরাগ বিষ্ণুর মন্দির পুনর্ব্বার গ্রন্থন করেন। ঐ বৎসরাবধি কএক বৎসরে মথুরাধামে সিতুয়াল প্রস্তর বদ্ধ এক বৃহৎ পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন তাহাতে ৩০০০০০ টাকার ন্যূন ব্যয় হয় নাই।

১৮০৩ সালে তিনি দশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া ভড়দেশের এক মন্দির ও চৌবাচ্চা পুনর্গ্রন্থন করেন।

১৮০৪ সালে তিনি অতিবৃহৎ চৌবাচ্চা অর্থাৎ বাউলি জালামুখি স্থানে নির্ম্মাণ করেন। সেইস্থানে যাত্রিরদের জলাহরণ করাতে অনেক কষ্ট হইত। ঐ চৌবাচ্চা গ্রন্থন করিতে দুই বৎসর লাগে ব্যয় ৯০০০০ টাকা হয়।

১৮০৫ সালে কুরুক্ষেত্রে এবং পাটিয়ালার নিকটে লক্ষ্মীকুণ্ডে তিনি ৩৫০০০ টাকা ব্যয় করিয়া তিনটা ঘাট বাঁধেন।

১৮০৬ সালে তিনি হরিদ্বারের অঞ্চলে কতক ঘাট ও মন্দির প্রস্তুত করাতে ৯০০০০ টাকা ব্যয় করেন।

বৃন্দাবনে ৺ রাধারাম ঠাকুরের মন্দিরের নিকটে যাত্রিরদের উপকারার্থ একটা প্রস্তরময় সরাই নির্ম্মাণ করেন তাহাতে ৬০০০০ টাকা তাঁহার ব্যয় হয়।

১৮১০ সালে দিল্লীনিবাসি হিন্দুলোকেরদের গমনীয় কাল্‌কাজীনামক স্থানের অতিশয় শোভাকরণার্থে ৫০০০০ টাকা ব্যয় করেন।

১৮২১ সালে গয়াধামে গমন করিয়া তথাকার নানা ধর্ম্মস্থানের মেরামৎকরণার্থ ৭০০০ টাকা ব্যয় করেন।

পরিশেষে ১৮৩১ সালে তিনি কর্ম্মনাশা সেতু বন্ধন করেন এবং তাঁহার পূর্ব্বকৃত ভূরি২ কর্ম্মাপেক্ষা এই কর্ম্মনাশার বন্ধনকর্ম্ম অতিহিত ও যশস্কারক।

আমরা শ্রবণ করিয়া অত্যন্তাহ্লাদিত হইলাম যে শ্রীযুত গবরনর্ জেনরল বাহাদুর পটনিমালকে প্রদত্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি মঞ্জুর করিয়াছেন এবং ঐ রাজা ১৫ অক্তোবরে কাশীধামে শ্রীযুত ব্রুক সাহেবকর্তৃক তদুপাধিনিমিত্ত খেলয়াৎ প্রাপ্ত হইলেন। এবম্বিধ প্রশংসনীয় কর্ম্মে শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক স্বীয় সন্তোষজ্ঞাপক চিহ্নস্বরূপ আজ্ঞা করিলেন যে গবর্ণমেণ্টের ব্যয়েতে নূতন

সাঁকোর এক নক্সা করা যাইবে এবং তাহা অতিউপযুক্ত বিজ্ঞ লোকর্তৃক প্রস্তরাধারে মুদ্রাঙ্কিত-হওনার্থ বিলায়তে প্রেরিত হইবে। পরে রাজার মিত্রেরদের এবং ভারতবর্ষস্থ তাবৎ মান্য লোকেরদের মধ্যে তাহার নক্সাসকল বিতরণ হইবে।

(৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ২৩ ভাদ্র ১২৪০)

.. বৰ্দ্ধমানের শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাঁহার পরিবারের ব্যাপারবিষয়ক সম্বাদ আপনার বহুমূল্য দর্পণে মধ্যে২ প্রকাশ হইয়া থাকে। তাঁহারদের অতুল সম্পত্তি ও দয়ার্দ্র-চিত্ততার বিষয়ে বিলক্ষণ সুখ্যাতি হইয়াছে এবং আমারো অবশ্য বক্তব্য যে তাঁহারা সৰ্ব্বত্র সকলেরই প্রশংস্য বটেন। ঈশ্বরকর্তৃক ধনি প্রধান ব্যক্তিরা অনুগৃহীত হইয়া উপযুক্ত কাৰ্য্যকরত যে ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা তাঁহারাই প্রাপণের যোগ্য বোধ হয় অতএব শ্রীযুক্ত মহারাজ ও শ্রীযুত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু ও তাঁহার পুত্রেরা তদনুরূপই বটেন যেহেতুক এই স্থানের প্রত্যেক জন তাঁহারদের দানশৌণ্ডতা দেখিতেছেন এবং অনেকে তাঁহারদের দয়াতে সুখে কালযাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রতিদিন শত২ কাঙ্গালিরদিগকে ভক্ষণীয় তণ্ডুলাদি এবং তদ্ভিন্ন বিদেশীয় অতিথিরদিগকে উৎকৃষ্ট ভোজনার্থ তণ্ডুল ডাইল ঘৃত লবণ তৈলাদি প্রদান করিতেছেন।

অপর সৰ্ব্বসাধারণের হিতার্থ অর্থাৎ রাস্তার মেরামৎ ও সংক্রম গ্রন্থন এবং অন্যান্য ফলজনক কাৰ্য্য সম্পাদনার্থ সহস্র২ মুদ্রা ব্যয় করিতেছেন।

লোকেরদিগকে বিদ্যা প্রদানবিষয়ে মহারাজের যে মহোৎসুকতা আছে তাহার প্রমাণ এই স্থানে তাঁহাকর্তৃক সংস্কৃত ও পারস্য ও ইঙ্গরেজীর বিদ্যামন্দির স্থাপিত হইয়া তাহাতে ভূরি২ বালক অমূল্যে অমূল্য বিদ্যারত্ন প্রাপ্ত হইতেছে।

তাঁহারদের দানশীলতার বিষয়ে আরো এক বিশেষ উদাহরণ দর্শয়িতব্য। এই স্থাননিবাসি মিসনরিসাহেব এই নগরের মধ্যস্থলে অতিবৃহৎ এক ইঙ্গরেজী পাঠশালা স্থাপনার্থ মনস্থ করিয়া শ্রীযুক্ত যুবরাজের জনক দেওয়ান শ্রীল প্রাণচন্দ্র বাবুর নিকটে জ্ঞাপন করাতে রাজবাটীতে চাঁদা হইয়া ঐ পাঠশালা স্থাপনার্থ সহস্র মুদ্রা ঐ মিসনরিসাহেবের নিকটে অর্পিত হইল। অতএব দুই শত ছাত্রধারি অত্যুত্তম এক বিদ্যামন্দির নগরের মধ্যে অবিলম্বেই দৃষ্ট হইবে।

কএক বৎসরাবধি মিসনরি সাহেবকর্তৃক ইঙ্গরেজী এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা হইতেছে কিন্তু উত্তম স্থান ও উপযুক্ত গৃহের অভাবে তাহার তাদৃশ সাফল্য হয় নাই। কিন্তু এইক্ষণে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ ও তাঁহার পরিবারের অনুগ্রহে ঐ সকল বাধকবিষয় দূরীকৃত হইয়াছে এবং ভরসা করি যে তত্রস্থ ও সৰ্ব্বত্রস্থ তাবদ্ধনি মহাশয়েরাও এতদ্রূপ প্রশংস্য কার্য্যের অনুগামী হইবেন। বঙ্গদেশান্তঃপাতি তাবদাঢ্য মহাশয়েরা যদি এতদ্রূপ সাহায্য করিতেন তবে যুবজনের বিদ্যা ও সদাচার বৃদ্ধিকরণের উপায় কি পৰ্য্যন্ত না হইত। অতএব অস্মদাদির এতদ্রূপ কাৰ্য্যকরণ নিতান্তই উচিত। যেহেতুক সকলের সাহায্য প্রাপণের উপযুক্ত বিষয় এতদ্ভিন্ন অপর কি আছে। নিবেদন মিদং। কস্যচিৎ যথার্থবাদিনঃ। ২৯ আগস্ত ১৮৩৩।

(২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ১৩ আশ্বিন ১২৪০)

বৰ্দ্ধমান।—অতিপ্রামাণিক ব্যক্তির স্থানে শুনিয়া আমরা পরমাপ্যায়িত হইলাম যে শ্রীমতী মহারাণী কমলকুমারী ও শ্রীযুক্ত দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু যুবরাজের নামে সরকারী কার্য্যের নিমিত্ত ৪৫০০০ টাকা গবর্ণমেন্টের হস্তে অর্পণ করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন। পূর্ব্বে বাস্পীয় চাঁদাতে তাঁহারা যে পাঁচ সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন তাহার সঙ্গে ঐক্য করিয়া দেখা গেল যে তদ্দ্বারা দেশের মঙ্গলার্থ যুবরাজের সংসারাধ্যক্ষেরা অন্যূন ৫০০০০ টাকা ব্যয় করিতে অবধারণ করিয়াছেন।

অতএব এই বদান্যতাসূচক প্রস্তাব দর্পণে অর্পণসময়ে তাঁহারদিগকে অসংখ্যক ধন্যবাদ করা আমারদের অত্যাবশ্যক। বৰ্দ্ধমানের জমীদারী যাদৃশ ভারি কি বঙ্গদেশের কি সমুদায় ভারতবর্ষের মধ্যে স্বাধীন রাজাব্যতিরেকে অন্য কোন রাজার তদ্রূপ জমীদারী নাই।

অতএব যখন দেখা গেল যে এতদ্রূপে যুবরাজের অপ্রাপ্তব্যবহারাবস্থাতে পরের মঙ্গলার্থ ঐ মহানুভব মহামহিম বংশ্যের অশেষ ধনের কিয়দংশ এতদ্রূপে ব্যয় হইতেছে এবং যুবরাজকে উত্তম রীতির আদর্শ দর্শিত হইতেছে তখন উত্তরকালীনবিষয়ক অস্মদাদির অতিগুরুতর আশাই জন্মিতেছে। দেওয়ান প্রাণচন্দ্র বাবু এইক্ষণে যুবরাজের মনে পরিহিতাকাঙ্ক্ষার যে বীজ বপন করিতেছেন তাহাতে যুবরাজ যখন স্বীয় সাংসারিকভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন তখনই তাহার মধুর ফল দৃষ্ট হইবে। এবং বৰ্দ্ধমানের মহারাজা বঙ্গদেশীয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিলার অধিকাংশের অধিকারী হইয়া যদি পরহিতৈষিতাস্বভাব হন তবে কিপর্য্যন্ত ভদ্রতা না করিতে পারিবেন। এবং শ্রীযুত দেওয়ানজী যুবরাজের বিদ্যাভ্যাসের বিষয়ে যেরূপ মহোদ্যোগী হইয়া ইঙ্গরেজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা তাঁহাকে অভ্যাস করাইতে যত্ন করিতেছেন ইহাও ঐ ভাবি সুমঙ্গলের এক প্রধান কারণ। এবং যাঁহার আচারে প্রজারদের মঙ্গলামঙ্গল নিবদ্ধ এমত যুবরাজের সদাচার ব্যবহারকরণ বিষয়ে দেওয়ানজী যে প্রকার সচেষ্ট আছেন ইহাতে তিনি তাবৎ প্রজাগণের যে অত্যন্ত ধন্যবাদাস্পদ হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি।

পুনশ্চ শুনা গেল যে শ্রীমতী মহারাণী ঐ এলাকার একটিং কমিস্যনর সাহেবের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরের হজুর কৌন্সেলে এমত এক দরখাস্ত দিয়াছেন যে ৺ প্রাপ্ত মহারাজের যে সকল উপাধি ছিল তাহা গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহপূর্ব্বক যুবরাজকে অর্পণ করেন। গবর্ণমেণ্ট অত্যাহ্লাদপূর্ব্বক তাহা স্বীকার করিয়াছেন এবং এতাদৃশ কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল প্রসাদনীয় খেলায়াৎপ্রভৃতি প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহা এইক্ষণে প্রস্তুত হইতেছে।

(১৯ নভেম্বর ১৮৩৬। ৫ অগ্রহায়ণ ১২৪৩)

মৃত মিটফোর্ট সাহেবের দান।—কথিত আছে উক্ত সাহেব মরণকালীন ঢাকা শহরের শোভাকরণার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর্ জেনরল বাহাদুরকে তাঁহার সকল সম্পত্তি দিয়া গিয়াছেন সাহেবের অনেক লক্ষ টাকা সম্পত্তি ছিল ইহাতে বোধহয় তাঁহার উইলের বিষয়ে আপত্তি উপস্থিত হইবে।

(১৭ ডিসেম্বর ১৮৩৬। ৪ পৌষ ১২৪৩)

বীরভূমের অন্তঃপাতি কিউগ্রামনিবাসি শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাল।—অতিবিখ্যাত শ্রীযুত মহারাজ বনআরিলাল যে সাধারণের বিদ্যাভ্যাসার্থ বহুসংখ্যক ধন বিতরণ করিয়াছেন তাহা সর্ব্বসাধারণ লোকের অগোচর নাই এবং এই কারণ আমি পূর্ব্বাবধিই তাঁহাকে অত্যুত্তম ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম পরে বীরভূমে গিয়া আরো শুনিলাম ঐ মহাশয় সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ নিজ ব্যয়ে সিকুরিঅবধি কাটরাপর্য্যন্ত বিংশতি ক্রোশ ব্যাপক এক পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিবেন এনিমিত্ত বীরভূমের মাজিস্ত্রেট শ্রীযুত মণি সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছেন এই রাস্তার মধ্যে যদ্যপি নদী খাল পতিত হয় তবে রাজার মানস তাহার উপরেও সাঁকো করিয়া দিবেন এইক্ষণে মাজিস্ত্রেট সাহেবের নিকট প্রার্থনা কর্ম্মনির্ব্বাহার্থ সাহেব কয়েদি লোকেরদিগকে আজ্ঞা করেন তাহারা যত দিবস কর্ম্ম করিবে রাজাই তাহারদিগের আহারাদি প্রদান করিবেন।

এই বিষয়ে কমিস্তনর সাহেবের মত জানিবার নিমিত্ত মাজিস্ত্রেট সাহেব তাঁহার নিকট রিপোর্ট করিয়াছিলেন তাহাতে কমিস্তনর শ্রীযুত ওয়ালটর সাহেব আহ্লাদপূর্ব্বক রাজার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ পত্র লিখিয়াছেন।

আমার বোধ হয় রাস্তা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়া ক্রমিক চলিতেছে এবং ভরসা করি শীঘ্রই শেষ হইবে।

আমি আরো এক বিষয়ে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতেছি শ্রীযুত লার্ড উলিয়ম বেন্টিঙ্ক এক আইন করিয়াছিলেন যাঁহারা খাল রাস্তা সাঁকো ইত্যাদি করিতে প্রস্তুত আছেন তাঁহারদিগের উৎসাহ বৃদ্ধি নিমিত্ত মফঃসলের সাহেবেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐ সকল ব্যক্তিরদিগের নাম লিখিয়া পাঠাইবেন কিন্তু ঐ ব্যবস্থার পুস্তকেই লেখা রহিয়াছে মফঃসলের সাহেবেরা এপর্য্যন্তও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৮ এপ্রিল ১৮৩৭। ২৭ চৈত্র ১২৪৩)

দিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসৈটি।—শ্রুত হওয়া গেল শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর অতিবদান্যতাপূর্ব্বক এই সোসৈটির উপকারার্থ প্রতিবৎসরে যে টাকা দান করিয়া থাকেন তদতিরিক্ত বর্ত্তমান বৎসরে আরো ৫০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

(২৪ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ১৪ ফাল্গুন ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।—একবৎসর গত হইল রেবিনিউ বোর্ডের এক সাধারণ বিজ্ঞাপন পত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল এতদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তিরা দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ দান করিবেন গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগকে রাজা বাহাদুর উপাধি দিবেন তাহাতে আরো লেখা ছিল রাজা বাহাদুর উপাধি প্রদানের যেং কারণ হইবে উপাধি প্রদানকালীন তাহাও

প্রকাশ করা যাইবেক। তাহার পরে কয়েক ব্যক্তি ঐ উপাধি পাইয়াছেন কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহারদিগের উপাধি প্রাপ্তির কোন কারণ প্রকাশ করেন নাই এবিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিয়াছেন কারণ প্রকাশ করিবেন তাহা না করণেতে অঙ্গীকার ভঙ্গ হয়। এবং লোকেরা মহা সম্ভ্রমের পদ প্রাপ্তির কারণ জানিয়া যে ঐরূপ কর্ম্মে অর্থ দান করিতেন তাহার বাধা জন্মে অতএব গবর্ণমেণ্টের ঐ অঙ্গীকার স্মরণ করা উচিত আর ইহাও জানিতে বাঞ্ছা যদি কোন ব্যক্তি কেবল কুকর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া দেশের মঙ্গলার্থ এক বিষয়ে কিঞ্চিৎ প্রদান করেন তবে কি তিনিও রাজা বাহাদুর উপাধির যোগ্য হইবেন। যাহা হউক এবিষয়ে আমার অধিক লিখিবার অভিপ্রায় নয় কেবল জিজ্ঞাস্য এই যে দেশের মঙ্গলার্থ অর্থ ব্যয় করিলে যদি ব্যক্তিরা রাজা বাহাদুর পদ প্রাপ্তির পাত্র হয়েন তবে শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর কি অপরাধ করিলেন।

ঐ বাবু পূর্ব্বে কিরূপ সৎকর্ম্মেতে কবে কি দিয়াছেন আমি তাহা জানি না কিন্তু হিন্দুকালেজের সৃষ্টি অবধি ১২৪৪ সালের ২৫ মাঘ তারিখ পর্য্যন্ত বলিতে পারি যখন যে বিষয় উপস্থিত হইয়াছে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর তাহাতে সর্ব্বাগ্রে অধিক দিয়া বসিয়া থাকেন বিশেষতঃ সম্প্রতি তাঁহার পশ্চিম যাত্রা দিনে দিস্ত্রিক্ত আফচেরিটেবল সোসৈটিকে যে লক্ষ টাকা দিয়াছেন আমার বোধ হয় এতদ্দেশীয় লোকের মধ্যে কেহ এরূপ মহা দান কস্মিন কালে করেন নাই।

আমি ঐ বাবুর সততার কার্য্য অনেক জানি তাহার মধ্যে এক বিষয় বলি বিলাত হইতে সতী দাহ নিবারণের চূড়ান্ত হুকুম আসিলে পর যে দিবস ব্রহ্ম সভাগৃহে এতদ্দেশীয় লোকেরা সভা করেন সেই দিবস বাবু কটকের দুর্ভিক্ষের উপশমার্থ স্বয়ং চাঁদার প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। এবং যে কয়েক সহস্র টাকার চাঁদা হইল আপন ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া পর দিনেই তাহা কটকে পাঠাইয়া দিলেন কিন্তু পরে ঐ টাকা সকলও আদায় হয় নাই।

ধর্ম্ম সভা নিয়তই ব্রহ্মসভার দ্বেষ করিয়া থাকেন এবং তাঁহারা যে গোময় লিপ্ত পবিত্র স্থানে ভোজন পাত্র রাখিয়া পীড়িতে বসিয়া ভোজন করেন আর পুষ্প বিল্বপত্রাদি বহুমূল্য দ্রব্য দেবদেবীর উদ্দেশে ফেলিয়া দেন। তাহাতেই বলেন আপনারা পরম ধার্ম্মিক কিন্তু ধর্ম্মসভা প্রকৃত ধর্ম্মার্থ কিঞ্চিদ্বিত্তব্যয় করিয়াছেন কি না বলিতে পারি না। যদি কহেন সতী ভিক্ষার চাঁদায় তাঁহারা অনেক ধন দিয়াছেন এ কথা যথার্থ বটে কিন্তু সে টাকা বেথি সাহেবের ও চন্দ্রিকাকারের উদরায় স্বাহা হইয়াছে। তাহার এক মুদ্রাও প্রকৃত ধর্ম্মার্থে ব্যয় হয় নাই। গত বৎসর আমার অনেক মিত্রেরা বলিয়াছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের হৌস আর থাকে না অল্প দিনের মধ্যেই দেউলিয়া হইবে। কিন্তু আমি তাহা বিশ্বাস করি নাই এইক্ষণে ঐ বন্ধুগণ দেখুন তাহার ছয় সাত মাস পরেই বাবু হৌসকে স্বচ্ছন্দরূপ রাখিয়া দিস্ত্রিক্ত আফচেরিটেবল সোসৈটিকে লক্ষ টাকা দিয়া বাষ্পীয় জাহাজে পশ্চিমে গমন করিলেন আমি শুনিতেছি বাবু পীড়িত হইয়া বায়ু সেবনার্থ যাত্রা করিয়াছেন এবং লক্ষ্মণৌতে কিঞ্চিৎকাল থাকিয়া গ্রীষ্মকালে হিমালয়ে অবস্থান করিবেন। বর্দ্ধমান বাসি দর্পণ পাঠকস্য।

(১৭ মার্চ ১৮৩৮ । ৫ চৈত্র ১২৪৪)

পরমপূজনীয় শ্রীযুত চন্দ্রিকা প্রকাশক মহাশয় শ্রীচরণেষু।— ২৪ ফেব্রুআরির দর্পণে বর্দ্ধমান বাসি দর্পণ পাঠকস্য ইতি স্বাক্ষরিত এক পত্র প্রকাশ হয় তাহার তাৎপর্য্য শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরের তুল্য দাতা এতদ্দেশে আর কেহ জন্মে নাই পরোপকার অনেক করিয়াছেন তথাচ তাঁহার রাজা উপাধি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কেন হইল না। দ্বিতীয় ধর্ম্ম-সভাস্থ ব্যক্তি সকল কেবল পবিত্র স্থানে পবিত্রান্ন ভোজন মাত্র করেন দেবদেবীকে ফুল বিল্বপত্র দেন আর সাধারণোপকার ইহাঁরা কিছুই করেন না ইত্যাদি যাহা লিখিয়াছেন ঐ কথা যদি কেবল বাঙ্গালা সমাচার পত্রে প্রকাশ হইত তবে উত্তর দিবার আবশ্যক থাকিত না কেননা এতদ্দেশে বৈকুণ্ঠবাসী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় এবং বর্দ্ধমানাধিপতি নাটোরের রাজা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর দেওয়ান রামচরণ রায় দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ যশোহর নিবাসী মহারাজ শ্রীকণ্ঠ রায় বাহাদুর দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুজ বাবু মদনমোহন দত্তজ ও মহারাজ সুখময় রায় বাহাদুর বাবু গঙ্গানারায়ণ সরকার প্রভৃতির দাতৃত্ব শক্তি ও কীর্ত্তি সকলেই জানেন গয়াধামের রামশিলা প্রেতশিলা ও চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের সোপান এবং কলিকাতাবধি শ্রীশ্রীক্ষেত্রধাম পর্য্যন্ত রাস্তা ও সেতুতে কত লক্ষ টাকা ব্যয় ইহার ইতিহাস কি ঐ পত্র প্রেরকের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। যদি বল বহুকাল গত হইয়াছে ইহা সত্য কিন্তু তাঁহার উচিত ছিল না যে কস্মিনকালে কেহ করেন নাই এমত লেখেন অতএব পূর্ব্বের সঙ্গে তুল্য না হউক পরের কথা দুই তিন লক্ষ টাকা ব্যয় এক২ কর্ম্মোপলক্ষে করিয়াছেন এমত মনুষ্যও অনেক হইয়া গিয়াছেন এইক্ষণে লক্ষ বা ৫০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন ইহা তত্ত্ব করিলে অনেক পাইবেন। অপর ইঙ্গরাজদিগের ধারা মতে যে সকল চাঁদা হইয়াছে তাহাতেও ঠাকুর বাবু ভিন্ন অনেক হিন্দু ধার্ম্মিক টাকা দান করিয়াছেন পত্র প্রেরক সেই সকল অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবেন। অপর ডিষ্ট্রিকৃট চেরিটেবিল সোসাইটির নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন ইহা এক ব্যক্তিকে দিয়াছেন এমত নহে নগর মধ্যে অন্ধ আতুর সহায়হীন দীন দুঃখীদিগের উপকারার্থে যে সমাজ স্থাপিত আছে তাহাতে অনেকেই দান করিয়াছেন সেই ফণ্ডে এক লক্ষ টাকা দিয়াছেন কিন্তু আমি শুনিয়াছি ঠাকুর বাবু আপন অভিপ্রায় লিখিয়া গিয়াছেন মাত্র তাঁহার বিষয় নির্ব্বাহকদিগের উপর ভার আছে তাঁহারা দিবেন কিন্তু কবে দিবেন সে টাকা হইতে কাণা খোঁড়ারদিগের উপকার কবে হইবে তাহার নিশ্চয় হয় নাই। বৈকুণ্ঠবাসি বাবু রামদুলাল সরকার দুই লক্ষ টাকা পুত্রদিগের নিকট স্বতন্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন ঐ ধনের বৃদ্ধি হইতে দীন দরিদ্র-গণ আহার পাইবেক তাহাতে নগর বা পল্লীগ্রামস্থের বিশেষ নাই আমি ক্ষুধার্ত্ত বলিয়া বেলগেছিয়ার বাগানে উপস্থিত হইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া দেন ইহাতে কত লোকের উপকার হইতেছে তাহা কি ঐ মহাশয় জানেন না তিনি ঠাকুর বাবুর প্রশংসা শত মুখে করুন তাহাতে দ্বেষ করি না কিন্তু এতদ্দেশীয় আর এমত কেহ নাই ইহা লেখা উচিত ছিল না। ... চন্দ্রিকা।

রামদুলাল সরকার স্বনামধন্য আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) পিতা। রামদুলাল সম্বন্ধে 'সংবাদ প্রভাকর' ১৮৫৩ সনের ২১ অক্টোবর তারিখে লিখিয়াছিলেন :—

> "কলিকাতা নগর বাসি বাঙ্গালিদিগের মধ্যে ৺ প্রাপ্ত বাবু রামদুলাল সরকার মহাশয় প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁহার প্রথমাবস্থা কষ্টে কালযাপন হইয়াছিল, পরে তিনি বাণিজ্য ব্যবসায়ে স্বহস্তে প্রায় এক কোটি মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আমেরিকান ও ইউরোপীয় বণিকেরা তাঁহাকে অতিশয় মান্য করিতেন, বিশেষতঃ আমেরিকান বণিকদিগের সহিত তাঁহার অধিক কারবার ছিল তাহাতে ফিলেডেলফিয়া নগরের কোন সম্ভ্রান্ত বণিক জেনরল ওয়াসিংটনের এক প্রতিমূর্ত্তি তাঁহাকে উপঢৌকন দিয়াছিলেন,…।"

'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের লিখিত রামদুলাল দেবের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত আছে। লোকনাথ ঘোষের *Indian Chiefs, Rajas, Zemindars, etc.* গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডেও দেব-পরিবারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

(৬ মে ১৮৩৭। ২৫ বৈশাখ ১২৪৪)

আশ্চর্য্য বদান্যতা।—শ্রুত হওয়া গেল যে পাটনার মহারাজ শ্রীযুক্ত চতুর্ধুরীণ সাহ সংপ্রতি বিদ্যাবর্দ্ধন সাধারণ কমিটিকে ৫০০০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন। ভরসা হয় যে এতদ্দেশীয় অন্যান্য ধনাঢ্য মহাশয়বর্গও স্ব২ সাধ্যানুসারে বিদ্যাধ্যয়নার্থ ধন দান করিবেন। এতাদৃশ ধনি বদান্য মহাশয়েরদিগকেই রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রদান করা অতি পরামর্শসিদ্ধ। আরো শুনা গেল যে শ্রীযুত বাবু দীননাথ দত্ত ১৮৩৪ সালে ২০ বুরুল পরিমিত অতিসুচারু সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুতীকৃত বর্ত্তুলাকার খগোল ও ভূগোলীয় এক প্রতিবিম্ব দান করিয়াছেন।

তৎপরে শুনিলাম যে উক্ত বাবু এমত বদান্যতাপ্রযুক্ত রাজা বাহাদুর খ্যাতি প্রাপ্ত হন।

(২ ডিসেম্বর ১৮৩৭। ১৮ অগ্রহায়ণ ১২৪৪)

শ্রীযুত দর্পণ প্রকাশক মহাশয় বরাবরেষু।—জিলা হুগলির বালিগ্রামের মধ্যে বহুমান্য বহু দিনের প্রাচীন বাসী ৺ জগৎরাম পাল তাঁহারদিগের ব্যয়ের দ্বারা ঐ স্থানের শ্রীশ্রী৺ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে নীরে যুগদ্বয় সুদৃষ্ট সোপান সহিত দিব্য পাকা ঘাট নির্ম্মাণ আছে ঐ ঘাটের উপরি স্থাপিত স্বদেশী বিদেশী গঙ্গাযাত্রিকদিগের তিষ্ঠনার্থ এক পাকা বাসগৃহ ছিল। পরে ঐ ঘর পুরাতন হওয়াতে দৈবাৎ পবনোৎপাতে পতিত হয় তাহাতে কতিপয় লোকের ক্লেশ জানিয়া ঐ স্থানাধিপতি বিচারক প্রহারক পরোপকারক মাজিস্ট্রেট শ্রীলশ্রীযুত সামুএল্স সাহেব মহাশয় পরক্লেশ নিবারণার্থে নিজ ব্যয়ে কিম্বা অন্যের দ্বারা সে যাহা হউক এইক্ষণে তাঁহার সাহায্যের দ্বারা ঐ স্থানের পূর্ব্বোক্ত ভগ্ন গঙ্গাযাত্রিকের ঘর পুনস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে স্বদেশী ও ভিন্ন দেশীয় শত২ ব্যক্তি স্বর্গস্থ পিতার স্থানে তাঁহার এই রাজ্য চিররাজ্য কারণ প্রার্থনা করিতেছেন।… কস্যচিৎ বালিনিবাসি প্রকাশকস্য।

(২২ সেপ্টেম্বর ১৮৩৮। ৭ আশ্বিন ১২৪৫)

আমরা কোন বিজ্ঞ ও বিশ্বাসি বন্ধুদ্বারা অবগত হইয়াছি যে জেনরল কমিটি অব পব্লিক

ইনিষ্টিটিউসন শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়গোবিন্দ সিংহ কর্তৃক কোম্পানিকে দত্ত যে ৫০০০০ টাকা সেই টাকা দ্বারা চাপরায় আগামী ডিসেম্বরে এক বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইবে। আমারদিগের এতদ্বিষয় লিখিবার কারণ এই যে এতদ্দেশীয় ধনিগণ বিদ্যাবিষয়ে যে ব্যয়াদি করেন কিম্বা চেষ্টা করেন আমরা তাহা প্রকাশ করণে ক্ষান্ত থাকিব না এবং অলসও করিব না। জ্ঞানান্বেষণ

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

যশোহর।— ...গত ২২ জুলাই তারিখে যশোহর নিবাসি লোকেরদের এক বৈঠক হয় তাহার অভিপ্রায় যে ঐ স্থানের সৌষ্ঠব করণার্থ এবং ঐ অত্যাবশ্যক কার্য্য নির্ব্বাহার্থ অর্থ সংগ্রহ করণের উপায় নিশ্চয় করেন।

তাহাতে শ্রীযুত শাণ্ডিস সাহেব সভাপতি হইলে এই প্রস্তাব হইল যে জিলা যশোহরের সদর স্থানের সুপ্রতিষ্ঠা করণার্থ নীচে লিখিতব্য মহাশয়েরা কমিটি স্বরূপ নিযুক্ত হন বিশেষতঃ।

শ্রীযুত ই ডিড্‌স সাহেব।
শ্রীযুত টি সাণ্ডিস সাহেব।
শ্রীযুত এফ লোথ সাহেব।
শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেব।
শ্রীযুত এ টি স্মিথ সাহেব।
শ্রীযুত রাজা বরদাকণ্ঠ রায়।
শ্রীযুত কালী পোদ্দার।
শ্রীযুত হরিনারায়ণ রায় ও
শ্রীযুত বাবু বৈদ্যনাথ সেন।

এবং ডাক্তর শ্রীযুত আন্দর্সন সাহেব এই কমিটির সেক্রেটরী ও শ্রীযুত টেরেনো সাহেব কোষাধ্যক্ষতা কর্ম্মে নিযুক্ত হন। আরো এই স্থির হইল যে এই সদর স্থান বা অঞ্চলে প্রস্তাবিত সৌষ্ঠব কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য বিষয় বিবেচনা করণার্থ শ্রীযুত সেক্রেটরী সাহেব কমিটির সাহেবেরদিগকে বৈঠকে আহ্বান করেন এবং প্রতি মাসীয় কার্য্যের বিবরণ ও তদ্বিষয়ে কত খরচ হইয়াছে ইহার সম্বাদ গ্রহণার্থ তৎপর মাসের প্রথম সোমবারে ধনদাতারদের বৈঠক হয়।

তৎ পরে নানা প্রকার সৌষ্ঠবের পাণ্ডুলেখ্য ও প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল বিশেষতঃ এই সদর স্থানস্থিত নানা ভূম্যধিকারিরদের বাঁশ ঝাড় ও জঙ্গলাদি কাটিতে প্রবৃত্তি দেওয়া যায়। এই স্থানস্থ তাবদ্ব্যক্তির স্বাস্থ্য জনক জল প্রাপণার্থ এক স্থানে বৃহৎ পুষ্করিণী খনন করা যায়। যে স্থানে খড়ুয়া ঘর থাকাতে লোকের উৎপাত জন্মে সেই স্থান হইতে লাহা উঠিয়া লওয়া যায়। এই সদর স্থানে রাস্তা নর্দমাদি করণ বিশেষতঃ যে স্থানে সাধ্য হয় পাকা রাস্তা প্রস্তুত করা যায়। এবং রাজপথ সকল মেরামৎ ইত্যাদি হয়। এই সকল বিষয় প্রস্তাব হইলে পর এক চাঁদা হইল। আমরা দেখিয়া অতি খেদিত হইলাম যে ঐ চাঁদাতে এতদ্দেশীয় এক ব্যক্তির নামও নাই।

	দান কোং টাকা	মাস২ কোং টাকা
শ্রীযুত টি সণ্ডিস সাহেব	১০০	১০
শ্রীযুত এফ লৌথ সাহেব	১০০	১৬
শ্রীযুত এচ সি হালকেট সাহেব	১০০	১০
শ্রীযুত ডাক্তর এণ্ডরসন সাহেব	৫০	৫
শ্রীযুত জে এ টেরেনো সাহেব	২৫	২
শ্রীযুত জে এচ রেলি সাহেব	১০	২
শ্রীযুত জি হরক্লাট্স সাহেব	১৫	২
শ্রীযুত জে এম সদরলেণ্ড সাহেব	৩২	১০
শ্রীযুত ডবলিউ সি ইষ্টাফোর্ড সাহেব	১৬	২
শ্রীযুত এ টি স্মিথ সাহেব	২৫	২
শ্রীযুত জি ডিড্স সাহেব	১০০	২০

আর্থিক অবস্থা

(২০ নভেম্বর ১৮৩০। ৬ অগ্রহায়ণ ১২৩৭)

রেজকী পয়সা কড়িবিষয়ক।—এতদ্দেশে পূর্ব্বাপর বহুকালাবধি রেজকী অর্থাৎ সিকি দোআনী আনী আ৹আনীপ্রভৃতি সোণা রূপার চলিত ছিল তাহাতে লোকের আয় ব্যয় বিষয়ের সুবিধা হইত এক্ষণে বিশ বৎসরের অধিক হইবেক রেজকীর মধ্যে কেবল আধুলি সিকিমাত্র আছে তজ্জন্য খুদরা দেনা পাওনাবিষয়ে যে ক্লেশ ছিল পয়সার বাহুল্য হওয়াতে সে সকল কর্ম্ম কষ্টে সম্পন্ন হইতেছে যদি বল পয়সা দেওয়া নেওয়াবিষয়ে কি ক্লেশ উত্তর। পয়সার ভাও সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান থাকে না অর্থাৎ এক টাকায় কখন ১৫৮ গণ্ডা কখন ১৫॥ গণ্ডা কখন বা ১৫। গণ্ডা হয় ইহাতে আনা দুই আনাইত্যাদির হিসাব করিয়া দিতে এক পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয় অপর কোম্পানি সংক্রান্ত কোন খুদরা দেনা দিতে হইলে ষোল গণ্ডার হিসাবে দিতে হয় যদ্যপিও কোম্পানির লোকেরা যাহাকে যখন দেন ষোল গণ্ডার ভাও দিয়া থাকেন সত্য বটে কিন্তু কোম্পানির স্থানে অত্যল্প লোকের পাওনা হয় দেয় প্রায় তাবতেরি ভূম্যাদির কর এবং পরমিটের হাসিল বিশেষতঃ ডাকের মাসুলে প্রায় সর্ব্বদাই অনেক লোককে পয়সা দিতে হয় ইহাতে পয়সা বিষয়ের কষ্ট বোধ হইতে পারিবেক পরন্তু পূর্ব্বে কড়ির অধিক আমদানী হইত এবং অনেক কর্ম্মে কড়ি চলন ছিল পূর্ব্বদেশে কড়ির দ্বারা জমীদার লোক মালগুজারী করিত সে যাহা হউক গৃহস্থ লোকের কড়ি অত্যন্ত উপকারক ছিল যেহেতুক আহারীয় দ্রব্য বিক্রয় অর্থাৎ বাজারে কেহ এক কাহন আট পণ ছয় পণ চারি পণইত্যাদি ব্যক্তি বিশেষে প্রেরণ করিয়া দ্রব্য আনয়ন

করিতেন এবং দ্রব্যবিশেষে মূল্যের নির্ণয় করিয়া দিতেন অর্থাৎ ১৫ গণ্ডার তরকারী দশ কড়া ন্যূন এক পণের মৎস্য ষোল কড়ার শাক দেড়বুড়ির মোচা দশ কড়ার রম্ভা আট কড়ার চূণ-ইত্যাদি হিসাব করিয়া কড়ি দেওয়া যাইত এইক্ষণে পয়সার বাহুল্যেতে কড়ি একেবারে অদৃশ্য হইয়াছে যদ্যপিও বণিকেরা কিঞ্চিৎ কড়ি রাখিয়া থাকে তাহা প্রায় দেওয়া নেওয়া হয় না বাজারে দ্রব্যের মূল্য এক পয়সা আধ পয়সার ন্যূন কোন দ্রব্য পাওয়া যায় না এবং বিক্রয়কারিরদের কোন দ্রব্যের মূল্য ইহার ন্যূন কহিলে তাহা গ্রাহ্য করে না যদ্যপি আধ পয়সা শাকের ভাগ স্থির হইল কিন্তু প্রয়োজন না থাকিলেও এক পয়সা দিয়া দুই ভাগ লইতে হয় অপর যদি আট কড়া দশ কড়ার কোন দ্রব্য লইতে হয় তথাপি একটা পয়সা তজ্জন্য বাজারে প্রেরণ করিতে হয় অধিক কি লিখিব এক কড়ার ভিক্ষারিরা এক পয়সা চাহে সুতরাং কড়ি না থাকিলে কাযে২ পয়সা দিতে হয় অথবা তাহাকে রিক্ত হস্তে বিদায় করিতে হয় অতএব এইক্ষণে প্রার্থনা মিণ্ট কমিটীর অর্থাৎ টাক্সালের বিবেচক সাহেবেরা বিবেচনা পুরঃসর ইহার বিহিত করিলে ভাল হয় আমারদিগের মতে পয়সার রেজকী অর্থাৎ এমত কোন ধাতু দস্তা বা সীসাইত্যাদির আধ পাই সিকি পাই প্রস্তুত করিয়া চলন করেন তাহা হইলে লোকের মহোপকার হইবেক এ বিষয় শুনিতে অতিসামান্য বটে কিন্তু দুঃখিলোকের পক্ষে সামান্য নহে ইহা বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ব্যক্তিরদের ক্লেশ জ্ঞাত হইতে পারিবেন। সং চং

(২১ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩। ৬ আশ্বিন ১২৪০)

পয়সা।—১৭ তারিখের হরকরা পত্রের এক জন পত্র প্রেরক বঙ্গদেশে চলিত নানাপ্রকার পয়সাবিষয়ক বৃত্তান্ত লেখেন তাহা পাঠক মহাশয়েরদের মনোরঞ্জক বোধে প্রকাশ করা গেল। সর্ব্বসুদ্ধ নয় প্রকার পয়সা চলিতেছে। প্রথমপ্রকার পুরাণ সিক্কা পাই পয়সা তাহা মাত্রারহিত বাঙ্গালা ও পারস্য ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে। দ্বিতীয় নূতন সিক্কা পাই পয়সা যাহা বিট্ বলিয়া খ্যাত। বিট কথা কেবল ইঙ্গরেজী 'মুদ্রিত' এই শব্দের অনুবাদ। এবং তাহা বাঙ্গালা ও পারস্য ও মাত্রাব্যতিরিক্ত নাগর অক্ষরে মুদ্রিত।

তৃতীয়প্রকার ত্রিশূলি অর্থাৎ ত্রিশূলাকারাঙ্কিত পয়সা ত্রিশূলাঙ্ক অর্থাৎ মহাদেবের পূজাধারের চিহ্ন এই পয়সার জরব বারাণসীতে হয়। ঐ ত্রিশূলি পয়সার মধ্যে এক প্রকার বড় ত্রিশূলি পয়সা আছে তাহা মাত্রারহিত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত। চতুর্থপ্রকার গুটলি বলিয়া বিখ্যাত ছোট ত্রিশূলি পয়সা। গুটলি এই তুচ্ছ নামে খ্যাতির কারণ এই যে ফলের ক্ষুদ্র বীজের ন্যায় তাহার আকার। তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্যাক্ষরে মুদ্রিত। পঞ্চমপ্রকার পয়সা গুটলি পয়সার ন্যায় মাত্রা ব্যতিরেকে দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত। ষষ্ঠপ্রকার পাটনাই পয়সা অর্থাৎ যাহাতে মাত্রাহীন দেবনাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে। এই ছয়প্রকার পয়সাতেই এই কথা মুদ্রিত আছে যে পৃথিবীর বাদশাহ শাহ আলমের রাজত্বের ৩৭ বৎসরে এই ছয়প্রকার পয়সার জরব হয়।

সপ্তমপ্রকার ত্রিশূলি পয়সার ন্যায়ই মাত্রাযুক্ত নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত থাকে অথচ ঐ বাদশাহের রাজত্বের ৯ বৎসরে তাহার জরব হয়।

অষ্টমপ্রকার কমারিয়া ত্রিশূলি পয়সা। কমারিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারজাতীয় কর্তৃক নির্ম্মিত হয় তাহারা এক ছিলিম তামাক খাওয়া যেমন সহজ তেমনি কৃত্রিম পয়সা প্রস্তুত করার অপরাধ সহজ বোধ করে এই পয়সা কৃত্রিমহওয়াতে অন্যান্যপ্রকারাপেক্ষা পাতলা ও ওজনে কম আছে। এবং তাহা মাত্রাশূন্য নাগর ও পারস্য অক্ষরে মুদ্রিত এবং সে সকল অতিকদক্ষর অথচ অতিক্ষুদ্র যেহেতুক ঐ পয়সা প্রস্তুতকারিরা লিখন পঠন ও শিল্পাদি বিদ্যাতে নিপুণ নহে। নবমপ্রকার কমারিয়া অর্থাৎ কর্ম্মকারের নির্ম্মিত কৃত্রিম পয়সা তাহা ওজনে কম এবং পারস্য বাঙ্গলা ও নাগর অক্ষরে মুদ্রিত থাকে।

(৭ আগষ্ট ১৮৩৩। ২৪ শ্রাবণ ১২৪০)

এতদ্দেশীয় মুদ্রা।—কলিকাতার টাকার উপরে ··· হামিয়েদিনে মহম্মদ অর্থাৎ মহম্মদের ধর্ম্ম-পোষক এই কথা মুদ্রিত থাকে। অতএব ইহার কএক শত বৎসর পরে এই টাকা দেখিয়া লোকের সন্দেহ হইতে পারে যে ভারতবর্ষের মধ্যে যে ইঙ্গলণ্ডীয়েরা রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহারা মুসলমান কি খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। বোম্বাইর নূতন টাকার উপরে যে কথা মুদ্রাঙ্কিত আছে তাহার অর্থ এই যে এই রাজমুদ্রা সৌরাষ্ট্র দেশে ১২১০ সালে জয়শীল শা আলম বাদশাহের শুভ সিংহাসন প্রাপ্তির ৪৬ বৎসরে প্রস্তুত হয় কিন্তু সকলেই অবগত আছেন যে ঐ মুদ্রা বোম্বাইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এবং জয়শীল বাদশাহ জীবদ্দশায় কয়েদ থাকিয়া বহুদিন লোকান্তরগত হইয়াছেন। অতএব ইঙ্গলণ্ডীয়েরা আপনারদের মুদ্রার উপরি এতদ্রূপ কথা মুদ্রাঙ্কিত করেন এ অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয় যেহেতুক ইঙ্গলণ্ডীয়েরা নিয়ত সত্যবাদিত্বরূপে আপনারদিগকে জ্ঞান করেন এবং তাহা অপ্রকৃতও নহে।—বোম্বাই দর্পণ

(২৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৪। ১৬ ফাল্গুন ১২৪০)

নূতন টাকৃশাল।-— ···ক্লাইব স্ট্রিটনামক রাস্তার গড়ে ২৫ ফুট নীচে অথচ টাকৃশালের মেজের ২৬॥০ ফুট নীচে গঙ্গাহইতে প্রাপ্ত চড়ার উপরে বঙ্গদেশস্থ গৃহাদি নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ অথচ তদ্বিষয়জ্ঞ শ্রীযুত কাপ্তান ফর্বস সাহেবকর্তৃক ১৮২৪ সালের মার্চ মাসের শেষে ঐ গৃহের ভিত্তি স্থাপিত হয় অতএব উপরিলিখিত ইমারতঅপেক্ষা মৃত্তিকার নীচে অধিক ইমারত আছে। ছয় বৎসরে ইহার তাবৎ কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে।-

তাহার মধ্যে বাষ্পীয় পাঁচ কল আছে বিশেষতঃ দুই কল ৪০ অশ্ব ও এক কল ২৪ অশ্ব ও এক কল ২০ অশ্ব এবং এক কল ১৪ অশ্বতুল্য বল এই যন্ত্রের দ্বারা দিবসে সাত ঘণ্টার মধ্যে ৩,০০,০০০ থান রূপা মুদ্রিত হইতে পারে।

(৯ আগষ্ট ১৮৩৪ । ২৬ শ্রাবণ ১২৪১)

পত্রপ্রেরকের স্থান হইতে প্রাপ্ত।—আমরা আহ্লাদপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি এতদ্দেশীয় কতক মর্য্যাদাবন্ত মহাশয়েরা এই প্রশংসিত অভিপ্রায় করিয়াছেন যে তাঁহারা এক বাণিজ্যের কুঠী স্থাপন করিয়া ঠাকুরান কোম্পানি [Tagore and Company] নামে ঐ কুঠীর কার্য্য চালাইবেন ইহাতে বোধহয় এদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি লোকেরা সাধারণের উপকারজনক এই অত্যাশ্চর্য্য সাহসিক উদ্যোগের অসংখ্য প্রশংসা করিবেন এবং আমরা অনুমান করি এই দৃষ্টান্ত দর্শনে এতদ্দেশীয় লোকেরদের মন এইরূপ উত্তম কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য করত পুনশ্চ হিন্দুস্থানকে অতিসমৃদ্ধ ও মর্য্যাদাশালী করিবে যাঁহারা প্রথম ২ নম্বরের জ্ঞানান্বেষণ পাঠ করিয়াছেন তাঁহারদিগের স্মরণ থাকিতে পারে যে আমরা কতকত বার লিখিয়াছি অভাগা অনিচ্ছাপ্রযুক্তই এদেশের ধনি লোকেরা বাণিজ্য কার্য্যের পরিশ্রমে প্রবর্ত্ত হন না কিন্তু এইক্ষণে বড় আহ্লাদিত হইলাম ঐ লোকেরা যে অবশ বুদ্ধিতে এবিষয়ে নিদ্রিতের ন্যায় ছিলেন তাহা সারিয়া আপনারদের কর্ত্তব্য অথচ উপকার জনক কর্ম্মে মনোযোগ দিলেন একর্ম্ম যে তাঁহারদিগের কর্ত্তব্য তাহার কারণ এই যে সাধ্যানুসারে দেশের উপকার করাতে সৎ লোক মাত্রই বাধ্য আছেন এবং হিন্দুস্থানীয় লোকেরদের শিল্পাদি নির্ম্মিত বস্তু ক্রয় বিক্রয় করাতে আপনারদের ধন সংলগ্ন করাই সকল স্বাধীন হিন্দুরদের উচিত আর উপকারজনক বলিবার কারণ এই যে অন্যান্য দেশীয় বাণিজ্যকারি লোকেরদের সহিত সমান ভাবে কর্ম্ম করা ভিন্ন অন্য কোন বিষয়ে হিন্দুস্থানীয় লোকদের বিশেষ উপকার হয় না এবং আর২ দেশাপেক্ষা আমারদিগের দেশের যে উর্ব্বরতা গুণ তাহাতে অন্য দেশীয়ের সহিত বাণিজ্য করাতে বিস্তর উপকারের সম্ভব আছে ভিন্ন দেশীয় লোকেরা কেবল ধনোপার্জনার্থ এদেশে আসিয়া অত্যল্পকাল বাস করেন কিন্তু যাহাতে তাঁহারা দেশে গিয়া পরিবারের সহিত স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে পারেন তদুপযুক্ত ধন ঐ অল্প কালের মধ্যেই সংগৃহীত হয় এই প্রকারে এদেশের ধনের কূপ সকল শূন্য হইতেছে অতএব দেশস্থ লোকেরা যৎকালে দুর্ভাগ্যক্রমে দৈন্য দশায় পড়িয়া রোদন করেন তখন দূর দেশীয়েরা স্বদেশে বসিয়া পরিবারের সঙ্গে আমারদের জমীর উপস্বত্ব নিয়া স্বচ্ছন্দে সুখভোগ করিতেছেন কিন্তু বোধ হয় এদেশের দুরবস্থা পরিবর্ত্তনের কাল উপস্থিত হইল এবং পৃথিবীর বাণিজ্যকারি দেশের সহিত পতিত হিন্দুস্থানেরো নাম লিখিত হইবে অতএব আমরা প্রার্থনা করি এইক্ষণে ঠাকুরেরা যে পথ দেখাইবেন এই দৃষ্টান্তে আমারদের দেশীয় লোকেরাও উপকারজনক প্রশংসিত সাহসিক ব্যাপারে প্রবর্ত্ত হন এবং হিন্দু নামেতে যে এই কলঙ্ক ছিল তাঁহারা নির্ব্বোধ ও নিষ্কর্ম্মা তাহা দূর করেন ইতি।—জ্ঞানান্বেষণ।

(৩০ জানুয়ারি ১৮৩৬ । ১৮ মাঘ ১২৪২)

জন পামর।—আমরা অত্যন্ত খেদিত হইয়া জ্ঞাপন করিতেছি যে পূর্ব্বে কলিকাতার মহাজন সাহেবেরদের মধ্যে অগ্রগণ্য যে জন পামর সাহেব তিনি গত শুক্রবারে কলিকাতা নগরে ৭০ বৎসর বয়সে লোকান্তর গত হইয়াছেন। সাহেব ভারতবর্ষের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরেরো অধিক

বাস করেন তন্মধ্যে অধিককাল পামর কোম্পানির কুঠীর অধ্যক্ষ ছিলেন। ইউরোপীয় অন্যান্য সাহেবেরদের অপেক্ষা এতদ্দেশীয় লোকের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ আলাপ পরিচয়াদি ছিল। পূর্ব্বে এমত সময় গিয়াছে যে পামর সাহেব স্বাক্ষর করিলেই বাজারে যত টাকা চাহিতেন তাহাই পাইতেন কিন্তু নিরন্তর ক্ষতির উপর ক্ষতি হওয়াতে ১৮৩০ সালে তাঁহার কুঠী দেউলিয়া হইল এবং ঐ কুঠী দেউলিয়া হওনের পরে কলিকাতাস্থ অন্যান্য কুঠীসকলও দেউলিয়া হইল। পামর সাহেবের ধনবত্তা সময়ে এমত দানশৌণ্ডতা ছিল যে তদ্রূপ অপর দুর্লভ ফলতঃ তাদৃশ বদান্যতাতে তাঁহার ক্ষতিই হইয়াছে কহিতে হইবে ঐ বিতরণীয় টাকাসকল একত্র করিলে এইক্ষণে পর্ব্বতাকার টাকা হইত। অনন্তর বিভ্রাট সময়ে তিনি ধৈর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন অত্যন্ত সঙ্কটাবস্থাতেও তাঁহার মন অবসন্ন হয় নাই। অপর দেউলিয়া হওনের দুই তিন বৎসর পরে পুনর্ব্বার ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন তাহাতে লাভের মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ স্বার্থ রাখিয়া অবশিষ্ট কুঠী দেউলিয়া হওয়াতে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেরদিগকে ক্ষতিপূরণার্থ কিছু২ করিয়া দিলেন। ঐ বিপদসময়েও তাঁহার এতদ্রূপ বদান্যতা প্রকাশ হইল। এতদ্দেশীয় অনেক ও ইউরোপীয় সাহেবেরা তাঁহার দ্বারা ধনবান হইয়াছেন কিন্তু তিনি চরমাবস্থাতে অতিবিপন্ন হইয়া নিঃস্বতাতে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। বহু সংখ্যক মিত্রগণ এবং তাঁহার গুণগণেতে আকৃষ্টান্তঃকরণ এমত বহুতর মহাশয় ব্যক্তি তদীয় কবরের সময়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

(৪ আগষ্ট ১৮৩৮ । ২১ শ্রাবণ ১২৪৫)

এণ্টর্ প্রায়িজ জাহাজ।—যে বাষ্পীয় জাহাজ কেপ ঘুরিয়া প্রথম ভারতবর্ষে পহুছে সে এণ্টর প্রায়িজ জাহাজ কিন্তু ঐ জাহাজ এইক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়াছে অতএব তাহা বিক্রয় করণার্থ দুই বার উদ্যোগ হইয়াছিল কিন্তু সফল হয় নাই প্রথমত ঐ জাহাজ ২০ হাজার টাকায় ধরা গিয়াছিল তাহাতে কেহ ডাকে নাই তৎপরে ১৩ হাজার টাকায় ধরা গেল তথাপি কেহ ডাকিল না এইক্ষণে এই নিশ্চয় হইয়াছে ঐ জাহাজ খণ্ড২ করিয়া তাবৎ দ্রব্যাদি পৃথক রূপে বিক্রয় করা যায়।

(২৩ মার্চ ১৮৩৯ । ১১ চৈত্র ১২৪৫)

বাষ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ।—গত সোমবারে বাষ্পের দ্বারা জাহাজাকর্ষণীয় সমাজের অংশিরদের এক বৈঠক সেক্রেটরী শ্রীযুত কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তর খানায় হইল। তাহার অভিপ্রায় যে ঐ সমাজের গত ছয় মাসের কার্য্যের রিপোর্ট পাঠ হয় তাহাতে বার্ষিক শতকরা ২০ টাকার হিসাবে ডেবিডেণ্ড দেওনার্থ স্থির হইল।

(২৫ মার্চ ১৮৩৭ । ১৩ চৈত্র ১২৪৩)

ষ্টিমটগ সমাজ অর্থাৎ বাষ্পীয় জাহাজের দ্বারা সামান্য জাহাজাকর্ষণীয় সমাজ।—বাষ্পাকর্ষক জাহাজীয় সমাজের প্রথম বার্ষিক বৈঠক গত সোমবার পূর্ব্বাহ্নে কার ঠাকুর কোম্পানির দপ্তরখানায়

হইয়া সমাজের হিসাবপত্রসকল অংশিরদিগকে দর্শান গেল তাহাতে দৃষ্ট হইল যে গত ছয় মাসের মধ্যে মূলধনের উপরে শতকরা ১৫৷৷০ টাকা করিয়া লভ্য হইয়াছে। কিন্তু সামাজিকেরা স্থির করিলেন যে ছয় মাসের নিমিত্ত শতকরা ৭ টাকার হিসাবে ডেবিডেণ্ড দেওয়া যাইবে এবং অবশিষ্ট লভ্য কলিকাতাবন্দরে সামান্য জাহাজের উপকার নিমিত্ত নূতন বাষ্পীয় জাহাজ ক্রয়করণার্থ ন্যস্ত থাকিবে। তাহাতে সমাজ প্রথমঅবধি যে কল্পনা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ করিতে পারিবেন অর্থাৎ জাহাজাকর্ষণের ভাড়া ন্যূন করিবেন। ঐ বৈঠকে আরো এই স্থির হইল গবর্ণমেণ্টের নিকটে এক দরখাস্ত করা যায় যে তাঁহারদের ঐরাবতীনামক বাষ্পীয় জাহাজ উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করেন কি না।

(১০ আগষ্ট ১৮৩৯। ২৬ শ্রাবণ ১২৪৬)

কৃষিকর্ম্মের বৃদ্ধি।—মহানগর কলিকাতার মধ্যে ইঙ্গরাজেরদিগের পরম প্রযত্নে যে কৃষি বিষয়ক সমাজ স্থাপিত হইয়াছে তাহার বিবরণ ভারতবর্ষস্থ সমুদয় জাতীয়মহাশয়দিগের বিশেষ বিদিত হয় নাই কিন্তু আমরা তদ্বিষয় সর্ব্বদাই অবগত হইয়া থাকি। ঐ সভা কর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্ম বিষয়ে যেমত মঙ্গল হইতেছে তাহাতে কৃতজ্ঞতা সূচক অন্তরাভিপ্রায় কেবল লিখন দ্বারা সম্পূর্ণ প্রকাশাসাধ্য কিন্তু এমত বিষয়ে অনভিজ্ঞতাজন্য যে লোকেরা তদুপকার লভিতে উদ্যোগী হইতেছেন না এই মহা খেদের বিষয় অতএব এ খেদ নিবারণোপায় এই বোধ হয় ঐ সকলের গুণ লোককে বিদিত করিলে তাহাতে মনাকর্ষণ হইবেক...।

ইঙ্গরাজী ১৮২০ সালে যখন এগ্রিকলটুরেল ও হার্টিকলটুরেল সোসৈটি নামে ঐ সভা সংস্থাপিত হয় তদবধিই সভার প্রধান উদ্যোগ এই আছে যে চিনি রেশম তামুক তুলা ইত্যাদি প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য যে কোন অন্য দেশে উত্তম জন্মে তাহাই ভারতবর্ষে জন্মাইয়া এদেশের ধন বৃদ্ধি করেন এবং দেশের ধন বৃদ্ধি করিলে রাজারও লভ্য আছে এমত রাজমন্ত্রিরদিগের অবগতি করাইলে এসভা নির্ব্বাহার্থ রাজ্যাধিপ সভাকে বিংশতি সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন ও তাহাতেই ঐ সভাকর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্মের পরীক্ষার্থ এক চাষ বাটী নির্ম্মাণার্থ ৪৫০০০ টাকা ও তাহার কর্ম্ম নিয়মিত নির্ব্বাহহেতু বার্ষিক দশ সহস্র টাকা দানাঙ্গীকার করেন। এই ধন সভার হস্তগত হওয়াতে তত্রাধ্যক্ষেরা এমত এক তালিকা প্রকাশ করেন যে যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি উত্তম জন্মাইয়া সভায় কৃতকার্য্যতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহারা পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয় যে ১৮৩০ সালে যখন এই বিষয়ক কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে লাগিল তাহার দুই বৎসর পরেই অর্থাৎ ১৮৩৩ সালেই সভার পূর্ব্বোক্ত ধন যাহা এক প্রধান বাণিজ্যালয়ে লিপ্ত ছিল তাহা দেউলিয়া হওয়াতে সভাও ধনহীন হইলেন তন্নিমিত্ত সভা যেমত আশা করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধ হইল না এবং চাষ পরীক্ষা স্থানের কর্ম্ম অগত্যা রহিত করিতে হইল।

এই সভাকর্ত্তৃক কৃষি কর্ম্মের যখন উত্তমালোচনা হইতেছিল তখন শ্রীযুত কোর্ট অফ